INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT., 1963

February 5, 1969

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday the 5th February, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, four Ministers, Deputy Speaker and Twenty two members.

Mr. Speaker—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concered. Starred questions. Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar—Question No. 448.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Mr. Speaker Sir, question No. 448.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর ফায়ার ব্রিগেড্ বিল্ডিং এর কত টাকা এষ্টিমেট ছিল এবং কোন সনে ইহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং কাজ সমাপ্তির শেষ তারিখ কবে ছিল ;

২। অদ্য পর্য্যন্ত অসমাপ্ত থাকার কারণ কি ;

৩। তদ্দরুণ সরকারের কোন আথিক ক্ষতি হইয়াছে কিনা, হইলে কত টাকা ?

উত্তর

১।

২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

৩।

Mr. Speaker—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan—Question No. 417.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 417.

Will the Hon'ble Minister-in-charge, Appointment and Services Department be pleased to state—

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরী করেন এমন কতজন গেজেটেড অফিসার আছেন এবং তন্মধ্যে কতজন Scheduled Caste ও Scheduled Tribes ?

২) গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে নিম্নতম ও উর্দ্ধতম শিক্ষার মান কত ?

৩) Non--Matric কতজন গেজেটেড অফিসার আছেন ?

ANSWER

১) মোট ৭২৭ জন তন্মধ্যে Scheduledc Caste ১৭ জন ও Scheduled Tribes ৩৭জন ?

২) নিম্নতম—Matriculate.

উর্দ্ধতম—Post Graduate Degrees (Maximum-Post Graduate Degrees)

Non-Matric Gazetted officer—১৭ জন ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—নন্-মেট্রিক ১৭ জন গেজেটেড অফিসার কি সিডিউলড ট্রাইব, সিডিউলড কাষ্ট না কি জেনারেল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—নোটিশ চাই ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—গেজেটেড অফিসার নিয়োগ করার বেলায় ত্রিপুরায় সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবসদের কোন প্রেফারেন্স দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ--প্রেফারেন্স দেওয়া হয় ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—তাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য আইনতঃ কোন বাধ্যবাধকতা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—Education and other qualifications are prescribed in the recruitment rules for each category of posts as and when posts are considered to be filled up by direct recruitment. But in some cases qualification is relaxed in the case of promotion. Bachelors degree is normally the minimum qualification for gazetted posts. In some technical posts degree is not considered as criteria and in that case technical qualification is considered for the post. Non-matriculates are not considered for appointment in the gazetted posts in the Government services. The number of non-matric officers which has been shown in the reply were appointed as long as before the framing of recruitment rules.

শ্রী বাজুবন রিয়াং—কোন্ গেজেটেড পোষ্টগুলিকে টেকনিক্যাল বলা হয় আর কোন্ গেজেটেড পোষ্টগুলিকে নন্-টেকনিক্যাল বলা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রথম মেডিক্যাল আছে. তারপর ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে, এডুকেশনেও আছে।

শ্রী বাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে কোন টেকনিক্যাল পোষ্ট আছে কিনা গেজেটেড র‍্যাংকে ?

শ্রী এস, এল সিংহ—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 461.

Shri S. L. Shingh—Mr. Speaker, Sir, question No. 461.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state ;—

1) যে সমস্ত V I P অথবা 1st class Gazetted officers গণ সরকারী প্রয়োজন tour এ বাহির হইয়া সরকারী ডাক বাংলাতে অবস্থান করেন তাহার খাওয়া দাওয়া এবং tiffin এর খরচাদি কোন Head হইতে নির্ব্বাহ হয় ?

২) এ পর্য্যন্ত এই বাবদে ত্রিপুরা সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri. P. R. Dasgupta—Question No. 555.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 555.

Will the Minister-in-charge of the Revenue Deparatment be pleased to state :—

1) Whether it is fact that as per Government of India's order 50·/. posts in a temporary Deptt. are to be made permanent ;

2) If, so, whether 50·/. posts of the Survey & Settlement Deptt. have been made permanent ?

3) If not, the reasons therof ?

ANSWER

1) Yes, provided the temporary Deptt. is not likely to be wound up in forsecable future and the posts have existed far not less than ten years.

2) No.

3) The reasons are as montioned in answer to clause (1).

SHRI P. R. DASGUPTA :—ফিফ্‌টি পারসেন্ট অব দি টেমপোরারী ডিপার্টমেন্ট যেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেটের অর্ডার সেই অর্ডারটা আছে কিনা ?

SHRI S. L. SINGH :—I have not got the order along with me.

SHRI P. R. DASGUPTA :—As per Goverment of India's order 50·/. posts are to be made permanent. Whether such an order has been received from the Governmet of India or not ?

SHRI S. L. SINGH :—According to Government. of India, Ministry of Finance letter 50·/. of the posts in ....

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ৫ বছরের উপর কোন কন্‌টিনিউয়াস পোষ্ট আছে কিনা এবং থাকিলে নাম্বার অব্ পোষ্টস ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নিশ্চয়ই আছে। তবে নাম্বার অব পোষ্টস বলা যাবে না।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—দশ বছর ধরে যে পোষ্টগুলি আছে সেগুলি পার্মানেন্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—সেটা না দেখে বলতে পারব না।

MR. SPEAKER—Shri Monoranjan Nath.

SHRI MONORANJAN NATH :—Question No. 558.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, question No. 558.

প্রশ্ন

(১) কৈলাসহর সাব ডিভিশনের ডলুগাঁও, বিলাসপুর, ফুলতলী, বরইতলী, মোহনপুর, দুর্গাপুর, বাগুয়ারপার ও পেচারডহর (সত্তর মিয়ার হাওর এলাকা) গত আষাঢ়-শ্রাবন মাসের বন্যায় পীড়িত এলাকা কিনা :

(২) উক্ত গ্রামগুলির শতকরা ৭৫ ভাগ লোকজন গত বন্যার সময় বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর আশ্রয় লইয়াছিল কিনা ;

(৩) উপরোক্ত গ্রামগুলি হইতে খাজনা ও কৃষিঋণ আদায়ের জন্য তাহারা গত ডিসেম্বর মাস হইতে তহশীল কেম্প করিয়া আদায় ও সংশিত নোটিশ জারী হইতেছে তন্মধ্যে স্থানীয় লোক হইতে ইহার প্রতিবাদে সরকার কোন টেলিগ্রাম ও রিপ্রেজেন্টেশন পাইয়াছেন কি ?

উত্তর

১)
২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)

Mr. Speaker—Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Chandra Choudhury—Starred Question No. 598.

Shri S. L. Singh—(Minister in-charge of the food & Civil Supply Department) Started Questson No. 598

QUESTIONS

১) Consumers society সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উদয়পুর, কৈলাসহর ও ধর্ম্মনগর মার্কেটিং সোসাইটির কোনটিকে কি মাল, কি পরিমাণ দিয়াছে এবং এই সকল মাল কনজিউমার্স সোসাইটি সরকারী গুদাম হইতে delivery নিয়াছিল কিনা—না সরকারী গুদামে রাখিয়াই বিক্রয় করিয়াছে ?

২) তাহারা এই সকল মাল কি দামে সোসাইটিগুলিকে দিয়াছে ?

৩) সোসাইটি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন মাল বিক্রয় করা হইয়াছে কিনা ? যদি বিক্রয় করা হইয়া থাকে তবে কি মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে ?

ANSWER

মালের নাম	উদয়পুর মার্কেটীং সোসাইটী	কৈলাসহর মার্কেটীং সোসাইটী	ধর্ম্মনগর মার্কেটীং সোসাইটী
সরিষার তৈল	১২,০০০ কেজি	৪৮০ কেজি	৬৪,৮০০ কেজি
মুগ ডাল	৭,০০০ কেজি	—	১৫,৪০০ কেজি
মুসুর ডাল	২,০০০ কেজি	৪,৫০০	৩৫,০০০ কেজি
অরহর ডাল	—	—	৪,৬০০ কেজি
লবন	৭,৫০০ কেজি	৭,৫০০ কেজি	—
বনস্পতি	১৫ টিন	১০ টিন	৪২৫ টিন

দরুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য দে আর ইনটারেষ্টেড টু সেল নো বডি কেন নট ষ্টপ দেয়ার সেল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— কো-অপারেটিভের যে রুলস এ্যাণ্ড পারপাস, সেই পারপাস প্রাইভেট পার্টিগুলির কাছে বিক্রি করলে পরে কি ব্যাহত হয় না?

শ্রী এস এল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ— ইহা ডিপেণ্ড করে কো-অপারেটিভগুলির উপর।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— কো-অপারেটিভ রুলস যেটা ফ্রেম হয়েছে, এবং কো-অপারেটিভের যেটা এ্যাক্ট তাতে প্রাইভেট পার্টিকে এনকারেজ করার কথা নয়।

শ্রী এস এল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ— আমার কথা হল কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে এনকারেজ করার জন্যই দেওয়া হয়েছে, কো-অপারেটিভ কতগুলি ইণ্ডিভিজুয়েল সোসাইটি, অতএব দে হেভ এভরি রাইট টু ডু হোয়াট এভার দে থিঙ্ক টু ম্যানটেইন দেয়ার ষ্টেণ্ডার্ড অব বিজিনেস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— কনজিউমার্স সোসাইটি বা যে কোন কো অপারেটিভ সোসাইটি তারা যে বিজনেসম্যানকে তাদের মাল বিক্রি করে, এটা লক্ষ্য করার দায়িত্ব সরকারের আছে কিনা।

শ্রী এস এল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ— সরকারের কাছে বলেই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই সমস্ত সোসাইটি প্রাইভেট পার্টিকে মাল বিক্রি করছে, এখন কো-অপারেটিভ রুলস এ্যাণ্ড এ্যাক্টে যে প্রভিশন আছে তাতে গভর্ণমেণ্টের সেটা লক্ষ্য করা উচিত তারা যেন ডাইরেক্ট কনজিউমার্স-দের কাছে মাল বিক্রি করে। যদি কোন কো-অপারেটিভ ডাইরেক্ট কনজিউমার্সদের (কণ্টিনিউড) কাছে মাল বিক্রি না করে প্রাইভেট বিসনেসম্যানদের কাছে বিক্রি করে সেখানে সরকারের কোন কিছু করণীয় আছে কিনা, এটাই আমি জানতে চাইছি?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :— তাদের মাল বিক্রি না করার জন্য সরকারের কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে সরকার এই কনজিউমার্স কো-অপারেটিভকে মাল না দিতে পারেন, প্রাইভেট কনজিউমার্সের ডিসকারেজ করে মাল দেওয়া হচ্ছে, সেটাই আমার কথা।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :— আসল কথা হল এই আমরা কো-অপারেটিভগুলিকে নিয়ে, কো-অপারেটিভের বিজনেস তাদের আছে, সেটা তারা করে, তবে এমন কোন লিগ্যাল পাওয়ার আমাদের কাছে নেই, তবে মাননীয় সদস্য যদি বোঝেন যে তারা অন্যখানে অন্যায় কোন কাজ করছেন, যদি তাদের বিরুদ্ধে কেস হয়ে থাকে তা হলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে একর্ডিং টু এসেন্‌সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে ইফ দে থিঙ্ক।

শ্রীসুরেশ চন্দ্রচৌধুরী :— ইহা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন যে এই সব মাল এ্যালটমেণ্ট করার মালিক কি সরকার না কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি ? বাফার ষ্টকের যে সমস্ত মাল দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে মার্কেটীং সোসাইটীগুলিকে, সেগুলি এ্যালটমেণ্ট করার মালিক কি সরকার না কন্‌জিউমার্স সোসাইটী ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :— আমাদের বাফার ষ্টকের সংগে কন্‌জিউমার্স সোসাইটীর এগ্রিমেণ্ট হল কো-অপারেটীভ তারা নেবে, নিয়ে তারা অন্যান্য কো-অপারেটীভ যেগুলি আছে তাদের কাছে বিক্রি করবে। তারা নিয়ে ঠিক করবে যে তারা কাকে কাকে মাল দিবে যদি মনে করেন যে একে ওকে দেওয়া ভাল হবে তখন তারা সেইভাবে বিলি করবেন অতএব ইট ডিপেণ্ডস আপন দেম।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী— এ্যলটম্যাণ্ট কে করছে, এ্যলটম্যাণ্ট কি গভর্ণমেণ্টের ফুড ডিপার্টমেণ্ট করেছেন না অন্য কেউ ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) – তারা মাল নিয়ে যায়, তারপরে তারা সেটা বিক্রি করার জন্য এ্যলট করে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কো-অপারেটীভ সোসাইটিকে যদি গভর্ণমেণ্ট বাফার ষ্টক থেকে মাল দেওয়া হয়, সেটা যদি তাদের পার্টিম্যানকে বা বিজনেস ম্যানদের কাছে বিক্রি করে তাহলে ডাইরেক্ট বাফার ষ্টক থেকে প্রাইভেট বিজনেসম্যানদের কাছে কেন সেখানে সেই মাল বিক্রি করা হয় না, যদি সেখানে লেস প্রাইস হতে পারে।

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :— আমরা তা করি না, কারণ কো-অপারেটিভ সোসাইটীগুলিকে ষ্ট্রেঙ্গদেন করতে হবে। টু ইলিমিনেট দি বিজনেসম্যান এই ধারণা নিয়ে আমরা কাজ করি এবং সেই অনুসারে এটা করা হচ্ছে। এখন ইণ্ডিভিজুয়েলী কোন সোসাইটী যদি তা করে তাহলে মাননীয় সদস্য—এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে গভর্ণমেণ্ট তাদের বিরুদ্ধে কেস করতে পারেন—তাহলেই সেখানে একটা লিগ্যাল ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যদি কোন কনজিউমার্স সোসাইটি মাল নিয়ে বিজনেসম্যানের কাছে মাল বিক্রী করে থাকে, তাহলে তাকে ফার্দার আর কোন মাল দেওয়া হবে না এই সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্ট নিতে প্রস্তুত আছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— না, আমরা কো-অপারেটিভকে ধ্বংস করতে পারি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি সব কো-অপারেটিভের কথা বলছি না, যদি কোন পার্টিকুলার কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইন কনট্রাভেনশন অব দি স্পিরিট অব দি প্রিন্সিপল অব দি এ্যাক্ট, বাফার ষ্টকের মাল নিয়ে কোন ব্যবসা করে থাকে

তাহলে তাকে বাফার ষ্টক থেকে ফারদার মাল দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যদি কেউ ঐ রকম করে থাকে, তাহলে এসেনশ্যাল কমডিটিজ এ্যাক্ট অনুসারে তার এগেইনস্টে কোর্টে কেস দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— কনজিউমার্স সোসাইটিগুলি বাফার স্টকের মাল বিক্রী করে কত লাভ করেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— বাফার স্টকের মাল এ্যালটমেন্টের দায়িত্ব কি সরকারের কাছে না কনজিউমার্স সোসাইটি গুলির কাছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— গভর্ণমেন্ট, মাল কো-অপারেটিভ গুলিকে দিয়ে দেয়, তারপর কাকে কত মাল দেবে সেটা তাদের উপর নির্ভর করে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— সেপ্টেম্বর মাসে বাফার স্টকে যে সব মাল ছিল, সেই সমস্ত মাল ডিষ্ট্রিবিউশনের ভার কনজিউমার্স সোসাইটিগুলিকে যে দেওয়া হয়েছিল, সেটা ম্যালডিষ্ট্রিবিউশন হয়েছে মনে করে ফুড ডিপার্টমেন্ট আবার বাফার স্টকের মাল নিজেদের হাতে বিলির ব্যবস্থা নিয়েছেন, এটা সত্য কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— উইদ্ পারমিশন অব দি চীফ মিনিস্টার। প্রথমে বাজারে জিনিষপত্রের দাম কমতে থাকে এবং গো-ডাউনের মাল এক বছরের কাছাকাছি পৌঁছায়, সেটা ডিসপোজাল করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন কো-অপারেটিভগুলিকে বলা হয় সেই মালগুলি নিয়ে নেওয়ার জন্য, যদি কো-অপারেটিভগুলি সমস্ত মাল নিতে না পারে, তাহলে বলা হয় বাইরে সে সব মাল বিক্রী করতে এবং সেই অনুসারে সেই মাল বিক্রী করা হয়। কিন্তু হঠাৎ সেই সময় উত্তর বঙ্গে বন্যা দেখা দেয় এবং বাইরে থেকে মাল আসা বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই মধ্যালে কিছু কিছু দাম বৃদ্ধির অভিযোগ আসতে থাকে। কাজেই পরবর্তী সময়ে কো-অপারেটিভ-গুলিকে আর বাফার ষ্টক থেকে মাল দেওয়া হয় নাই, গভর্ণমেন্ট নিজের হাতে রেখে, কোন কোন জায়গায় দাম স্যুট আপ করছে, সেই সব জায়গায় অবশিষ্ট যে ষ্টক সেটা বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোয়েশচান নাম্বার ৬৬০।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ৬৬০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে সরকারের পরিকল্পিত ৬৩ শতাংশ বন সংরক্ষণ নীতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ৩৩ শতাংশ করা হইবে।

উত্তর

১) না। ভারত সরকারের নির্দ্ধারিত ৬০ শতাংশের স্থলে ৩৬'৪ শতাংশ সংরক্ষিত বন রাখার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে এসিষ্টেন্ট হেড মাষ্টারের পদগুলি আছে কি না?

২। যদি থাকে পদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না কেন?

৩। গত তিনটি আর্থিক বৎসরে উক্ত পদগুলি পূরণের জন্য কোন interview নেওয়া হয়েছিল কি না?

৪। যদি interview নেওয়া হয়ে থাকে, ফলাফল কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। নিযুক্তির বিধান সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩। হ্যাঁ

৪। ৮ জন যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই ৮ জনকেই অফার দেওয়া হয়। তাহাদের মধ্যে মাত্র ৬ জন কাজে যোগদান করেন।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্তমানে ত্রিপুরাতে কোন্ কোন্ উচ্চ এবং উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে এসিস্টেন্ট হেড মাষ্টার আছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইণ্টারভিউ যে নেওয়া হয়েছিল, সেটা কোন্ সনে এবং কোন্ তারিখে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এসিস্টেণ্ট হেড মাষ্টার পদের জন্য যে ইণ্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, সেই ইণ্টারভিউ'এর মধ্যে কতজন এপ্লাই করেছিল এবং কতজন উপস্থিত ছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ— আমি পরে বলব।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই এসিস্টেন্ট হেড

মাষ্টারের পদগুলি কতদিন পরে পূরণ করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এসিস্টেন্ট হেড মাষ্টারের পদ পূরনের যে নিয়মাবলি সেগুলি ফাইন্যাল হলে পরেই করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কবে সেইসব নিয়মাবলী ফাইনালাইজ হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যত সত্বর সম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আগামী আর্থিক বৎসরে করা যাবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—চেস্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশচান নাম্বার ১০৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশচান নাম্বার ১০৮।

প্রশ্ন

১। কমলপুর বিভাগের কাঠালবাড়ী প্রাইমারী স্কুল ও হরিণছড়া ট্রাইবেল কলোনী স্কুল দুইটী কি শিক্ষকবিহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে ?

যদি সত্য হয় তবে অতি সত্বর যাহাতে শিক্ষক সেখানে প্রেরিত হন তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :-- কোয়েশচান নাম্বার—১১৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— কোয়েশচান নাম্বার ১১৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়ায় বালিকা বিদ্যালয় করার প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে, তবে কতদিনের মধ্যে তাহা কার্য্যকরী হইবে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—তেলিয়ামুড়া ত্রিপুরার একটা মেরুদণ্ড, সেখানে একটা বালিকা বিদ্যালয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে একটা বালিকা বিদ্যালয় দেওয়া যায় কিনা, পরীক্ষা করে

দেখা হচ্ছে। এখনও স্থির হয়নি।

শ্রীরেণু চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানকার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে, সারদা সুন্দরী বিদ্যাপীঠ নামে কোন বে-সরকারী সংস্থা সরকারের নিকট আবেদন করেছেন কিনা এবং সেই বিষয়ে সরকার কি মনোভাব গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সরকার সেই বিষয়ে সর্বপ্রকার সমীক্ষা করে দেখবেন ইহাকে অনুমোদন দেওয়া যায় কিনা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সার্ভে কিছু কিছু হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে বালিকা বিদ্যালয় যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের যেখানে যতটা স্কুলের প্রভিশন প্রতি বৎসরে থাকে সেই অনুপাতে প্রাইওরিটি বেসিসে দেওয়া হয়।

শ্রী.রনু চক্রবর্ত্তী :—তোলয়ামুড়া, কয়টি বালিকা বিদ্যালয় আছে এখন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচর্য্য :—এখন একটিও নাই। তবে প্রাইভেটলি একটা স্কুল আরম্ভ হয়েছে। সেটা আবেদন করেছে অনুমোদনের জন্য। সেটাকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখছেন, অনুমোদন দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— এই সার্ভেতে তেলিযামুড়া বালিকা বিদ্যালয় করার প্রস্তাব আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

Mr. Speaker :— SHRI AGHORE DEB BARMA.

SHRI AGORE DEB BARMA :— Question No. 678.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :—Mr. Speaker, Sir, question No. 678.

QUESTION

1. Whether there is any rule for recruiting teachers in the Education Department ;

2. If not, the reasons thereof ?

ANSWER

1. Yes, for 10 categories of teachers.

2. Does not ariese.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রুলসটা কবে করা

হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন রুলসের মধ্যে কি কি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—রুলসের মধ্যে কোয়ালিফিকেশন আছে, কি কোয়ালিফিকেশন থাকলে কোন্ পদে নিযুক্ত করা যাবে সেগুলি আছে, বয়স কত হতে হবে, সেগুলি আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—বর্ত্তমানে যে টিচার নিযুক্ত করা হচ্ছে সেগুলি কি রুলস অনুযায়ী হচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—নিশ্চয়ই রুলস অনুযায়ী হচ্ছে।

Mr. Speaker :— SHRI RABINDRA Ch. DEB RANKHAL.

SHRI RABINDRA Ch. DEB RANKHAL :— Question No. 712.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE ;— Mr. Speaker, Sir, question No. 712.

প্রশ্ন

১। নঈতালিম তেলিয়ামুড়া বাইশঘড়িয়া বিদ্যালয়টি গ্রহণের প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ;

২। ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে বিদ্যালয়কে সরকার হইতে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ;

৩। উক্ত বিদ্যালয়ের নিকট প্রাপ্য টাকা সকলকে পরিশোধ করা হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। টা. ৫৩, ২৪২·৪৭

৩। না।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল :— বর্তমানে বিনা বেতনে মাস্টাররা স্কুল করছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— বিনা বেতনে করছেন কিনা সেটা আমার জানা নেই, তবে সরকারের গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— এ'সমস্ত স্কুলে যে সমস্ত শিক্ষকরা চাকুরী করছেন তাহাদিগকে সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :-- এইরকম কোন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— বেসরকারী স্কুল থেকে শিক্ষকগণ এইরকম কোন প্রপোজাল দিয়েছেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— তারা আসেন নি। যদি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন তা হলে দেওয়া হয়, না হলে দেওয়া হয় না।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :— সরকার যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে আজ পর্যন্ত যারা স্কুল করছেন তাহাদিগকে বেতন দেওয়া হয় না কেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— নঈতালিম বিদ্যালয়টা কাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— একটা প্রাইভেট পার্টি, ভারতসঙ্ঘ না কি, ওদের দ্বারা।

Mr. Speaker :— Is there any member interested in the question of SHRI BIDYA Ch. DEB BARMA ?

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :— Question No. 365.

SRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE : — Mr. Speaker, Sir, question No. 365.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

1. Whether the employees of the Tripura Government have demanded the increased Dearness Allowance at the rates admissible to the Central Govt. Servants.

2. If so, when it will be granted

ANSWER

1. Yes.

2. D. A. at the West Bengal rates are admissible in case of Tripura Government employees. As such the granting of D, A. at Central rates does not arise.

Mr. Speaker :— Is any member interested in the question of SHRI ABDUL WAZID ?

SHRI MONORANJAN NATH :— Question No. 696.

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Sdeaker, Sir, question No. 696.

QUESTION

1. Whether the Government will state as to why the compensation money to the owners of the land subsequently aquired for godown near the

Dharmanagar Railway Station has not been paid.

ANSWER

1. Assessment of compensation is still under prepration.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ল্যাণ্ডটা কোন্ সময়ে অ্যাকুইজিশন করা হয়েছিল ?

SHRI S. L. SINGH :— An area of land measuring 1.20 acres at mouja Kameswar was declared on 3. 3. 67 for acquisition under section 6 of the West Bengal Land Development Act, 1948 for construction of godown near Dharmanagar Railway Station. Number of persons involved in this acquisition is 9. The case has not yet been finalised.

Mr. Speaker :— Is there any member insterest in the other questions of SHRI BIDYA Ch. DEB BARMA ?

SHRI ABHIRAM DEBBARMA :— Question No. 367.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :— Mr. Speaker, Sir, question No. 367.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর শহরে একটি কলেজ স্থাপনের দাবীসম্বন্ধে সরকার অবগত আছেন কি ;

২। ইহা কি সত্য যে উদয়পুরে হাকিমের নেতৃত্বে যে কলেজ কমিটি গঠিত হয় তাহার হাতে প্রায় ২৫ হাজার টাকা আছে;

৩। উদয়পুর কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব কি এবং তাহারা এই ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। হাঁ, উদয়পুরের এডিশন্যাল এস, ডি,ও'র রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬,৫০০-০০ টাকা ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপজিট একাউন্টে রাখা হইয়াছে।

৩। উদয়পুর সরকারী কলেজ স্থাপনের জন্য বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় উদয়পুরে কলেজ স্থাপনের যে উদ্যোগ চলিতেছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা বিভাগের নিকট কোন প্রস্তাব করা হয় নাই; কাজেই প্রশ্নের পরবর্তী অংশ উঠে না।

Mr. Speaker :— The next one of SHRI BIDYA Ch. DEB BARMA ?

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—Question No. 368.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE :— Mr. Speaker, Sir, question No. 368.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ এর আগষ্ট মাসে কৈলাশহর ডলুগাঁও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর কোন তদন্ত করিয়াছেন কি ;

২। যদি তদন্ত করিয়া থাকেন তবে তাহার ফলাফল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হইয়াছে।

Mr. Speaker :— There are two Unstarred Questions today. The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions.

CONSIDERATION & ADOPTION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES :

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business, the fifth, sixth & seventh Reports of the Committee on Privileges is to be taken into consideration. Now I shall call on SHRI MONORANJAN NATH, Chairman of the Committee to move his Motion for consideration of the Reports.

SHRI MONORANJAN NATH :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the fifth, sixth & seventh Reports of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

Mr. Speaker :—The question before the Hous is that the fifth, sixth & seventh Reports of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think 'AYES' have it.

AYES' have it. 'AYES' have it.

The motion is considered

Mr. Speaker :— Now, I shall call on SHRI MONORANJAN NATH, Chairman of the Committee to move his Motion that the House agrees with the recommendations contained in the fifth, sixth & seventh Reports of the Commitee on privileges.

SHRI MONORANJAN NATH :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the fifth, sixth & seventh Reports of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—The question before the House is that House agrees with the recommendation contained in the fifth, sixth & seventh reports of the Committee on Privileges.

As may as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voide—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

I think 'AYES' have it

'AYES' have it. AYES' have it.

The motion is carried.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Private Members' Resolution I would call on SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA to move his resolution that :—

"This Assembly is of opinion that in conformity with the provisions under section 99 (1) (c) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960, permit for the sale, disposal and Transport of the Timber of any tree or plants and grass on the Jote and of the Rayat will not henceforth be required.

SHRI PRAMODE Rn. DASGUPTA :— Mr. Speaker Sir, আমি এই হাউসের সামনে আমার এই রিজলিউশানটি রাখছি যে...

"This Assembly is of opinion that in conformity with the provisions under Section 99 (1) (c) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 permit for the sale, disposal and Transport of the Timber of any tree or plants and grass on the Jote and of the Rayat will not henceforth be required".

স্পীকার স্যার, আমার এই যে রিজলিউশান হাউসের সামনে রয়েছে সেটা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমাদের বন দপ্তর সাধারণ জোতদার এবং কৃষকের উপর যে একটা ক্রমাগত হেরাস্‌মেন্ট চালাচ্ছে একটা ট্রেন্‌জিটের নামে। কিন্তু যদি ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড রিফর্ম ১৯৬০ দেখি তা হলে সেখানে আমরা দেখব যে ৯৯ (১) (সি)তে যে রায়ত ইজ এন্‌টাইটেল্‌ড টু প্লেন্ট ট্রিইজ অন হিজ ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড টু এনর্জয় দি প্রডুইজ দেয়ার-অব এ্যাণ্ড টু ফেল, ইউটিলাইজ অর ডিস্‌পোজ অব অল দি টিম্বার অন হিজ ল্যাণ্ড যেখানে স্পট করে এই কথা লেখা আছে এবং আমার প্রাইভেট প্রপার্টি যা আছে তা কিভাবে এটাকে ডিস্‌পোজ করব কোথায় নিয়ে যাব বা কিভাবে ডিস্‌পোজ করব তার ক্ষমতা আমার। আমার মনে হয় আমার যেটা ফাণ্ডামেন্টাল রাইট, যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট আমাকে সংবিধান দিয়েছে—রাইট অব ক্লিয়ার, রাইট টু হোল্ড এ্যাণ্ড রাইট টু ডিস্‌পোজ অব অল মাই প্রপার্টি, এসব সংবিধান আমাকে দিয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেই সংবিধানের উপর ইট ইজ এ কারটেইলমেন্ট, ইট ইজ এন এক্রোসমেন্ট আপন মাই ফাণ্ডামেন্টাল রাইট—কারণ আজকে যদি ধরি যে আমার একটা কাঁঠাল গাছ হউক না কেন, সেটার লাকড়ি করে হউক না কেন সেটা যদি আমি স্থানান্তরে নিয়ে যায় তাহলে সাধারণ কৃষক বা জোতদার তাকে ধরে বলে যে তোমার মাশুল লাগবে। সে কি মাশুল দিবে—যেখানে আইন আছে, তাতে প্রভিশন আছে যে সেখানে মাশুল দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তথাপি ট্রেন্সিটের পারমিট আমাকে নিতে হবে নতুবা তাকে প্রমাণ করতে হবে তার নক্সা এনে, মেপ এনে যে এটা তার জোত। কিন্তু কেন তাকে প্রমাণ করতে হবে যেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, তার ফরেষ্টর আছে, পেট্রোলিং ষ্টাফ আছে এবং ফরেষ্ট গার্ড আছে, তারা দেখবে যে তাদের জায়গা থেকে কোন লোক কোন জিনিষ কাটছে কিনা বা নিচ্ছে কিনা—তখনই তারা ধরবে—এটা তাদের ডিউটি। কিন্তু পথ দিয়ে আমি যেতে পারি, কেন তারা আমাকে ধরবে? ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এটা মনে রখা উচিত যে এই ফরেষ্ট প্রডাক্টস সেটা তারই জমির উপর অবস্থিত একটা কমার্সিয়াল এন্টারপ্রাইজ, সেই এন্টার-প্রাইজকে রক্ষা করবার জন্য তার ষ্টাফ আছে, তার সব কিছু আছে। অতএব আমার জমি থেকে আমি যদি ফসল নিয়ে যেতে চাই অন্যত্র সেখানে আমাকে ধরবে তারা কিন্তু সেখানে এই যে আইন তাতে এই রকম কোন প্রভিশন নেই। অথচ আজকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট একটা সার্কুলার দিয়েছে যেটা খুবই ইল্লিগ্যাল। আমার মনে হয়, এর দ্বারা আমার যে ব্যক্তি স্বাধী-নতা তার উপর হস্তক্ষেপ হচ্ছে, আমার যে ব্যক্তিগত জোত তার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। যেখানে আমার যে জিনিষ তাকে আমি অন্যত্র নিয়ে বিক্রি করার যে অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে, যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট সংবিধান আমাকে দিয়েছে সংবিধানের মধ্যে আমি যে অধি-

কার পেয়েছি তার উপর হস্তক্ষেপ করবার জন্য, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট বা ফরেষ্টারের কোন শক্তি বা অধিকার নেই। কিন্তু একটা সামন্যতম স কু লার দিয়ে আজকে এই ট্রেন্সিটার প্রশ্ন আমি এখানে এনেছি কেন? সেটা ছিল একটা পার্টি, সি ইন্স এ পার্টি আমি যেমন একটা পার্টি তেমনি হি ইজ অলসো এ পার্টি যেমন প্রমাণ স্বরূপ তাকে এরেষ্ট করলো, তাকে হেণ্ড ওভার করলো পুলিশের কাছে তাতে কোর্ট থেকে তার শাস্তিও হলো। অতএব তাকে পুলিশে হেণ্ড ওভার করতে হয় এবং এটা একটা ইণ্ডিভিজুয়েল পার্টি, আর একটা ব্যক্তিকে জবদাস্তি যেহেতু সে সরকারের একটা অংশ তার কমার্সিয়াল এন্টার প্রাইজের জন্য আর একটা পার্টিকে এই পথে ঘাটে হেরাস করছে একটা ট্রেন্সিট পারামিটের নাম দিয়ে এবং শুধু তাই নয় এর মারফতে আজকে দুর্নীতির চূড়ান্তে তারা উঠে গেছে।

ত্রিপুরাতে যেখানে রাস্তাঘাটে বড বড় ট্রাক আসছে যারা ব্যবসায়ী তারা তা নিয়ে আসছে, সেখানে টাকা দিন সব কিছু আছে, টাকা না দিন তো তাহলে তাদের ভাগ্যে হেরাস্মেন্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। সাধারণ কৃষকের অবস্থা আমি জানি, আমার এলাকায় যেসব কৃষক জোতদার তারা বাড়ী থেকে একটা গাছ কেটে লাকড়ি করে সেটা বাজারে নিয়ে যাচ্ছে, এই লাকড়ি বিক্রি করে তারপর ধান চাউল যার যা প্রয়োজনীয় কিনে তারা বাড়ীতে ফিরবে, কিন্তু পথে তাকে ফরেষ্ট গার্ড বা ফরেষ্টার তাদের ধরছে—বলছে লাকড়ি কার জায়গা থেকে কেটে নিয়ে যাচ্ছে, মাশুল দাও, মাশুল দিতেই হবে, যদি মাশুল না দাও তো তোদেরকে চালান করব। সেই কৃষক ভয়ে, যেহেতু তারা সরকারী কর্মচারী, একজন ফরেস্টার। ভীত হয়ে তাকে মাশুল দিতেই হবে হয়ত ৪/৬ আনা দিয়ে তাকে মুক্তি নিতেই হবে, এই যে অবস্থা চলছে এটা এককটা ইললিগ্যাল l সেখানে আমাদের সরকারী কর্মচারীরা আছে যাতে কোন লোক বে-আইনী কিছু না করতে পারে তা দেখবার জন্য; ইললিগ্যাল একটিভিটিস যেখানে হচ্ছে তার উপর নজর রাখবার জন্যই সেখানে এসব ফরেষ্টে সরকারী কর্মচারীরা আছে। কিন্তু এই ফরেষ্টের কর্মচারীরা আজকে যত্রতত্র ইললিগ্যাল একটিভিটিস করে, সাধারণ কৃষকদের উপর একটা অত্যাচার চালাচ্ছে। এটা আইনের নামে বে-আইনী ভাবে তাদের থেকে কিছু আদায় করবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। তাদের থেকে শুধু মাশুলই নয় ঘুষ নেবার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ট্রান্সিটের নামে। ট্রেনজিট আজকে আমাদের সাধারণ কৃষকের একটা অভিশাপ, তা দূর করবার জন্য আমি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছি এবং শুধু তাই নয় এই ট্রেনজিটের অভিশাপ থেকে তাদের মুক্তি করা আমাদের কর্তব্য। আমি ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে আমার যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট আছে প্রাইভেট প্রপার্টির উপর যে রাইট আছে তাকে বিক্রি করবার যে রাইট সংবিধান আমাকে দিয়েছে আটিক্যাল ১৯ সেখানে আমার ডিস্‌পোজাল অব প্রপার্টি টু হোল্ড মাই প্রপার্টী যে অধিকার আমাকে দিয়েছে সেই অধিকার বলে ল্যাণ্ড রেভিনিউ

এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট ১৯৬০, ৯৯(১)(সি)তে আমাকে ডিসপোজাল করবার জন্য, রায়তকে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার বলে আজকে আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে এনেছি। আমি এই প্রস্তাব এনেছি এই জন্য যে এভাবে তারা যেন কোন ব্যক্তিকে বা কোন কৃষককে বা কোন কোন জোতদারকে পথে ঘাটে হয়রানি না করা হয়। আজকে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীরা বা ফরেস্ট গার্ডরা তারা পাহারা দিবে তাদের যে ফরেষ্ট সেটা তারা দেখবে. তাদের যেটা ফরেষ্ট আর যেটা ফরেষ্ট রিজার্ভ আছে এগুলি শুধু তারা দেখবে।

কিন্তু তারা যেভাবে রাস্তা ঘাটে সাধারণ কৃষক ও জোতদারদের হেরাস্‌মেণ্ট করবার জন্য উঠে পরে লাগছে তার জন্য তারা নয়। তারা শুধু দেখবে কোন লোক কোন জিনিষ তাদের ফরেষ্ট থেকে কাটছে কিনা, এটাই তাদের ডিউটি। তাই পথে ঘাটে তারা যাতে হেরাস্‌মেণ্ট না করতে পারে সেজন্য আজকে আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি এবং এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখব এবং আশা রাখব যে হাউস তা গ্রহণ করবে। নতুবা একটা সাধারণ অন্যায় যেটা ফরেষ্টার তার নিজের স্বার্থের জন্য করছে, যে দূর্নীতি সে চালাচ্ছে তার জন্য সেটা সারা ত্রিপুরার কৃষকের সামনে বিরাট একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে। এই বিক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, রুলিং পার্টির কোন দোষ এতে নেই, এই যে আইন আছে তাকে বে-আইনী হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা আজকে চলছে তার জন্যই সেই বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে। এই ফরেষ্টার ও ফরেষ্ট গার্ডের জুলুম থেকে আমাদের কৃষককে রক্ষা করবার বিকল্প যে ব্যবস্থা আছে, সেটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কেননা এই ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৯০ জনই কৃষক, কাজেই তাদের যে বিক্ষোভ সেটা একদিন না একদিন দানা বেঁধে উঠবে আর সেটার পরিনাম খুবই খারাপ হবে। তাই আমি আবার নিবেদন রাখছি, আমার যে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিক্রি করার যে অধিকার আছে, সেই অধিকারকে রক্ষা করা। আমি আশা করি হাউস আমার এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে সাধারণ কৃষক যে ইললিগ্যাল হেরাস্‌ড হচ্ছে তার থেকে তাদের মুক্তি করবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন, সেটা আমি সমর্থন করি। সত্যি কথা যে সংবিধানে যে অধিকার রায়তকে এবং জোতদারকে দেওয়া হয়েছে, সেটা শুধু কাগজে পত্রে। আমি আমার সাবডিভিশনের কথা বলতে পারি যে ঐ যে অধিকার যে সে তার বাড়ী ঘর তৈরী করতে পারবে তার জোতের গাছ কেটে, আইনগতভাবে যেটা দেওয়া হয়েছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের দৌলতে সেটা কার্যকরী হচ্ছে না। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। একটা কৃষক, তার বাড়ী মেরামতের জন্য, তার জোতের একটা গাছ কাটতে গেলে তার দরখাস্ত দিতে হয়। যখন সে

দরখাস্ত দিতে গেল, তাকে বলা হয় যে তুমি ম্যাপ আন, ম্যাপ এনে প্রমাণ কর এটা যে তোমার জোতের জায়গা। তখন কৃষককে সেই নকসার জন্য সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে ছুটতে হয়, আগরতলা আসতে হয়, বিভিন্নভাবে তার ১০/২০ টাকা খরচ হয়ে যায়। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে সে হয়ত পার্মিশন নিয়ে গাছ কাটল, কেটে যখন সাইজ করাতে নিয়ে গেল এক মৌজা থেকে আরেক মৌজায় নেওয়ার সময় রাস্তায় তাকে ধরা হয়ে গেল—দেখাও তোমার সেই পারমিট। মাঝখানে তার ট্রানজিট পার্মিটের জন্য গরুর গাড়ী আটকে পড়ল। ট্রানজিট পার্মিটের জন্য তাকে হয়তো শহরে আসতে হোল, তখন বাবু বললেন দরখাস্ত দাও আমি দেখব। বাস্ হয়ে গেল। যদি সে কোনমতে নিতে পারল, তাহলে নিল, নয়তো বাবু কবে যাবেন, কোথায় গাছ কর্তন হল, কোথায় গাছ চিড়ানো হল, সেটা তার জোত কি না, আরেক বাবু যেয়ে তদন্ত করবে তারপর সে গাছ সে নেবে, তার হয়ে গেল। গাড়ী সমেত তার গাছ সেখানে মাসের পর মাস পড়ে থাকল। এইভাবে আজকে তাকে তার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আরও আমি বলব কি করে তাদের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। একটা গরীব লোক, সে হয়তো কুলা, ডালা বিক্রী করে দু পয়সা আনে। সে বাঁশ কিনতে পারল না, তার বাঁশের ঝাড় হয়তো নেই, আমার বাঁশ আছে, আমি তাকে হয়তো একটা বাঁশ দেব সেই তা দিয়ে ২/৪/১০ পয়সা উপায় করবে, কিন্তু সেই দশ পয়সা থেকে তাকে ছয় পয়সা মাসুল দিতে হবে। বাঁশটা কোথা থেকে আনা হয়েছে সেটা প্রমাণ করতে হবে ইত্যাদি নানাভাবে তাকে হয়রানি করা হবে। কাজেই এই অবস্থাতে সরকার যে জোতদার এবং রায়তকে অধিকার দিয়েছেন, তার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমি তাই মনে করি মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন সেটা গ্রহণযোগ্য। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any other Member willing to participate in the discussion ?

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাবটা এই হাউসে এনেছেন, সেটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। এই প্রস্তাবটা সমর্থন করার পেছনে আমার যুক্তি হোল, কথায় আছে— 'Water water exerywhere not a drop to drink', আমাদের বহু প্রত্যাশিত, বহু ঈপ্সিত কংগ্রেসের বিঘোষিত যে নীতি যে জোতের জমি উইদ আউট পার্মিশন কাটতে পারবে, আইন হয়েছে সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে কাটতে পারছে না। আমি এখানে একটা আমার নিজের কথাই বলছি—আমার ঘরের সঙ্গে একটা জাম গাছ ছিল, সেটা কাটতে হয়তো পার্মিশন লাগছে না, কিন্তু সেটা কেটে যখন আমি মিলের মালীকের কাছে তক্তা করে দেওয়ার জন্য

বললাম, সে তখন বলল যে ফরেস্ট থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে পার্মিট ছাড়া কোন গাছ চিড়লে আমাদের নামে কোর্টে কেস দেবে, তাহলে আমাদের অনেক হাঙ্গামা করতে হবে। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে ডি, এফ. ও থেকে পার্মিট এনে তাদের কর্মচারী একটা 'এস' মার্ক না কি করে দিয়ে গেল, তারপর আমি সেটা মিলিং করেছি। আমার বেলায়তো এইরকম। আর যে সর্বসাধারণ আছে, তাদের বেলায় আরও কস্ট করতে হয়। আমি আরও জানি যে অনেকে জোতের গাছ কেটে রেখেছে, ট্রেনজিট পার্মিট না পাওয়ার ফলে তার হাজার হাজার টাকার গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শাল, গর্জন এইসব হয়তো তাদের জোতের গাছ, পার্মিশন নিয়ে কেটেছেন, ট্রানজিট পার্মিট সে পাচ্ছে না। কারণ রেঞ্জারকে খোশামুদি করে ট্রানজিট পার্মিট আনতে পারছে না, সেই জায়গায় গাছ পঁচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার জোতের থেকে ঘাস তুলেছি, সেটা নিয়ে যেতে হলেও আমাকে মাসুল দিতে হবে। লাই, খাড়া ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, কিছু গরীব লোক আছে, তারা নিজের বাড়ী থেকে বাঁশ কেটে আনে, কিন্তু ফরেস্টের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের ধরা হবে, মাসুল দেওয়ার জন্য তারপর নিজের বাড়ী থেকে আম, জাম গাছ কাটলেও তাদের ট্রানজিট পার্মিট ছাড়া নিতে পারবে না। এই যে এটা অবস্থা চলছে, আইন করেছি, সবকিছু করেছি কিন্তু কার্যে সেটা রূপায়িত করতে পারছি না।

মানুষের মনে দিনের পর দিন বিতৃষ্ণা জেগেছে যে, আমরা আইন পেয়েছি, কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না, সেইজন্য আমি মনে করি আমাদের সদস্য যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন—অর্থাৎ কোনরকম ট্রানজিট পার্মিট না লাগে, অবশ্য ট্রানজিট পার্মিট বলে কিছু নাই, আমাদের উইদ আউট পার্মিট কাটার প্রভিশন আইনে আছে। ট্রান্সপোর্ট পার্মিট যাতে না লাগে, সেটা কিভাবে করা যায়, তার একটা ওয়েজ এণ্ড মীনস দেখা দরকার, যাতে নাকি জোতদার তার জোতের থেকে গাছ কেটে তার কাজে লাগাতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, ফরেস্ট বিভাগ প্রমাণ করবে যে তার ফরেস্ট প্রডিউস থেকে সেটা আনা হয়েছে বা প্রটেক্টেড ফরেস্ট থেকে আনা হয়েছে, যতক্ষণ সেটা তারা প্রমাণ করতে না পারছে, ততক্ষণ তাদের নিজের জোতের গাছ পার্সন্যাল ইউস'এ যাতে লাগাতে পারে সেইরকম একটা কিছু বিধিব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এই বলে আমি প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রমোদ বাবু এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেটা সমর্থন করি। কারণ ভূমি সংস্কার আইনে জোতের বৃক্ষাদি কাটা বিক্রি করা এবং ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছে সত্যি কিন্তু বর্তমানে জোতদার কোন অবস্থাতেই জোতের গাছ কাটতে পারে না। আগে জোতদার বা যে কেউ গাছ কাটার জন্য দরখাস্ত করত। দরখাস্ত করলে পরে মাশুল দিয়ে পার্মিট নিতে হত। এখন মনে হয় তার

চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আগে আট আনা দশ আনা মাশুল দেওয়া হত ফুট প্রতি। এখন দরখাস্ত করলে তার উপর প্রথম আদেশ হয় 'এটা যে তোমার জোত তা প্রমাণ করতে হবে'। এটা প্রমাণ করতে হলে সেটেলমেণ্টের নকশা নিতে হবে। বিলোনীয়ার বেলায় সেই নকশা আগরতলা সেটেলমেণ্ট অফিস থেকে নিয়ে বিলোনীয়া ফরেস্ট অফিস পর্যন্ত যেতে তার ৫০ টাকা খরচ হয়ে যাবে। এই জোত প্রমাণ করতে তার বহু টাকা খরচ হয়। তারপর ফরেস্টে যথারীতি দক্ষিণা দিয়ে, তাও আবার গার্ডকে দিলে হবে না ফরেস্টার বা রেঞ্জার যেই হোক তাকে দেওয়ার পর জোত ভেরিফিকেশন হয়। জোত ভেরিফিকেশনের পরে সে মালিক বলে প্রমাণিত হলে পরে সে গাছ কাটতে পারবে। কাটার জন্য ট্রানজিট নিতে পারবে। এই যে একটা ব্যাপার হচ্ছে, অবশ্য সেটা আইনগত হয়েছে না কি বে-আইনী হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ ভূমি সংস্কার আইনে জোতদার তার জোতের সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে পারবে এই বিধান আছে। কিন্তু ফরেস্ট সেই অধিকারকে খর্ব করেছে। আমরা নরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন আমাদের বিটের মধ্যে অসুবিধার কোন কারণ নেই। বিটের মধ্যে গাছ কাটতে পারবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় অন্য ব্যাপার। বিট কেন তার বাড়ী থেকে নিয়ে তা মিলিং করতে হলেই পারমিট লাগে। এতে সরকারের লাভ হচ্ছে না ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের লাভ হচ্ছে আমি তা বুঝতে পারি না। কিন্তু ব্যবসায়ীদের কাজ ঠিকমতই চলছে। কোন জোতদার নিজের ব্যবহারের জন্য গাছ কাটতে চায় কেবল তখনি দেখা যায় নানা আইন কানুনের কথা উঠছে।

আর একটা বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ৮/১০ বছর পূর্ব্বে অনেক উদ্বাস্তু এসেছে, তাদের অ্যালটমেণ্ট হয়েছে। খাজনা দিয়ে দাখিলা পর্যন্ত পেয়েছে। সেইসব জায়গার গাছও তারা কাটতে পারবে না। যেহেতু এটা অ্যালটমেণ্টের জায়গা এবং ১০ বছর না হলে পরে মালিকানা সত্ত্ব হয় না এবং জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকে না সেই হেতু সেই গাছ কাটতে পারবে না। অ্যালটমেণ্ট ১০ বছর আগেও হওয়ার পরে যখন তৌজি হচ্ছে এবং কত বছর আগে তার নামে অ্যালটমেণ্ট হয়েছে সে কথা না জেনেই তারা গাছ ইত্যাদি কাটতে নিষেধ করে। সেজন্য তারা তৌজীও দেখে না; খাজনার রসিদও দেখে না। কত বছর পরে যে আমার অধিকার পাব এটাও বুঝা যায় না। অতএব এই বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমস্ত বিষয়ে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা কথা একবার শুনেছিলাম যে এক ছেলে তার মাকে বলল যে মাগো, তোমাকে আমি রাজরাণী করব। মা তো খুব খুশী। তিনি বললেন যে বেশ রাজরাণী করলে তো আর কোন কথাই নেই। ছেলে বলল, তবে এর মধ্যে কথা আছে। মা বললেন, কি কথা ? ছেলে বললো যে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে দেও-

য়ান থাকে সেই দেওয়ানের একটা লাইসেন্স আর চন্দ্রপুরের যে রাজা তার একটা লাইসেন্স লাগবে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে কোন দেওয়ান আছে যার তো আর সেই খবর জানা নেই, আর চন্দ্রপুরের রাজাই বা কে সে খবরও তার জানা নেই। সুতরাং রাজরাণী হওয়া আর তার ভাগ্যে ঘটল না। ঠিক তেমনি আমাদের জোতদারদের যে গাছ গাছড়া আছে ফরেষ্টের আইন কানুন মতে সব তাদের ক্রি তবে একটা লাইসেন্স লাগবে। ট্র্যানস্পোর্ট লাইসেন্স। এই লাইসেন্স সেই লাইসেন্স নানা রকম ভংগিমা দিয়ে তাকে পারমিশান যাতে না দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবে। তার জোতের জায়গার হোক বা অন্য জায়গার হোক, অর্থাৎ যত রকম পাতা বা গাছ আছে এইগুলি সব যেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের। এটাতে হস্তক্ষেপ করার আর কোন আইন নেই। শুধু যেহেতু তুমি জোতের মালিক সেজন্য তোমাকে এই জোতের উপর চাষাবাদ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, গাছ লাগানোরও অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গাছ কাটার কোন অধিকার তোমার নেই। সেটা করতে হলে তোমাকে আমাদের পারমিশন নিতে হবে। তারা মনে করে জোতের গাছ কাটার অধিকারও যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে আর আমাদের রইল কি? সুতরাং তাদের রাইট অনুসারে তাদের জমির উপর যেসব গাছ গাছড়া আছে সেগুলি না দিয়ে পারা যায় না। সেটা আইন। কিন্তু সেই আইনকে বাধা দিয়ে রাখতে হবে। সেজন্য যাতে তাদের কাছে দৌড়ে যেতে হয় তাই একটা পারমিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা সাধারণ গৃহস্থকে যদি তার জোতের জায়গার প্রমাণ দিতে হয় যে এ' জায়গাটা তার জোত তাহলে আমি মনে করি প্রমাণ তার যথেষ্ট আছে। তার পরচা আছে, তার খতিয়ান আছে, তার যে খাজনার রসিদ আছে, সেইসব যথেষ্ট। এটা দাখিল করলেও তার রেহাই নেই। আমি মাস ছয়েক আগে একটি কেস দেখেছি যে এইসব দাখিল করেও যথেষ্ট হয়নি। তখন সে বলল যে তাহলে কি করতে হবে আমাকে? তারা বলল যে এই জায়গার ম্যাপ খতিয়ান সহ তুমি কত বছর খাজনা দিয়েছ এবং আগে এই জায়গার মালিক কে ছিল সেই দলিল কোথায়? সমস্ত রকম যোগাড় করার জন্য তাকে এমন একটা কায়দায় ফেলল যে তার আর গাছ কাটা হয়ে উঠলো না। আমি নিজেও দেখেছি যে সমস্ত রকম ম্যাপ খতিয়ান বের করতে একটা জোতদারের যথেষ্ট হায়রাণি হতে হয়। অন্ততঃ সাধারণ লোকের পক্ষে ছয় মাস সময় লাগেই। এই রকমও হয়ে গেছে যে কোন জোতদারের একটা ঘর পড়ে গেছে। তার ঘরের খুঁট দিতে হবে ইমিডিয়েটলী। সেজন্য তার নিজের জোতের মধ্যে থেকে হয়ত গাছ কাটতে হবে, যেমন তার দুইটা সোনাঝুর গাছ আছে। তার জন্য যদি ছয় মাস তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয় তাহলে আর এক বছরের চৈতালী সে পাবে। তাকে আর একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে। তার পক্ষে ঘর তোলাই হবে না এবং ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই তাকে দিন কাটাতে হবে। এই রকম যদি চলতে থাকে তাহলে এই কথার অর্থ কি যে সে জোতের জায়গার গাছ

কাটতে পারবে? এটাকে এক কথায় বলা চলে গাছ বলে বা পাতা লতা বলে যা আছে সবই ফরেষ্টের। অন্যরা গাছ কাটতে পারবে না। তোমার গাছটা ব্যবহারের সময় আমার লাইসেন্স নিতে হবে, এই কথার কি যে অর্থ আমি বুঝি না। এর মধ্যে এমন একটা রহস্য রয়ে গেছে যে ফরেষ্ট কোন গাছ কাটতে দেবে না সহজে। কোন জোতদার এই কথাও বলেছে যে তোমার ফরেষ্টের যে জায়গা সেই জায়গার মালিক তুমি কিন্তু গাছের নীচে যে ফাঁকা জায়গাটুকু আছে সেটাতে অন্ততঃ আমাকে কিছু করতে দাও। তোমার জায়গায় যদি আমাকে কিছুই না করতে দাও তা হলে আমার জোতের জায়গার মধ্যে তোমার এত লোভ কেন? এটার তো কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং এই যে ট্র্যান্জিট পারমিট এটা অত্যন্ত খারাপ ব্যবস্থা। এবং এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে জোতদাররা বলবে যে আমাদের জন্য সরকারের একটা দরদ ঠিকই আছে। কিন্তু এই দরদের পেছনে এই রকম কোন ব্যবস্থা করা হয় নি যাতে আমরা গাছ কাটতে পারি। অর্থাৎ সরকার একদিক দিয়ে এটা স্বীকার করেছেন যে আমরা গাছ কাটতে পারবো আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আর এক দিকে সেটা টেনে রাখবার চেস্টা করছে। এই ব্যবস্থার ফলে জোতদার এবং কৃষকদের মধ্যে যে একটা অসন্তোষ দেখা যায় এই অসন্তোষ থেকে সরকারও রেহাই পাবে না এবং তাদের মনের বিক্ষোভ দূরীভূত হবে না।

আর একটা কথা নিশিবাবু বলেছেন এবং প্রমোদবাবুও বলেছেন বাজারে যখন ডুলা নিয়ে যায় তখন ফরেস্টের লোকেরা সেই ডুলা নিয়েও টানাটানি করে। তারা জিজ্ঞাসা করে এই ডুলা কোথা থেকে বানিয়েছ। উত্তর দিল যে আমার বাড়ীতে বাঁশের ঝাড় আছে সেখান থেকেই কেটে বানিয়েছি। তখন তারা বলে যে চল যাই কোন জায়গায় তোমার বাঁশের ঝাড় এবং প্রমাণ করতে হবে যে এই বাঁশের ঝাড় তোমার এবং ঐ ঝাড় থেকেই বাঁশ কেটে বানিয়েছ। তার দাখিলা আছে কিনা, তার বাঁশের ঝাড় আছে কিনা এই সমস্ত দেখাবার জন্য তাকে হয়রাণি করা হয়। তখন বাজারে গ্রামের মাতব্বর যারা থাকে তারা হয়ত বলেন বেশী ঝামেলা বাড়িয়ে দরকার নেই, ওদের বিড়ি টিড়ি খেয়ে অভ্যেস আছে, দিয়ে দাও কিছু। ফলে ডুলা বিক্রি করে মাছ কেনার পয়সা আর রইল না। কিছু তরীতরকারি নিয়ে বাড়ীতে চলে যেতে হল। বাড়ীতে গিয়ে আর এক ঝামেলা। তার স্ত্রী হয়ত তাকে বলল যে এ কি মাছ কোথায়, তোমাকে মাছ তরকারী আনতে বলে দিয়েছি আর তুমি কিনা শুধু তরকারী নিয়ে এলে? সে তখন কি আর বলবে। সে বলল যে মাছ ডুলাতে খেয়ে ফেলেছে। এই হল অবস্থা। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে এবং সাধারণ লোকের যদি এই অবস্থা হয়, আমাদের তো অনেক অসাধারণ ব্যাপার আছে, সেই সমস্ত কত যে হয়রাণি হতে হবে তার কোন ইয়ত্তা নাই। আমি মনে করি এই রকম অত্যাচার সাধারণ মানুষের উপর যে হচ্ছে তার কোন যৌক্তিকতা নাই। এর দ্বারা বুঝা যায়—'যে আমি মানুষ আমি পর, আমি কর্তা আমি পর রামের

বান শ্যামকে ধর' অর্থাৎ আমাদের সরকারের এসব কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গা যেখানে আছে সেই জায়গাতে আমি এটা করতে পারি না, ফরেষ্টের যে রিজার্ভ এলাকা, যে প্রটেক্টেড এরিয়া যেখানে আছে সেখানে চৌকিদার যারা আছে তাদের সেটা রক্ষা করবার ক্ষমতা তাদের নেই, ক্ষমতা আছে বাজারের ভুলাধারীর উপর প্রয়োগ করবার। কাজেই জায়গায় তারা কোন ক্ষমতা দেখাতে পারেন না, তারা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে ঠিক ভাবে রক্ষা করতে পারেন না। জানিনা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই রকম কোন নির্দিষ্ট থাকে কিনা যে তোমাদের চাকুরী দিলাম ২/১টি কেস ধরে দেখাও, এবং তারা সেটা করতেই সেখানে আছে—এই ব্যাপারে তাদের একটা ভাল যোগাযোগ আছে। বাজারের মধ্যে টানা-টানি করলে পর বাজারে অনেক মানুষ দেখবে তাহলে বুঝা গেল সে একটা কেস ধরছে। তা এই রকম যদি ২/১টা কেস ধরে দিতে পারলে তো সে একেবারে বড়লোক। আর যদি বেশী কেস ধরতে পারে তো তাহলে তাকে প্রমোশন না দেয় কে। সেখানে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্ত অযথা হয়রানির কোন রকম প্রয়োজন নেই। পুরানো এই যে একটা আইন এখানে আছে—এই ট্রেনজিট পারমিটের আইন যাতে করে বনের গাছ-গাছরা অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে তার ব্যাপারে যে সার্কুলার আছে এটা যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করা উচিত। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য বন্ধুবর প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাবটি রেখেছেন এবং প্রস্তাবটি রাখতে গিয়ে তাঁর যে বক্তব্য রেখেছেন সেই সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। তিনি সত্যিই একটা প্রকৃত চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন, তাতে যেসব অসুবিধাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তা আমরা এবং সরকারও অনুভব করছি। কিন্তু এটা গ্রহণ করলে সেই অসুবিধাগুলি দূর হবে কিনা সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। আজকে এখানে যে আইনটা বিরাজ করছে সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট থেকে, সেখানে তারা তাদের জমিতে থাকলে পরে সেগুলি কাটতে পারে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বন আছে সেটা আলাদা ভাবে কোন জায়গা নয়। লোকালয় এবং বন নানা কারণে এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও বনের ভিতরে আজকে লোকালয় দিতে হচ্ছে, সেখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হচ্ছে, আদিবাসীদের পুনর্বাসন করতে হচ্ছে তাদেরকে যদি করতে হয় সব সময় আজকাল বনের ভিতর পর্যন্ত বাড়ীঘর হচ্ছে, এবং আমাদেরও সেখানে ঘরবাড়ী করতে দিতে হয়, কেননা যেখানে অনেকেরই জোত জমি আছে, কারো বাড়ীর সঙ্গে আর কারো বা বাড়ী থেকে একটু দূরে এখন ফরেষ্ট বিভাগ আছে, তার ফরেষ্টের আছে সেখানে বনজ সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করতে হবে এবং বনজ সম্পদ থেকে যে আয় হয় সেই আয় দিয়ে সরকার,

কারণ সেই বনকে রক্ষা করবার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট আছে, তাদের কিছু কিছু আয়ও করতে হবে। বন যেমন মানুষের জন্য প্রয়োজন তেমনি তার থেকে কিছু কিছু আয় এরও প্রয়োজন আছে, তার জন্যই ভারতবর্ষের সব জায়গায় এই ভাবে বন হচ্ছে, এখানে সেভাবে আমাদের ফরেষ্ট হচ্ছে এবং তার ভিতর যে সম্পদ আছে সেগুলিকে রক্ষা করারও ব্যবস্থা হচ্ছে, সেজন্য এই বন থেকে কেউ বিনা মাশুলে কাঠ বা অন্য কিছু নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা তাদের দেখার অধিকার আছে। কেউ যদি তার নিজের জোতের মধ্যে গাছ রেখে কাটেন তাহলে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এরসাদ আলী চৌধুরী সাহেব যিনি বলেছেন আমি যখন গাছ আমার বাড়ীতে কাটি তখন আমার পারমিশনের দরকার হয়নি কিন্তু যখন সেটা বাড়ী থেকে ফ্যাক্টরীতে নেওয়ার দরকার হল তখন তাঁর পারমিটের দরকার হয়েছিল। এখন ফরেষ্ট অফিসারের প্রতি সরকারের এ্যাসেম্বলীর নি র্দশ কি হবে—সে যে এই একটা গাছ কাটছে, তা দিয়ে সে কাঠ করতে পারে বা অন্য কোন কিছু করতে পারে, কিন্তু সেটা কি বিনা মাশুলে নিয়ে যাচ্ছে না সেটা রিজার্ভের গাছ, বা জোতের জমির গাছ এটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব বা এই সম্বন্ধে কিছু করবার দায়িত্ব তাদের আছে কিনা, তাহলে তাদের যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে যখন এই গাছ রাস্তায় বাহির হবে তার কর্তব্য হচ্ছে বা যখন সেটা তাদের বিট অফিসের মধ্য দিয়ে যাবে তখন এটা সরকারের গাছ কিনা এবং কেউ বিনা মাশুলে পালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা এই দেখা হচ্ছে ফরেষ্টারের কর্তব্য, কাজেই তার এই কর্তব্য নিশ্চয় তাকে পালন করতে হবে এবং তখন যদি সে কর্তব্য পালন করে থাকেন, যদি সেটা দেখা যায় যে গাছ আসছে সেটা কি জাতের গাছ সেটা দেখার কথা নয়, তিনি দেখবেন যে এই গাছের ওনারের কাছে কোন পারমিট আছে কিনা, যদি না থাকে তা হলে সংগে সংগে আইনানুযায়ী যা করার দরকার, যদি কেস করতে হয় তাহলে কেস করবেন আর যদি বাজেয়াপ্ত করতে হয় তাহলে সেটা বাজেয়াপ্ত করবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় যদি চলে তাহলে এই দিকে আবার এই যে একটা আইন আছে, তাহলে যারা এই আইনের দিকে আছেন তারা আরও অসুবিধায় পড়ছেন, যাতে দেখা যায় যেখানে কোন রকম পারমিট বা ট্রেন্‌জিটের বিধান নেই কারণ পারমিট বা ট্রেন্‌জিটের বিধান ফরেষ্ট করতে পারেন কিনা? আজকে যারা জোতের গাছ নিয়ে যাচ্ছে, এটা ঠিক কথা যে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে কেউ বিনা মাশুলে জমি থেকে জোতের গাছ হউক, সেটা বিনা মাশুলে বাড়ীতে আন্‌তে পারেন বা দরকার মত তিনি তা বিক্রিও করতে পারেন। আমার কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে সেখানে লাখ লাখ টাকা কারো ক্ষতি হচ্ছে। যেখানে লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হচ্ছে তাতে বুঝা যায় যে তাদের যেখানে বড় বড় জোত আছে, তারা ব্যবসা করছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সরকারের দিক দিয়ে কর্তব্য হচ্ছে যে কোনটা ঠিক বিনা মাশুলের গাছ আর কোনটা ঠিক জোতের গাছ সেটা দেখা। এখন কেউ যদি এই আইনের সুযোগ নিয়ে

জোতের গাছ বলে সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছেন কিনা সেটা ফরেষ্ট বিভাগকে দেখতে হবে এবং এটা যদি দেখা হয় তাহলে তাদেরকে তারা আইন অনুযায়ী যে একটা প্রক্রিয়া আছে সেটা তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্যই তারা সেটাকে ব্যবহার করছেন, সেটা হচ্ছে তাদের ঐ সার্কুলার, সেই সার্কুলার অনুযায়ী ফরেষ্টের অন্তর্ভূক্ত যদি হয় তাহলে সেই আইন অনুযায়ী তাদের তা দিয়ে যেতে হবে, আর প্রাইভেট পার্টির যদি হয় তাহলে পূর্বাহ্নে যদি তিনি পারমিট নিয়ে নেন তাহলে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আর তাকে সেখানে কোন প্রমাণের মধ্যে আসতে হচ্ছে না। আর যদি কোন পারমিট না থাকে অর্থাৎ বর্ত্তমানে রিজলিউশানটা যেভাবে আসছে তাতে যদি আমরা বলি যে কোন পারমিটের দরকার নেই, ফরেষ্ট বিভাগ যদি বলে যে আমাদের কোন পারমিটের দরকার নেই, কিন্তু ফরেষ্টের আইন যেটা আছে এটা তাদের দেখতে হবে যে এইগুলি যে নিয়ে যাচ্ছে তারজন্য তারা মাশুল ঠিক মত দিচ্ছে কিনা। এটা জোতের গাছ কিনা বা এটা ফরেষ্টের গাছ কিনা, যদি ফরেষ্টের গাছ হয় তখন পারমিট দেওয়ার যে দায়িত্ব আছে সেটা তাদের কাছে গেল। সেখানে যদি আসামীকে ছুটতে হয় তাহলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি ফরেষ্টের গাছ কাটিনি। এক জায়গায় মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ওনার অফ দি প্রুফ সেটা ফরেষ্টেরই প্রমাণ করবার দায়িত্ব। এখন এটাকে যদি তুলে দেওয়া হয় এরপর আসবে ফরেষ্ট, তখন ফরেষ্টার বলবে যে আমি এই পেলাম, সে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমার এই ফরেষ্টের ভিতর আমি তাকে ধরেছি—যেহেতু ফরেষ্টের ভিতর ধরেছি সেজন্য আমার মনে হয় যে এটা ফরেষ্টের গাছ কাটা হয়েছে, এই গাছই সেই গাছ। আবার সেটা প্রমাণের বার্ডেন এসে পৌছলো কিন্তু পার্টির উপর।

কোর্টের কাছে মকদ্দমা যাবে, তখন তাকে কোর্টের কাছে গিয়ে পড়তে হবে যদি কোন প্রমাণ না থাকে। কাজেই আজকে যে জিনিষটা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় এই পারমিট উঠে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। এটার দুইটা দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে আমরা যদি বলি যে আমাদের ফরেস্টের প্রয়োজন নেই, ফরেস্ট আমরা চাই না। এটা যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটা একটা দিক, আর একটা দিক হচ্ছে ফরেস্ট যদি রাখতে হয়, যদি রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তাহলে এই দুইয়ের সমন্বয়ের পথ আমাদের বের করতে হবে। ফরেস্ট এত টাকা খরচ করে জনসাধারণের উপকারের জন্য করা হয়েছে, শুধু তাদের কাঠ সরবরাহ করার জন্য নয়, দেশের যে জলবায়ু, তার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং মধ্য দিয়ে মানুষের জিবীকার একটা পথ করে দেওয়াও এই ফরেস্টের কাজ। দ্রুত গাছগুলি কেটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাতে না আনা হয়, তার দিকে এ ফরেস্টেশান স্কীম ভারতবর্ষের সবত্র নেওয়া হয়েছে। কাজেই ধীরে সুস্থে চিন্তা করে, সমস্ত জিনিষটা অনুধাবন করতে হবে। পারমিট উঠে গেলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যবে না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটার সারবত্তা আমি স্বীকার করি, অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক, কিন্তু ফরেস্টের দিক

থেকেও এটা তারা দেখিয়েছেন যে কেউ হয়তো তার জোতের দাগ নাম্বার দেখিয়েছে, সেটা ঠিক তার জমির দাগ নাম্বার কিনা, সেটা তাদের পক্ষে বুঝা মুস্কিল। একটা ম্যাপ যদি থাকে, আইদার সেই ফরেস্ট অফিসে থাকবে নয়তো পার্টির কাছে সেটা থাকতে হবে। এখন যখন প্রশ্ন এসেছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফরেস্ট অফিসে ম্যাপ রাখা যায় কি না সেটা আলাপ আলোচনার বিষয় বস্তু এবং তার ভিতর দিয়েই একটা প্রসেস ইভল্‌ভ আউট করতে হবে যেটা দিয়ে সেই সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়। তা না করে সম্পূর্ণভাবে, যেভাবে প্রস্তাবটা এসেছে, তাকে যদি গ্রহণ করা হয়, তাতে ফল হবে না, উল্টো পাবলিক আরও হ্যারাসমেন্ট হবে। আজকে যদি আমরা বলি যে পারমিটের দরকার নেই, সেটা তুলে নেওয়া হউক, তাহলে দেখা যাবে যে ফরেস্টের যে অধিকার, তার সম্পূর্ণ অধিকার থেকে গেল এবং আমি বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন জায়গা নেই, সদর থেকে বাইরে গেলে পরে, যেটা ফরেস্টের ভিতর না পড়ছে। বেশীর ভাগ গ্রামের রাস্তাই ফরেস্টের ভিতর দিয়ে গেছে। কাজেই ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যখন তারা তাদের গাছ কেটে নিয়ে আসবে, স্বভাবতঃই ফরেস্টের কর্মচারী বাধা দেবে. এবং কোর্টে তাকে সোপর্দ করবে, কাটা গাছ তখন সেখানে পড়ে থাকবে, তার কোন কাজে সে গাছ আসবে না। আর আজকে এক বছর যদি দেরীও হয়, তার দুই চার টাকা খরচও হয়, তাহলেও ভগবান করলে মালিকের এ থেকে বেশ লাভ হতে পারে কারণ, বছরে আধ ইঞ্চি গাছের ডায়মিটার বাড়তে পারে, এতে তার সম্পদ বাড়বে। আর ফরেস্টের ভিতর দিয়ে যদি উইদ আউট পারমিট আনতে যায়, তাহলে দেখা যাবে যে কাটা গাছটা সেখানে পড়ে রইল, তার নামে মকদ্দমা দায়ের করা হল. সেই মকদ্দমা ডিসমিস হতে বছর তিন বছর লেগে গেল, গাছ সেখানে পড়ে পচে গেল, তাতে মালিক আরও ক্ষতিগ্রস্ত হোল। কাজেই আজকে দুইটা স্বার্থকেই দেখতে হবে। এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা যে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা যে আমাদের বনজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নেই। পাবলিক যদি সেটা মনে করেন, তাহলে এক সঙ্গে অকশান ডেকে পাবলিকের কাছে সেটা বিক্রী করে দিলাম, সব বন্দোবস্ত দিয়ে দিলাম, সরকারের কি প্রয়োজন, এইরকম সিদ্ধান্ত যদি নেওয়া যায়, কাজটার সুরাহা হবে, কিন্তু সেটার উপায় নেই। কারণ ফরেষ্ট বিভাগ বড় হয়েছে, হঠাৎ ফরেষ্ট উঠিয়ে দিয়ে, তার যে কর্মচারী, তাদের কর্মসংস্থান করতে হবে, এতগুলি কর্মী ছেড়ে দেওয়া যায় না। আজকে সেটেলমেন্ট'এর ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে অনেক কর্মচারী আজকে বেকার হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে সেটা রাখা যায় না। আমরা চাই সকলেরই চাকুরী থাকুক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই লোকগুলিকে কোথায় চাকুরী দেওয়া যায়? ফরেষ্টের ব্যাপারেও দেখা যায়, যদি তারা মনে করেন যে ফরেষ্টের প্রয়োজন নেই, জনসাধারনের স্বার্থের জন্য ফরেস্ট উঠে যাউক যাক্, তবুও সমস্যা থাকবে। এই যে লোকগুলি বেকার হবে, তাদের নতুন করে কর্মসংস্থান হচ্ছে না, কারন নতুন কোন এডিস্যু

সহসা হচ্ছে না, কাজেই তাতে জনসাধারণের তকলিক হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফরেষ্টের যে আইন সেটা বলবত থাকলে পরে এই পারমিট প্রথা তুলে দিলেও ফরেষ্ট থেকে ধরতে পারবে সেই ক্ষমতা ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টে তাকে দেওয়া রয়েছে। এই সমস্ত কিছু দেখে, সব জিনিষটাকে কিভাবে অনুভব করা যায় এবং দুইয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয়তা আনা যায়, সেইভাবে সমস্ত সমস্যাটাকে সমাধান করা উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই শুধু এই প্রস্তাবটা পাশ হলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সেইজন্য আমি সকলকে সমস্ত বিষয়টা ভেবে দেখতে বলব কিভাবে এটা সমাধান করা যায়। একদিকে এই প্রসিডিউর নিতে যেমন দেরী হচ্ছে, অন্যদিকে ফরেষ্টের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের জঙ্গলের বহু গাছ, ফরেষ্ট রিজার্ভ এবং প্রটেক্টেড এরীয়া থেকে, যেটার মলিকানার জন্য সরকার কিছু পেত, ফুয়েল উডের জন্য আমরা প্রিজার্ভ করতে পারতাম, সেটা বহু ব্যবসায়ী মিথ্যা মালিকানা দেখিয়ে কেটে নিয়ে ব্যবসা করছে, যার ফলে সরকার কিছু পাচ্ছে না। সরকারী ফরেষ্ট যে উদ্দেশ্যে রাখা হয়, সেই উদ্দেশ্য আমরা পুরণ করতে পারছি না। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হলে খুব ভেবেচিন্তে করা উচিত। পারমিট করার উদ্দেশ্য ছিল, টু ইজ দি ডিফিকালটীজ অব দি জোতদার। কারণ পারমিট থাকলে পরে তাদের অযথা হয়রানি হতে হত না, কোর্ট ইত্যাদিতে সেইজন্যই সেটা করা হয়েছিল। কাজেই এর মধ্য দিয়ে যদি কিছু অসুবিধা হয়ে থাকে তা হলে সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে শেষ করা যায়, সেটা করলে আমার মনে হয় ভাল হয়। কিন্তু শুধু মাত্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে পরেই এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, সেই বিশ্বাস আমার নেই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— **শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।**

শ্রীঅঘোরদেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবটা মোটামুটি খুবই ভাল, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জটিলতার দিক আছে। ভূমি সংস্কার আইনে জোতের গাছ কাটার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই অধিকারে আছে যে সে নিজে তার জোতের গাছ কাটবে। সেজন্য তার পারমিশনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা যখন সে বিক্রি করবে তখনি সেই জটিলতা দেখা দেয়। কিন্তু জটিলতা কেন দেখা দেয়, আমাদের ফরেষ্ট অ্যাক্টের মধ্যে আমরা জানি যে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিনটি মাস ফ্রি পারমিট দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে, অর্থাৎ যারা নিজ প্রয়োজনে গাছ কাটবে তারা এই তিনটি মাস বিনা মাশুলে বনজ দ্রব্যাদি কাটতে পারেন। এটা শুধু নাম মাত্রই ফ্রি কাজে ফ্রি নয়। যদি কোন ফ্রি পারমিট সংগ্রহ করতে হয় তাহলে কম-সে-কম তাকে পাঁচ টাকা বকশিস দিতেই হবে। তাদের কাছে যদি পারমিটের জন্য যায় তাহলে তারা বলবে আমরা কি মেশিন যে সারাটা দিন খাটব? কাজেই পারিশ্রমিক তাদের দিতেই হয়।

এই রকম আরও ঘটনা আছে। যেমন চড়িলাম যে ফরেষ্ট বিট আফস আছে, আগে অবশ্য ছিল ফরেষ্ট চেকপোষ্ট। আমার গ্রাম সেখানে। চড়িলাম বন এলাকার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়। রিজার্ভের ভিতর যদি যাই তাহলে দূর থেকে দেখতে পাই অনেক গাছ গাছড়া আছে কিন্তু ভিতরে গেলেই দেখা যায় গাছ একদম পাতলা হয়ে আছে। যে ভাবেই হোক গাছগুলি সরানো হয়। বোধহয় এজন্যই চেকপোষ্ট বসানো হয়েছে। কিন্তু চেকপোষ্ট বসানোর পরেও কি গাছ পাচার বন্ধ হয়েছে। যারা কাজ কারবার করে তারা দোকানে বসে আলাপ আলোচনা করে যে কোন সময় রওয়ানা দিবে। তারা রাত দুইটা আড়াইটার সময় রওয়ানা দেয় যখন নাকি গার্ডরা ঘুমে অচেতন থাকে। যদিই বা ধরে তাহলে তারা ৫টা টাকা দিয়ে দিবে তাহলেই তো ভাইটাল দিয়ে দিবে। এইভাবে আজকে আইন থাকা সত্ত্বেও আইনকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই আইনেও একদিকে তাদের যেমন গাছ কাটার অধিকার দেওয়া আছে তেমনি আর একদিকে সেই অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারীর কথা আছে। যদি বাঁশের কুল বিক্রি করতে যায় তখন রাস্তায় তাকে মাশুল দিতে হয়, আবার যখন বাজারে তুলে তখনও তাকে মাশুল দিতে হয়। একটা জিনিষের জন্য তাকে দুইবার মাশুল দিতে হয়। এই সমস্ত অবস্থাগুলি থেকে গরীব মানুষের মুক্ত করা উচিত। কিন্তু আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে জটিলতার কথা আমি বলছি এই জন্য যে যদি পারমিট সিস্টেমটা উঠাইয়াও দেওয়া যায় তাতেও সমস্যাটার সমাধানের কোন লক্ষণ নেই। তাতে সমস্যাটা আরও বাড়তে পারে। আমরা অনেক কিছুই বলি, যেমন বন আমাদের দরকার ইত্যাদি। কিন্তু এতে বন বাড়ছে কোথায়? বিরাট বিরাট যে সমস্ত চামল গাছ আগে ছিল এই সমস্ত গাছ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বন অবশ্যই আমাদের দরকার, কারণ দিনের পর দিন মানুষের বনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে তাদের জীবিকার জন্যও সেটা দরকার। কাজেই অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এর বিচার করতে হবে এবং তা কি করে রক্ষা করা যায় সে চেষ্টাও করতে হবে। কাজেই আইনটা যেভাবে আছে তাতে লোকের খুবই অসুবিধা হচ্ছে এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সরকার যেভাবে চালাচ্ছে, বা সমস্ত আইন উঠাইয়াও দেওয়া যায় তা হলেও সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কাজেই জটিলতা হচ্ছে এইখানে যে যদি সামগ্রিক ভাবে মানুষের অর্থ নৈতিক দিকটা বিচার বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা না হয় এবং দুর্নীতিকে যদি প্রতিরোধ করা না হয় তাহলে কোন আইনেও কিছুমাত্র সমস্যার সমাধান হবে না। জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে বর্ত্তমান আইনে এটা আমি স্বীকার করি এবং এই আইন উঠিয়ে দিলে তার একটা সুবিধাও আছে এবং সেইদিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার। তবে মোটামুটি ভাবে একটা এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে আমি প্রস্তাবটাকে মেনে নিতে পারি। এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা দেখতে পারি যে এই ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে

পারি এবং জনসাধারণের অসুবিধা কতটুকু দূর হয়। সেগুলি বিচার বিবেচনা করে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটা দেখা দরকার বলে আমি মনে করি। প্রস্তাবটা কার্যকরী হলে যদি ভাল হয় তাহলে খুবই ভাল, আর যদি জটিলতা দেখা দেয় তাহলে আরও একটা ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের করতে হবে। কাজেই জনসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এই যে প্রস্তাবটা এই হাউসে রাখা হয়েছে পরীক্ষামূলক ভাবে যে অন্ততঃ এটার জন্য চেষ্টা করা হোক। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টে "ইউটিলাইজেশন অ্যাণ্ড ফেলিং ডাউন অব ট্রিজ" এর সম্পূর্ণ ক্ষমতা গাছ কাটা বা গাছের ব্যবহার করা, এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাক্ট ১৯২৭ মডিফাইড আপ টু ফার্ষ্ট নভেম্বর, ১৯৬৩—এর মধ্যে ফরেষ্ট প্রডিউস যেটা তার ডেফিনিশান হল এই—
Forest offence means an offence punishable under this Act under any rule made there under. Forest produce included the following whether found or brought from forest or not :—

অতএব সেই জায়গাতে যদি তারা ট্রেন্‌জিট না করে তাহলে তাদের পক্ষে হবে সেটা ইললিগ্যাল। কারণ যেখানে টিম্বার বলা হয়েছে, সেটা রিজার্ভের হউক আর নন-ফরেষ্টের হউক, ইন অ্যানি প্লেস হউক, তার মধ্যে যদি কারোও জমিদারী বা সম্পত্তি থাকে সেটাকে ইন্‌ক্লোড করতে হবে। অতএব সেই এ্যাক্ট আছে, আবার এখানেও ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে তাতে আবার ইটিলাইজেশন অব ট্রিইজ এবং তার পানিশমেণ্ট ৪১ ধারায় আছে যে পেনাল্‌টি ফর ব্রিচ অব রুলস্‌ মেইড আণ্ডার সেক্‌শন ফরটি ওয়ান দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট মে বাই সাচ রুল প্রেস্‌ক্রাইভড এ্যাজ পেনাল্‌টি ফর দি কন্‌ট্রাভেন্‌শান অব দেয়ার ইম্‌প্রিজন্‌মেণ্ট অব টার্ম হুইচ মে এক্‌সটেণ্ড টু সিক্স মান্‌থস অর টেন টু ফাইভ মান্‌থস আন্‌ডার দি বোথ রুল্‌স।

এই অবস্থা বিরাজমান, অথচ এই দিক দিয়ে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে জনসাধারণকে বা জোতদারকে একটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কি করে তারা সেটাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে বা প্রয়োজন মত তা বিক্রি করতে পারবে, বিকজ, ইট ইজ হিজ প্রপার্টি, তার ল্যাণ্ডের উপর। অতএব সেই জায়গাতে কর্তব্য দুই থাকবে, যখন আমরা ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টের আণ্ডারে বাস করছি তখন ফরেষ্ট এ্যাক্টের মর্য্যাদা আমাদিগকে দিতে হবে যদি মর্য্যাদা না দেয় তাহলে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য সেখানে ফরেষ্ট অফিসার আছে, ফরেস্টার আছে এবং ফরেস্ট গার্ড আছে।

মাননীয় অঘোর বাবু যেটা বলেছেন যে দি পারমিট ফর থ্রি মান্‌থস ইট ডাজ নট কাম আণ্ডার দ্যেট। এটা হল প্রটেক্‌টেড ফরেস্ট বা রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে গাছপালা ইত্যাদি কাটার জন্য, এটা এর আওতায় পড়ছে না এবং তারপর আর একটা

কথা উনি বলেছেন যে রিজার্ভ ফরেস্টের অন্তর্গত যেসব জায়গা তার থেকে যদি বাঁশ, ছণ ইত্যাদি কেটে নিয়ে আসে বাজারে তাহলে ফরেষ্টারকে সেখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পাওয়ার দেওয়া আছে তাদের ধরার জন্য এবং সেটা সেই অনুসারে করা হচ্ছে। সেখানে বে-আইনী কোন কাজ করা হচ্ছে না। ট্রেন্জিটটাও বে-আইনী নয়, অথচ ৯৯(১)(সি)তে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা বে-আইনী নয়। অতএব সে দিক দিয়ে এখানে বলা হচ্ছে যে জনসাধারণের বিরাট অসুবিধা হচ্ছে এবং সেই সম্বন্ধে প্রত্যেকেই, আমি যে সমস্ত জায়গাতে যাই শুনি যে তাতে নাকি জোতদারদের বিরাট একটা অসুবিধা হচ্ছে। অতএব মাননীয় মুভার অব দি রিজলিউশান যিনি তাঁকে আমি বলব এবং অনুরোধ করব যে এই দুই আইনই বর্ত্তমান এবং দুই আইন বর্ত্তমান থাকার ফলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে উভয়ের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে আমরা কি করে পিপলসদের বা জোতদারদের যে ডিফিকাল্টিসগুলি আছে তাকে ইজি করতে পারি বা তার সমাধান করতে পারি। অতএব সেজন্য আমাদের একটা কমিটিও আছে। সেটা হলো ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন এ্যাণ্ড সয়েল কন্জার্ভেশন কমিটি। আমি মনে করি সেই কমিটিতে যদি এই ব্যাপারটা দেওয়া হয় এরা তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আইনের যেসব ধারা, সেই সমস্ত ঠিকঠাক করে আমাদের কাছে একটা সুনির্দিষ্ট মতামত যদি দেন তাহলে আমরা একটা কন্ক্লোয়েশনে আসতে পারব এই এসুয়েরন্স দিয়ে আমি মনে করি যিনি মুভার অব দি রিজলিউশান তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটা সম্পর্কে বক্তব্য বা কন্ক্লোয়েশন রাখবার আগে আমি আরও ২।১টি কথা বলতে চাই, সেটা হলো আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ২।১টি কথা বলেছেন সেটার সংগে আমি একমত হতে পারিনি। আমার মনে হয় তিনি গাছের স্বাস্থ্যের জন্যই বলেছেন, কারণ গাছ কাটলে পরে তিন ডায়ামিটার বাড়বে, এটা স্বাস্থ্যের প্রশ্ন, তাই তিনি স্বাস্থ্যের কথাই বলেছেন, যে গাছ কাটলে তার স্বাস্থ্য থাকে না। আমরা যে ১৫ শত বর্গমাইল রিজার্ভ ফরেষ্ট রাখছি এটা সম্পর্কে আমার কোনও বক্তব্য ছিল না অর্থাৎ রিজার্ভ ফরেস্ট নষ্ট কর এই ধরনের প্রস্তাব বা বক্তব্যও আমার নেই। অথচ তিনি রিজার্ভ ফরেস্ট সম্পর্কে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এবং রিজার্ভ ফরেস্ট না থাকলে পরে মানুষ কিভাবে অন্যান্য কাজ—যেমন এগ্রিকালচারেল প্রডাক্শন বাড়ানোর ব্যাপারে এবং আরো নানা প্রকার কারণে রিজার্ভ ফরেস্টের দরকার আছে। সেটা যে কিভাবে চলবে উনি সেই চিন্তায় ব্যস্ত আছেন। কিন্তু আমরা যেকোন অবস্থায় রিজার্ভ ফরেস্ট চাই এবং রিজার্ভ ফরেস্ট রাখতেই হবে। আমাদের জোত ল্যাণ্ডের উপর ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাক্ট, ১৯৬০, সেটা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি রেখেছি এখানে, সেখানে স্পস্ট লেখা আছে যে ইউটিলাইজেশন ইভেন অব ডিস্পোজেল। 'ডিস্পোজাল' এই আইনে মধ্যে স্পস্ট এই কথাটা লেখা আছে।

প্রথমতঃ তিনি একটা কথা বলেছেন যে খাস ল্যাণ্ডে যদি একটা গাছ থাকে, তা হলে সেই গাছটা কার, সেটা কার হচ্ছে তার সাথে সাথে মনে হয় অর্থাৎ কোন কর্মচারী সরকারের ফরেস্ট গার্ডই হউক, 'মনে হয়' দিয়ে কোন লোককে অভিযুক্ত করা এটা আমার মনে হয় কোন কর্মচারীর ডিউটিজ এ্যাণ্ড সার্ভিসের রুলসের অথবা কোন বক্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমার মনে হয় একথা দিয়ে কোন লোককে অভিযুক্ত করা উচিতও নয়। সেই অনাস্থা বাদীর উপর পড়ে, আসামীর উপর পড়ে না। এটা বাদীরই প্রমাণ করতে হয়, সে যে রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে গাছ কাটছে কি না। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি ওনার বক্তব্যটা বুঝলাম না।

দ্বিতীয় হলো ফরেষ্ট থেকে কোন অবস্থায় ধরবে। রিজার্ভ ফরেস্টের আওতায় জোত থেকে যদি গাছ নিয়ে যায় তা হলে ধরতে পারে। ইট ইজ এ কোয়েশ্চান অব ভেন্‌ডিক্‌টীভ এটীসিউড, সরকারের কর্মচারী সেই ভেন্‌ডিক্‌টীভ এটীসিউড নেবে সেটা কোন অবস্থায় সমর্থন-যোগ্য নয়, সেটা কোন সরকারী কর্মচারী বা ফরেস্ট গার্ড বা ফরেষ্ট অফিসারই হউক না কেন আমরা তাদের কাছ থেকে সেটা আশা করতে পারি না। অতএব সে তার জোতের ল্যাণ্ড থেকে নিয়েছে জানা সত্বেও যে এই রকম ভেন্‌ডিক্‌টীভ এটীসিউড নেওয়া হয়, আমরা কোন দিনই কোন গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে আশা করতে পারি না। সেই দিক দিয়ে তার যে কনক্লোয়েশান বা বক্তব্য আছে সেটা আমি মনে করি না তাই ওনার প্রশ্নগুলির মধ্যে আমার বক্তব্য তিনি যেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাজে আমার মনে হয়, ইন-ডাইরেক্টলী এই কথাগুলিতে সিভিক সেন্‌সের অভাব আছে। কারণ এইভাবে যদি তারা ভেন্‌ডিক্‌টিভ এটিসিউড চরিতার্থ করতে চান......মাননীয় সদস্য মঘোরবাবু সম্বন্ধে আমি বলছি যে ওনার সব সময় নেগেটীভ এটীসিউড—ওনার কোনটাতেই ভাল লাগে না, দুনিয়ার মধ্যে সব কিছুই তাঁর কাছে......অর্থাৎ এই সরকারের এটা করলেও ভাল নয়, এ'টা করলেও ভাল নয়, কিছুই ভাল নয়। হি ইজ সাফারিং............তিনি সেই রোগেই ভোগছেন। তিনি যে প্রশ্ন রেখেছেন তার জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ভাল করে দিয়েছেন, এই ব্যাপারে আমার নূতন করে কিছু বলার নেই।

তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সম্বন্ধে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন এজ ওয়েল এজ আমিও ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট এর উপর আমার বক্তব্য রেখেছি। তার সাথে সাথে আমি আর একটা বক্তব্য রাখছি, সেটা হচ্ছে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট সম্বন্ধে বা সংবিধানের ৩১৯ ধারা যেখানে আমি জানিনা তার ডেফিনেশান কি? ফান্‌ডামেন্টাল রাইট টু হোল্ড এ্যাণ্ড টু ক্লিয়ার এ্যাণ্ড ডিস্‌পোজাল অব প্রপার্টি, হোয়েদার প্রপার্টি আমার ব্যক্তিগত জমির জোতের উপর যে গাছটা আছে, ইট ইজ অলসো মাই প্রপার্টি। অতএব ফান্‌ডামেন্টাল রাইট যাকে ডিস্‌পোজ করবার আমার ক্ষমতা আছে, সেই ফান্‌ডামেন্টাল রাইটের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং এই ফান্‌ডামেন্টাল রাইটের কথাই আমি এই হাউসের সামনে

রেখেছি। অতএব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, যেটা বলেছেন যেল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান এ্যাণ্ড সয়েল কনজার্ভেশন কমিটি আছে, তারা স্টোর প্রস এ্যাণ্ড কনস্ বিচার করে, ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট এ্যাণ্ড আদার কোয়েশ্চান যেটা আছে......

তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তিনি ল্যাণ্ড ইউটিলাই-জেশান এণ্ড সয়েল কনজারভেশন যে কমিটি সেটার প্রস্ এণ্ড কন্স বিচার করে এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট ইনডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট এবং আমার যে কোয়েশ্চানটা ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস্, এই সমস্ত কিছু বিচার করে যেটা ভাল হয়, সেটাই তিনি রাখবার চেষ্টা করবেন এবং এটাকে কি করে ইক্সিয়ার করা যায়, সেটা দেখবেন এ্যাসিউরেন্স দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং, এই মনে করে, এই রিজউলিশানের উপর ইন্সিষ্ট না করে আমি লীডার অব দি পার্টির নির্দেশে আমার রিজিউলিশানটা উইদ ড্র করে নিচ্ছি।

Mr. SPEAKER :—The Resolution is withdrawn with the leave of the House.

There is another Resolution of SHRI SURESH CH. CHOUDHURY. I would call on Sri Choudhury to move his Resolution that—

'বর্তমান আগরতলা সহরে ভূমির মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে অগ্নিমূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করা দুঃসাধ্য বিধায়, এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এই সহরের সহিত সংগতি রাখিয়া সহরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সুপরিকল্পিত উপনগরী গঠনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক ও তার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে বাজেটে যথোপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হউক।'

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজল্যুশান হচ্ছে 'বর্তমান আগরতলা সহরে ভূমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারী কর্ম চারীদের পক্ষে অগ্নিমূল্যে ভূমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করা দুঃসাধ্য বিধায়, এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এই সহরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সহরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি সুপরিকল্পিত উপনগরী গঠনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক ও তারজন্য চলতি আর্থিক বৎসরে বাজেটে যথোপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হউক।' .

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে আগরতলা শহরে পূর্ব্বের তুলনায় অস্বাভাবিক ভাবে লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। দিন দিন এইভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে, শহরে বাড়ী করার মত খালি জায়গা নেই এবং শহরের কোন কোন অংশে প্রতি বৎসর ফ্লাড হওয়ার দরুণ কিছু সংখ্যক লোকের এইসব অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এইসব কারণে শহরে জায়গার মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি দেখা যায় জায়গার মূল্য প্রতি মাসেই যেন

বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় এখন জায়গার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হলে, এবং অল্প আয়ের যেসব লোক বা সরকারী কর্ম্মচারী আছেন, এদের জন্য বাড়ীঘরের সুযোগ সুবিধা দিতে হলে, শহরের পার্শ্ববর্তী যেসব খালি জায়গা আছে, যেমন দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ খালি জায়গা রয়েছে, এই শহরের সাথে মিল রেখে যদি একটা উপ-নগরীর পরিকল্পনা করা যায়, রাস্তা, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত সেখানে করে দেওয়া হয়, সরকার যদি কিছু নজর নিয়েও এইসব জায়গার বিলি ব্যবস্থা করেন, তাহলে মনে হয় মানুষ অল্প টাকার ভিতর জায়গা নিয়ে সেখানে বাড়ীঘর করে বাস করতে পারে। আজকের দিনে প্রত্যেকটি মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য বলে সরকার মনে করেন সেইদিক থেকে আমি মনে করি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে অন্ততঃ মানুষ যাতে বাড়ীঘর করার সুযোগ পায়, তার জায়গা দেওয়া উচিত। আরেকটা জিনিষও দেখা গেছে যে সরকারী কর্ম্মচারীদের কয়েক মাসের বেতন অগ্রীম দেওয়া হয় বাড়ীঘর করার জন্য, কিন্তু তা দিয়ে জায়গা কিনে বাড়ীঘর করা সম্ভব নয়। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বিরাট বড়লোক, যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তারা যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তারা শহরে জায়গা কিনে বাড়ীঘর করতে পারে, তা ছাড়া সাধারণ লোকের বাড়ীঘর করার সঙ্গতি নেই। আমি সেই কারণেই হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি আমি আশা করি হাউস এই প্রস্তাব গ্রহণ করে গরীব, স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকেরা যাতে বাড়ীঘর করার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করবেন।

শ্রী এম, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাবক যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই প্রয়োজনীয়, আমি তা বিশ্বাস করি। কারণ হাওড়া নদী এবং কাটাখাল এর দুইদিকে হল আগরতলা টাউন। তার লোকসংখ্যা ৭০ হাজার। অতএব এই টাউনের সম্প্রসারণ উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বে যদি না করা যায়, তাহলে এই বিরাট জনসংখ্যা, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে জন-সংখ্যার বৃদ্ধির হার গত সেন্সাস রিপোর্ট মতে শতকরা ৭০ এবং সেটা অনবরতই বেড়ে চলেছে, কিছুটা ইনফ্লোম এবং কিছুটা হল জেনার‍্যাল। অতএব সেইজন্য আমরা একটা টাউন প্ল্যানিং করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বে এই টাউনকে সম্প্রসারণ করে এই যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, তাকে সিষ্টেমেটিক্যালি রাখা চলে কি না এবং সেইজন্য ল্যাণ্ড প্ল্যানিং এর একজন লোক এখানে আনা হয়েছে এবং তিনি সেই প্ল্যানিং করছেন। তারপর আবার সয়েল সার্ভে লাগবে, তার কার্যও সুরু হয়েছে। অতএব এর গুরুত্ব আমরা বুঝি এবং প্রস্তাবককে আমি বলব যে এর জন্য একটা টাকার অংক আমাদের বাজেটে রাখার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের টাউন ডেভলাপমেন্টের জন্য বাজেটে একটা অংক রাখা হয় এবং এবারও ধরা হয়েছে। মাননীয় মেম্বার নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আমাদের যা কিছু প্ল্যানিং সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ষ্টেট প্ল্যানিং, সেন্ট্রাল গ্র্যাণ্টে অতএব এই সার্ভের উপর নির্ভর করবে, এই ডেভলাপমেন্টে কত অর্থ লাগবে। অতএব মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব, যে টাউন ডেভলাপমেন্টের জন্য

আমরা কাজ সুরু করেছি এবং তাকে তরান্বিত করতে চেষ্টা করব এর ভিত্তিতে মাননীয় সভ্য যেন তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার টাউন সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা উপলব্ধি করে টাউনের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করছেন এবং তার কার্যও শুরু হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। যদি সরকারী পরিকল্পনা থাকে আমি অনুরোধ করব সেটা যাতে তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য এবং এই প্ল্যানিং যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমার এই প্রস্তাব রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করি না, অতএব আমি আমার প্রস্তাব এই হাউস থেকে উইদড্র করে নিচ্ছি।

MR. SPEAKER :—The Resolution is withdrawn with the leave of the House, The House stands adjourned till 2 P.M. to-day.

Mr. Dy. Speaker :—There is a another Resolution of SRI JATINDRA KUMAR MAJUMDAR. I would call on SRI JATINDRA KUMAR MAJUMDER to move his Resolution that "This Assmbly is of opinion that at least 2 Nos. of Agri-Bias School in Tripuru be opened by the Govt of Tripura from the next Academic year.

SRI JATINDRA Kr. MAJUMDER :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে, "This Assembly is of opinion that at least 2 Nos. of Agri-Bias School in Tripura be opened by the Govt. of Tripura. In the next Academic year." প্রস্তাবটি আজ হাউসে আমি কেন এনেছি তার গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে অবহিত আছেন। মোটামুটি ভাবে আমি কতগুলি point এর পরিপ্রেক্ষিতে রাখছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী ১৬ থেকে ১৭ লক্ষের মত। কিন্তু খাদ্যের দিক দিয়ে আমরা স্বয়ং সম্পন্ন নয়। তাই প্রতি বৎসর Central Govt. এর কাছে আমাদের খাদ্যের জন্য দরবার করতে হয়, খাদ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য ওদের কাছে তাগিদ দিতে হয়। কথা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পন্ন করতে হয় তাহলে কৃষি ব্যবস্থার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। কৃষির দিকে আজকে জনসাধারণের ঝোঁক এনে দিতে হবে। তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঁচানো অসম্ভব। আমরা আজকে কি দেখতে পাচ্ছি—যদিও জনসাধারণের ইচ্ছা এবং আগ্রহ আছে, জনসাধারণ চায় তাদের জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন হউক এবং তা বিক্রি করে তারা তাদের সংসার পরিচালনা করুক, কিন্তু তবু কেন আমরা আজ এগুতে পারছিনা, তার মধ্যে অনেকগুলি কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে আমরা যারা কৃষক আছি তাদের বংশধরদিগকে বা তাদের ছেলে-পেলে দিগকে

আজকে আমরা এগিযে নিয়ে যেতে পারছি না। আজকাল দেখা যায় কৃষকের ছেলে-পেলে যারা সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছে তারা কৃষির দিকে না গিয়ে চাকুরীর দিকে ঝোক। বাঁচার জন্য চাকুরী চাই, কর্মের সংস্থান চাই, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সামনে যে সমস্যা, সেই সমস্যাতে মাসে মাসে আমরা কিছু টাকা পেয়ে সংসার পরিচালনা করব এ আশা অর্থহীন। আমরা দেখতে পাই মাসের শেষে অনেক কর্মচারীর হাতে টাকা থাকে না, তাদের অন্যের কাছে ধার করতে হয়, তাই আজকে আমি একথাই বলব আমাদের দেশের ছেলেদের আজকে কৃষির দিকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, কৃষি ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করতে চাই, কৃষির উন্নতির জন্য তাদের কাজে লাগাতে চাই, তাহলে কৃষির প্রতি ঝোক আমাদের এনে দিতে হয়। সেই দায়িত্ব আমাদের সকলের। আজকে যদি কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয় ত্রিপুরার যে সমস্ত পতিত জমি আছে সেগুলি যদি আবদ্ধ করে সুষ্ঠ ভাবে কৃষিকার্য্য করার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে আমাদের আশা আকাঙ্খা এবং বাঁচার জন্য আমাদের যে তাগিদ সেটাও আজকে ব্যহত হবে, যদি না আমরা কৃষিকার্য্যকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে না পারি। আজকে কৃষকের ছেলে এবং অন্যান্য যারা কৃষিকাজে উৎসাহী আছে তাদেরকে কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সেই মনোভাব যদি আজকে তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হয় তাহলে কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। আজকাল কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেটা আমি অস্বীকার করিনা, কিন্তু সেটা কতদূর কার্য্যকরী হয় এবং কতদূর শিক্ষা করা যায় এবং শিখে নিয়ে কৃষিকার্য্যে কতদূর নিজেকে ব্যবহার করতে পারে সেটা দেখার বিষয়। আমাদের ত্রিপুরাতে কৃষি শিক্ষা সেণ্টার আছে লেম্বুছড়াতে কিন্তু সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করার পর গিয়ে তারা কি করে এবং কি পাই আমরা, সেটা আমাদের ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। এখন যে Higher Secondary School গুলিতে বা অন্যান্য যে স্কুলগুলি আছে সেখানেও কৃষির বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তা আমি জানি। কিন্তু তার ফল কি? অনেক সময় দেখা যায়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে স্কুল আছে সেখানে কিচেন গার্ডেন, ভেজিটেবিল গার্ডেন, হরটিকালচার প্রভৃতি ছেলেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুটা আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা যদি স্কুলগুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে সেই কাজ ঠিক ঠিক মত করা হচ্ছে, এবং তার পরীক্ষা নিয়ে practical fieldএ তাদের কাজ করিয়ে শিক্ষা দিয়ে তার পরীক্ষা নিয়ে তার ফল আমরা প্রকাশ করি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাই নয়। আমরা কি দেখতে পাই—দেখতে পাই বৎসরের শেষে সেখানে কৃষিকার্য্যের কোন ব্যবস্থা নেই। তার কারণ কোন স্কুলের aid বন্ধ হয়ে যাবে, কোন স্কুলের percentage ঠিক থাকবে না, স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি বিবেচনা করে আজকে সেখানে ছাত্রদের পরীক্ষা না নিয়েই অনেক সময় নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়, এটা আমরা দেখতে পাই। সেটা তাদের দোষ নয়। সেটার জন্য আমরা সকলে অল্প বিস্তর দায়ী

আছি। আমরা সেই রকম পরিবেশ, মনোবৃত্তি গঠন করে তুলতে পারি না। তাই আজকে এই প্রস্তাব আমি উত্থাপন করেছি যে কৃষিক্ষেত্র মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য কৃষিতে যাদের ঝোঁক থাকবে তাদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা যাদের ঝোঁক নেই তাদেরও সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাদের agri-bias স্কুলের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই কোঠারী কমিশনের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট যদিও অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু তার মাধ্যমে suggestion এবং recommendation আছে সেটাও আজকে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এরপরে দিনের পর দিন আমাদের ভারতবর্ষ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তথা ত্রিপুরার যে অগ্রগতি হচ্ছে তার সঙ্গে তাদের যে suggestion বা recommendation সেই recommendation এর পরিপ্রেক্ষিতে আর আমাদের কি করা দরকার সেটা আমাদের দেখতে হবে। এক জায়গায় সেই recommendationএ বলেছেন agriculture can be made an important part of work experience whieh will be regarded as one of the assistance consonant of a national system of education. This can be made exciting and stimulation to the young mind and should not be meaningless drugchari in the name of Agriculture training specially In the earlier youth living to a life long everson to agriculture as a way of learning, আমরা এটা দেখতে পাই অধ্যক্ষ মহোদয়, তারাও এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। তাদের recommendationএ রেখেছেন। আজকে যে young mind, young generation, যুবক শ্রেণী তাদের মধ্যে যদি আমরা এই কৃষি যে আমাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন খাওয়া বাঁচার প্রশ্ন সেখানে যদি আমরা অন্যান্য দিক দিয়ে চিন্তা করি। তাহলে তাদেরকে কৃষিকার্যে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেটা শিক্ষা ক্ষেত্রে হোক আর শ্রমের ক্ষেত্রেই হোক। যে ক্ষেত্রেই হোক সব ক্ষেত্রেই কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে সেই রকম পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। তাই আজ দেখা যায় যে সমস্ত যুবকরা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে যদি আমরা এরূপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতাম, আমাদের ত্রিপুরাকে বাঁচাবার জন্যে। আমাদের মা, বাবা এবং অন্যান্য পরিজনকে বাঁচাবার জন্যে এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ কৃষির ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ব এবং ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরাকে কৃষির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। এই রকম পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আজ আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে, কৃষি Agri-Bias এর প্রয়োজনীয়তা আছে। Agri-Bias School শুধু Scheme করলেই চলবেনা, শুধু training নিলাম তা চলবে না। আজ আমাদের সেই রকম উপযুক্ত পরিবেশের আইন কানুন সৃষ্টি করতে হবে যাতে আমরা কৃষিকার্যে মনযোগ দেই, এবং কৃষিটা আমাদেরই কাজ এবং আমাদের দেশের কাজ। আমরা জানি যখন পাকিস্তান আমাদের ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিল তখন শাস্ত্রীজী slogan দিয়েছিলেন "জয় জোয়ান, জয় কিষাণ" কিন্তু আমাদের সেই সব চরিতার্থ করতে

হলে, সেটাকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রয়োজন আজ কৃষিক্ষেত্রে কৃষক যারা, কৃষকের ছেলে যারা এবং তাদের বংশধর যারা তথা ত্রিপুরাবাসীর একটি percentage কে কৃষির ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আমরা চিন্তা করবো। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি মোটামুটি মাত্র কয়েকটি point রেখেছি। এতদ্ ব্যতীরেকে এটার গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করেন এবং তা উপলব্ধি করেই আজ হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি যাতে এটা গৃহীত হয়, গৃহীত হলে পরেই ত্রিপুরার জনসাধারণের বাঁচার সমাধান করতে পারবো বলে আমাদের মনে হয়। আমি দু'টি Agri-Bias School এর কথা বলেছি কারণ আমাদের আর্থিক সঙ্গতির দিক দিয়ে বিবেচনা করে অন্তত: দু'টা School আমাদের প্রয়োজন। এবং এইজন্যও বলেছি যে সেটা করতে হলে জায়গার সমস্যা থাকতে পারে, ঘরের সমস্যা থাকতে পারে—এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন জায়গা আছে এবং ঘরও আছে। ধর্ম্মনগরের রামনগর জনতা কলেজ ছিল এটা এখনও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। সেখানে একটা Agri-Bias School করে আমাদের দেশের জনসাধারণের, কৃষকদের ছেলেমেয়েদের এবং যারা কৃষি কার্য্যে উৎসাহী, সেখানে আমরা তাদেরে শিক্ষা দিতে পারি। আমি দু'টা বলেছি এজন্যে যে একটা North এবং আরেকটি South এ। তাহলে আমরা ত্রিপুরার কৃষকদের কার্য্যত কৃষি কার্য্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো বলে আমার মনে হয়। এই সকল বিচার বিবেচনা করে আমার প্রস্তাব যাতে গৃহীত হয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Srimati Renu Chakraborty.

SRIMATI RENU CHAKRABORTY :—

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীতীব্র কুমার মজুমদার এখানে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি মনে করি এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে উনি যে বলেছেন তা অতি সত্য কথা। আমাদের বৃটিশ আমলে যে শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সেটা কেবলমাত্র বছর বছর কেরানী সৃষ্টি করা এবং আমাদের স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতিতেও আমরা দেখতে পাই যে যদিও আমরা তার নীতি অনেক পরিবর্ত্তন করেছি। কিন্তু এখনও আমাদের সত্যিকারের পরিবর্ত্তন হয়নি। যেখানে জায়গায় জায়গায় আমরা বুনিয়াদী শিক্ষাগ্রহণ করেছি। এবং প্রতি বৎসর অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকার সেই বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য অনেক অর্থ ব্যয়িত হয়। এই যে Training যাহা হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করে নিজের জীবিকার জন্য উপার্জ্জনের যে শিক্ষা সে শিক্ষা আমরা এখনও পাই নি। সেই শিক্ষার জন্য আমরা এখন দেখতে পাই আমাদের স্কুল কলেজে ছাত্ররা যে শিক্ষা লাভ করে এতে কোন demonasttration বা হাতে কলমে শিক্ষার কিছুই আমরা দেখতে পাই না। তার জন্য আমাদের দেশে বৃটীশ আমলে যেরূপ

কেরানীগিরীর প্রতি একটা ঝোক ছিল সেইরকম চাকুরীর প্রতি ঝোক আজকাল দেখা যায়। আমাদের আজকাল আধা পেট খেয়েও ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরে বাহিরের ঠাট বজায় রাখার দিকে বিশেষ ঝোক। তার জন্য আমরা দেখতে পাই ভারতের ভিতরের দারিদ্র্যের নগ্ন রূপ। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যারা, তাদের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। আমাদের যে বিরাট খাদ্য সমস্যা এবং deficit সেটা দূর করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। বর্ত্তমানে যে হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্কুল কলেজে পড়ে যে হারে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে তা দূর করার জন্য দেশের অধিক সংখ্যক ছেলেদের কৃষির প্রতি একটা ঝোক এনে দেওয়া প্রয়োজন। তা হলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান যে একটা খাদ্য সঙ্কট আছে তাহা দূর করতে একটা বড় সহায়ক হবে এবং বেকারত্বও অনেকাংশে দূর হবে। এর আগেও আমি এই Assemblyতে আমার বক্তৃতায় আরও একবার বলেছিলাম যে কৃষকের ছেলেরা যারা আছে তাদের কৃষির দিকে আগ্রহ বাড়ানর জন্য এবং কুমার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের হস্তশিল্পে শিক্ষা লাভের জন্য স্কুল খোলা দরকার। আজকাল দেখা যায় কৃষকের ছেলে হয়েও তাদের আজকাল চাকুরীর দিকে ঝোক বেশী, তার কারণ হল তাদেরকে সেইরকম Status বা মর্যাদা দেওয়া হয় না। স্কুল, কলেজ থেকে ছেলেরা পাশ করে এলে চাকুরীর দিকে তাদের যেরকম ঝোক থাকে কৃষকের ছেলেরাও তদ্রূপ Agri-bias স্কুল বা সেই জাতীয় শিক্ষা লাভ করে এলে পরে তাদেরকে যদি কেরানীর চাকুরীর সমতুল্য চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় এবং বেতনও যদি সেই হারে হয় তা হলে তাদের Agriculture এর দিকে ঝোক থাকবে বলে আমি মনে করি। তার জন্য আমি বলছি মাননীয় সদস্য Agri-bias স্কুল খুলবার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি মনে করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই দিকে বিবেচনা করে দেখবেন এবং আমাদের দেশের প্রত্যেকটা ভূমিকে কৃষি কাজে লাগানো যায় কিনা সেটা বিশেষভাবে দেখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

SHRI GHANASHYAM DEWAN :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্রবাবু আজ যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরাতে শতকরা ৯০ জনই কৃষক, সেই দিক দিয়ে উনার প্রস্তাবটা খুব ভাল প্রস্তাব। কারণ কৃষকের ছেলে কৃষক হবে এতে আর আশ্চর্য্যের কি। কিন্তু ত্রিপুরাতে যারা কৃষক আছেন তারা মান্ধাতার আমলে যেভাবে চাষ করা হত সেইভাবে এখনও চাষাবাদ করছেন। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে চাষাবাদ উনারা জানেন না। বিজ্ঞান সম্মতভাবে চাষ করার যে পদ্ধতি আমাদের সরকার এখনো তাদের কাছে সেটা পৌঁছিয়ে দিতে পারেন নি। ঠিক সেইভাবে ত্রিপুরার আদিবাসী উপজাতী যারা আছেন তাদের cent percent-ই কৃষিজিবী বলতে পারি, হয় তারা হলে কৃষক না হয় জুমিয়ার কৃষক। তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ তো দূরের কথা, মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল দিয়ে যে চাষ সেটাও তারা জানে না। আধুনিক যুগের যারা কৃষকের ছেলে তারা কৃষিকার্য্য জানে না এবং

কৃষিকার্য্য গ্রহণ করতেও চায় না। এটা সত্যিই পরিতাপের বিষয়। যদি আমরা আমাদের কৃষক ভাইদের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষিচাষ পদ্ধতি শিখাতে পারি এবং রাসায়নিক সার ইত্যাদি দিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারি তা হলে আমাদের ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা যে মিটবে শুধু তাই নয়; বেকার সমস্যাও অনেকাংশে লাঘব হবে। যদি কৃষকের ছেলে কৃষি কার্য্য করে বাঁচার মত একটা সংস্থা গড়ে তুলতে পারে, তারা যদি গ্রামে তাদের দৈনিক প্রয়োজনে বর্ত্তমান সভ্য সমাজে যাহা প্রয়োজন তাহা পেতে পারে তা হলে আমি মনে করি আমাদের ছেলেরা যারা এখন স্কুলে পড়ছে তারা শহরমুখী না হয়ে গ্রাম-মুখী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আজ যারা গ্রামের ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়ে শহরে আসছে তারা শহরে থাকতে চায়, গ্রামে ফিরে যেতে চায় না, কারণ শহরের মধ্যে আমোদ প্রমোদ, উন্নত ধরণের রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য যে সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সেটা গ্রামের মধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রামে যারা কৃষক তারা হল গরীব, আমোদ প্রমোদের কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। সেখানে ভাল যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, সুচিকিৎসার কোন সুবিধা নেই সেজন্য তারা গ্রামে থাকতে চায় না। সুতরাং যদি আমাদের ছেলেরা উপযুক্ত কৃষি শিক্ষা পায়, তাহারা যদি তাহাদের যাবতীয় চাহিদা কৃষি কার্য্যের ফলন দ্বারা মিটাতে পারে, শহরের মত গ্রামেও যদি তাহারা ঘর করতে পারে, আদর্শ গ্রাম যদি করতে পারে তা হলে আমার বিশ্বাস আমাদের গ্রামের যুবকেরা শহরমুখী না হয়ে গ্রামমুখী হবেন। এবং তা যদি করতে পারা যায় তা হলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হবে, দেশ উন্নত হবে এবং জাতি রক্ষা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করি।

Dy. Speaker :—I would call on SHRI NARESH ROY

SHRI NARERH ROY :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অভিনন্দন যোগ্য। হিসাবে দেখা যায় ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগের বেশী মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে আছে। ত্রিপুরার কথা যদি বলতে যাই তা হলে এখানেও শতকরা ৯০ ভাগের মত মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সামান্য একটা অংশই চাকুরী, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশা অবলম্বন করে বসবাস করছে। এই যে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ, কৃষি যদি ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত না হয়, কৃষিক্ষেত্রে যদি আমরা উন্নতি লাভ না করতে পারি, তা হলে এত বিরাট সংখ্যক মানুষের বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী, সেটা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। আমাদের শাস্ত্রেও কৃষিকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্মানি, তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" তা হলে শাস্ত্রেও দেখি বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, বাণিজ্য মানে to produce of industrial products. তা হলে industrial product করে তার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করলে দেশের

একটা উন্নতি হতে পারে। তদৰ্দ্ধং কৃষি বর্ম্মানি অর্থাৎ তার পরেই কৃষি কার্য্যের স্থান। কিন্তু আমরা আমাদের কৃষিকার্য্যকে মূল্য দেই না, আমাদের শুধু প্রচেষ্টা এই যে কোন রকমে একটা চাকুরী নেওয়া যায় কিনা। শাস্ত্রে যেটার বিশেষ কোন স্থান নেই। শাস্ত্রে কৃষির অর্দ্ধেকটা হল রাজ-সেবায়াং, অর্থাৎ চাকুরীতে। তাহলে চাকুরীর প্রতি অতটুকু গুরুত্ব না দিয়ে সেই প্রচেষ্টাটা আনুসাঙ্গিক ভাবেই আসবে, যখন আমরা industry বা agricultureকে উন্নত করতে পারি। Agricultureকে উন্নত করতে গেলে আমাদের দেশে agriculture school দিয়ে সে সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে agricultural education, অর্থনীতি বিদ্যায়ও আছে backness of agriculture, কৃষিক্ষেত্রের অবনতির কারণ। আমরা অনেক সময় Economicsএ পড়েছি যে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কেন ভারতবর্ষ কৃষির দিক দিয়ে অনগ্রসর। ভারতবর্ষ কৃষির ক্ষেত্রে অনগ্রসর একথা সত্য। ত্রিপুরাও কৃষির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর। কিন্তু কেন ? এই কেনর উত্তরে আমরা দেখতে পাই যে যারা কৃষক আমাদের দেশে আছেন তারা বংশপরম্পরায় যে কৃষি বিদ্যা লাভ করেছেন সেই কৃষি বিদ্যা দিয়েই তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কালের গতিতে সেই বিদ্যা এখন ততটা আর ফলপ্রসূ হচ্ছেনা। যার ফলে দিন দিনই কৃষির ক্ষেত্রে Production কমে যাচ্ছে। তাছাড়া কৃষকের মনে এসেছে একটা হতাশা, দূরাশা এবং নিরাশার ভাব। কারণ প্রতি বৎসর বৎসরই আমরা দেখতে পাই দুর্ভিক্ষের পর দুভিক্ষ হচ্ছে। তার কারণ কি ? এবারও আমরা দেখি যে প্রতিটি Sub-Divisionএ কৃষি অত্যন্ত সংকট জনক। কোন জায়গায় হয়ত সারের অভাবে, কোন জায়গায় পোকা-মাকড়ের দরুণ, কোন জায়গায় বুদ্ধিমত্তা সহকারে কৃষির চাষের অভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই যে অবস্থা তার উন্নতি করতে হলে শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় এমন কোন প্রতিষ্ঠান হয় নাই যে প্রতিষ্ঠানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। হয়ত অনেকেই আমরা ধারণা করতে পারি যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য লেম্বুছড়ায় একটা training centre আছে। তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই training centreএ যে trainee তাদের উদ্দেশ্য হলো চাকুরী করা। কৃষিক্ষেত্রে অধিক successful হওয়া বা কৃষিক্ষেত্রে অধিক উন্নতিলাভ করা সেটা তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা নয়। আমার বিশ্বাস যারা কৃষক, যার যে জিনিষটার উপর মমত্ববোধ আছে তার প্রতি তার আকর্ষণও বেশী থাকবে। এখন আমার যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি চাকুরী করব কৃষি বিদ্যা দিয়ে এবং তার বিনিময়ে যে টাকা আমার প্রাপ্য সেটা আমি পাবই, কাজ আমি বেশী করি আর না-ই করি, কৃষির ফলন বেশী হউক বা না হউক।

যে আমি চাকুরী করব, কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করব, তার বিনিময়ে যে টাকা আমার প্রাপ্য সে টাকা আমি পাবই কাজ আমি একটু কম করি আর বেশী করি, কৃষির ফলন বেশী হউক বা না হউক চাকুরীর ক্ষেত্রে যে টাকা সেটা আমি পাবই। তাহলে আমি ফিল্ডে যেয়ে আমার

শরীর নষ্ট না করলেও যতটুকু কাজ করলে চলে ততটুকই আমি করব, ট্রেনিংয়ের উদ্দেশ্য থাকবে আমার জিনিষ আমি যত বেশী উৎপাদন করতে পারব তত বেশী লাভবান হব। সে ক্ষেত্রে হতাশ হওয়ার কোন কারণ থাকবে না এবং এখন ট্রেনিজরা যে কাজ করে তার চেয়ে বেশী কাজ করবে তারা। আমার কথা হল এইভাবে একটা এগ্রিভায়াস স্কুল স্থাপন করে, একটা কেন, দরকার হলে প্রত্যেক সাব ডিভিশনে একটা করে এগ্রিভায়াস স্কুল তৈরী করে যাব। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এগ্রিকালচারিষ্ট আছেন, যারা এগ্রিকালচার করেন বা যাদের এগ্রি-কালচারের প্রতি আগ্রহ আছে তাদের ছেলেমেয়েদের, তাদের ছেলেমেয়েদের নয় শুধু ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসরেরও বৃদ্ধ যারা আছেন তাহাদেরও এই স্কুলে ভর্ত্তি করা চলে। তাদেরকে যদি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাদের বংশের গতানুগতিক যে দোষ সেটা যদি এই স্কুলের মাধ্যমে ধরে দেওয়া যায় এবং বর্ত্তমানে আমাদের সরকারের যে প্রচেষ্টা যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাযাবাদ করলে জমিতে ফলন বেশী হয় সেটা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি, এবং practically কয়েকজন ট্রেনিজও যদি কয়েকটা প্রমাণ দিতে পারে সত্যই সরকারের যে প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের যে প্রচেষ্টা তাহাতে যদি আমরা উপকৃত হই, দিন দিনই আমাদের ফলন বাড়ে, তবে নিশ্চই এগ্রিকালচারের এই ট্রেনিংএ মানুষ যোগাবেই। আমরা অবশ্য একটা কথা চিন্তা করতে পারি যে কোন ক্ষেত্রেই যদি একটা ট্রেনিং দেওয়া হয় তাহা হলে একটা প্রশ্ন আসবে আমরা ট্রেনিং দিলাম, আমাদের চাকুরী দাও। কিন্তু এই এগ্রি-কালচার ট্রেনিংএর এই উদ্দেশ্য নয়। উহার একটা Motive থাকবে বা একটা উদ্দেশ্য থাকবে। "Grow more food" তুমি তোমার ক্ষেতে যাও। ক্ষেতে যেয়ে চাষ আবাদ কর। তুমি যদি তোমার ক্ষেতে অধিক ফলন দেখাতে পার তবে সরকার থেকে তোমাকে একটা Reward দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই প্রকারের একটা motive প্রথমত সৃষ্টি করতে হবে। শুধু মনের ভাব সৃষ্টি নয় কৃষি কার্যে যেয়ে ফলন দ্বারা দেখিয়ে দিতে হবে। ঠিক আমাদের যে ব্যবস্থা, সরকারের যে ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা তা এখানে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাহলে আমরা অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হব। আমরা জানি আমাদের যে জাপানী পদ্ধতিতে চাষাবাদ ছিল সেটাতে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে অগ্রসর হইতে পারি নাই। অর্থাৎ জমিতে জাপানী প্রথায় চাষ করে অনেক ক্ষেত্রেই অধিক ফলন হয় নাই বলে কৃষকগণ জাপানী প্রথার দিকে বেশী অগ্রসর হয় নাই। কারণ আমরা মেইন রাস্তার পাশে পাশে দেখি যে কোন একটা ক্ষেতে লাইন করে লাগানো আছে, আবার তার পাশেই কয়েকটি ক্ষেতে দেখি লাইন করে লাগানো নয়। সেটা তাদের পূর্ব্ব পুরুষের নিয়ম অনুযায়ী লাগানো ক্ষেত। কিন্তু ঐ ক্ষেতে ফলন বেশী অথচ এই ক্ষেতে ফলন কম হয়। স্বভাবতই যে কৃষক, সে মনে করবে যেহেতু আমার ক্ষেতে ফলন বেশী হয় সুতরাং আমি জাপানী প্রথায় চাষ করতে যাব না। কাজেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় Traniseদের পাঠিয়ে যে জমি চাষ করানো হয়, সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে

তারা প্রায় Failure, সুতরাং আমরা এত টাকা পয়সা খরচ করে সরকারের V.L.W. থেকে আরম্ভ করে উপরস্থ কর্মচারীদের দ্বারা যে সব প্রচেষ্টা হচ্ছে তাতে এই দশ বৎসরে এমন কোন খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে না যাতে আমরা বলতে পারি যে এতে কোন সুফল হয়েছে। আমি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখেছি তাতে তারা বলেছে আমাদের যে পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে অভ্যাস, সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা তার কোনরূপ উন্নতি হয়েছে বলে তারা মনে করে না। আমি আরও বলেছি যে I.R.S. বা অন্য যে সব উৎকৃষ্ট বীজ আছে তা দ্বারাও আমরা দেখেছি যে একর প্রতি ১২০ মন পর্য্যন্ত ধান পাওয়া যায়। তার উত্তরে তারা বলেছে যে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় হয়ত নানা রকমের সার প্রয়োগে এবং যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করে এরকম ফসল উৎপন্ন করেছে। অশ্বত্থমা একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন, তিনি চক্রব্যূহের সমস্ত কিছু জানতেন, কিন্তু চতুর্দিকের আক্রমণে তিনিও নিহত হয়েছিলেন। কাজেই কোন একটা জমিতে বা সেন্টারে সরকারী কর্মচারী এবং নানা প্রকার সার ইত্যাদি দিলে সেই জায়গায় উত্তম ফসল ফলিবে তাতে সন্দেহ নাই। কথায় বলে এক মুখ যে কোন ভাবে ভরানো যায় কিন্তু শতমুখ ভরানো যায় না। একজন অতিথিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া আশীর্বাদ কুড়ানো যায় কিন্তু একশত জন অতিথিকে তৃপ্তি করানো যায় না। গ্রামাঞ্চলেও আমরা দেখেছি যে Agriculture এর দিকে মানুষের সেই রকম একটা ঝোঁক নাই, একটা অবসান যেন এসেছে আর আমরাও দিন দিন দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। Agriculture School/College গুলিতে যদি যাদের Agriculture এর দিকে ঝোঁক আছে তাদের শিক্ষা দেই এবং শিক্ষার পর তাদের বলা যায় যে তোমাদের জমিতে যদি অধিক ফসল ফলে তবে Reward দেওয়া হবে, তাহলে কৃষির ক্ষেতে একটা ঝোঁক পড়বে। আমার মনে হয় ফসলের উৎপাদন যদি বাড়ানো যায় তাহলে যারা কৃষকের ছেলে তারা কখনও চাকুরীর জন্য হাহাকার করবে না। যখন কৃষকের ছেলেরা খেতে পায় না, তখন তারা চাকুরী বা ছোটখাট ব্যবসার জন্য এগিয়ে আসে। কাজেই আমার মনে হয় ত্রিপুরার প্রত্যেক Sub-Divisionএ একটি করে কৃষি শিক্ষার স্কুল খোলার ব্যবস্থা করলে পর ভাল হবে। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখলাম।

Mr. Deputy Speaker :—Now I would call on Hon'ble Education Minister.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় যে বিষয়টির বিষয় আজ উত্থাপন করেছেন সেটি সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়।

কারণ আমাদের আজকেও খাদ্যের যে অভাব সেই অভাব আজও পূরণ হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি হয়ে এরূপ ভয়াবহ অবস্থা

বৃদ্ধি করেছে। এবং তার জন্যেই আমাদের খাদ্যোৎপাদন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় বিষয়। চতুর্থ পরিকল্পনা যে রচনা করা হচ্ছে, প্লেনিং কমিশন সেই পরিকল্পনাতে কৃষিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

কিন্তু একটি কথা সেটা মাননীয় সদস্য তার বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখ করেছেন সেটা হ'ল আজকে গ্রামের ছেলেদের কৃষি কার্য্যের প্রতি ঝোঁক কমে গেছে এবং তারা শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি এই বুঝবো, যে কৃষি কার্য্যের প্রতি প্রবনতা কমে গেছে? এর কারণ নানাবিধ। সামাজিক, অর্থনৈতিক—বিভিন্ন কারণে শহরের প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়ে যাচ্ছে। কারণ তারা দেখছে যে কৃষি কার্য্যে লাভ সেরকম হয় না। আমাদের শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করে মাননীয় সদস্য নবেশবাবু বলেছেন যে, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মানি। অর্থাৎ কৃষি কার্য্যে, বাণিজ্যে যা লাভ হয় তার অর্ধেক হয়। সেটা আমাদের দেশের কৃষকরা ঠিক এখনও বুঝতে পারছেন না।

দ্বিতীয়ত তারা যে কৃষিকার্য্য করেন, উৎপাদনের নিশ্চয়তাও তাদের মধ্যে নেই, কারণ, তাদের চেয়ে থাকতে হবে, মেঘের দিকে—কখন বৃষ্টি পড়বে। আবার বৃষ্টি পড়লে কখন বন্যা আসে। কাজেই উৎপাদনের দিক থেকেও সেই নিশ্চয়তা নেই।

সামাজিক দিকে কৃষকের শ্রমের যে মর্য্যাদা সেটাও আমরা বহু পূর্ব্ব থেকেই দিয়ে আসিনি। এবং হঠাৎ করে এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভবও নয়। এরূপ নানা কারণ রয়েছে যার জন্য কৃষকের ছেলেরা আজকে কৃষিকাজে যাচ্ছে না বা যেতে চাইছে না। তাদের ঝোঁক শহরের দিকে। সুতরাং সেটা ঠিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে দূর করা যাবে তা মনে হয় না। Introduction of agricultural education at the primary school level is not in our opinion is likely by itself to achive. The objective of inculcating a liking on agriculture as a way of life or of halting migration of rural people from the lands as is often claimed. Rural urban migration depends on the interraction of many socio-economic factors of which education is one and probably a minor one ... . The type of education as at present given in such schools often resultes in meaningless drudgery and can well issue ... ... of agriculture in the minds of young students. Adopting the rural boy whose environment is however a different matter and as we have recommended earlier can be best achieved by giving an orientation towards agriculture to the whole education system. কিন্তু ঠিক এগ্রিকালচার স্কুল করে সেটা সম্ভব হবে না। একথা এডুকেশন কমিশন বলেছেন যে, Agriculture poly-

technices will function at the Higher Secondary stage. But one of the important questions raised before us was whether or not Agriculture education should be developed at the higher primary or the lower secondary stage also we have examined this problem very carefully and have came to the conclusion that attempts to train of vocational competance in farmming, through formal schooling in Agriculture at the primary and lower Secondary lavel have failed and further efforts should be held in abeyance. Jn view, however, after words that believe that this should be done a large scale as the problem needs class examination.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা ফেইলিউর হয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও আমি বলতে পারি যে, আজকের ত্রিপুরাতে প্রাইমারী স্কুল নামটা বা জুনিয়র হাই স্কুল নামটা উঠে গেছে। জুনিয়র বেসিক আর সিনিয়র বেসিক হয়েছে। বেসিকের যে উদ্দেশ্য সেটা হল বিভিন্ন বিষয়ে। ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স দেওয়া, যেমত ক্র্যাফ্‌ট, উড্‌ ক্র্যাফ্‌ট, উইভিং, এগ্রিকালচার, এগুলো বিশেষ করে সাবজেক্ট ছিল। এর পেছনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কোদালের জায়গায় কোদাল, খন্তির জায়গায় খন্তি, চরকার জাগায় চরকা—লক্ষ লক্ষ টাকার খরিদ করে এ গরীব দেশের অর্থ নষ্ট হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হলে চলবে না। এটা ঠিক সাক্‌সেসফুল হচ্ছে না।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে অন্য কিভাবে করা যায়, তার জন্যই এগ্রিকালচার স্কুল রিকমেণ্ড না করে এডুকেশন কমিশন বলছেন যে, the same broad conclusion will be .. at the lower socondary stage also. It has been the opinion of most of the people contacted by us that the training given in institutions of farmar education does lead to vocational competance. It appears not unlikely that in a field like agriculture vocational Competency can be given in a training can be given in a period of two or three School years. অর্থাৎ ওরা বলছেন যে এই দুই তিন বৎসর স্কুলিং-এ ভোকেশানাল কম্পিটেন্সী দেওয়া যাবে বলে তারা মনে করেন না।

Farming implius hard work and mature judgment and the age group concerned thirteen plus to sixteen plus যে এজ গ্রুপটা স্কুলে পড়ে লোয়ার সেকেণ্ডারীতে ক্লাশ টেন অবধি থার্টিন প্লাস টু সিক্সটীন প্লাস, is neither physically nor mentally prepared for this. We also think that......at an early age is not as all desireable Nor are we convinced that the narrow in vacational training is the best use that could be made of school time.

এখন মূল জিনিষটা কি ? মূল জিনিষটা এই যে, আমাদের এগ্রিকালচারকে যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে করতে হয় তাহলে সায়েন্স সম্বন্ধে সাইনটিফিক নলেজ সম্বন্ধে একটা বেসিক নলেজ দরকার। সেই জন্যই বলেছেন যে মূল দরকার হলো আমাদের সাইনটিফিক নলেজ। সেই জন্যই We recommend therefore that the period which can be spent in school should be utilised in importing a sound general education with particular emplasins on mathematics and the sciences. This we feel will be the best preparation for coping with the rapid changes that are bound to characterise our agriculture in the future. It is because of these and other considerations that we have been unable to endorse the organisation of formal courses in the schools for educating the primary producer. সুতরাং তারা বলেছেন যে, টিনি বয়সটাতে ঠিক ফার্মিং বা একটা সেপারেট সাবজেক্ট এগ্রিকালচার, করাটা ঠিক নয়। কারণ এগ্রিকালচারে একচ্যুয়েলী খুব হার্ড ওয়ার্ক এবং মেচ্যুর্ড জাজমেন্ট দরকার হয়। মডার্ণ এগ্রিকালচার করতে হলে, প্রথমে একটা প্রাথমিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে দরকার। সেই জ্ঞানটাকে with special reference to the rural environments, agriculture সেটা দেওয়া উচিত। এবং পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এগ্রিকালচারেল পলিটেকনিক তারা রিকমেণ্ড করেছেন। আমাদের এখানেও পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট আছে সেখানে যেমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং শেখানো হয়, তারপর মেকানিক্যাল নানা রকম বিষয় শেখানো হয় ঠিক সেভাবে এগ্রিকালচার পলিটেকনিকও তারা রিকমেণ্ড করেছেন কিন্তু এগ্রিবায়াস স্কুলের জন্য কোন রিকমেণ্ডেশন করেন নি। তারা বলছেন "We feell therefore that the proposal for setting up a large number of junior agricultural schools present several difficulties and may fail to achieve its stated objectives. We recomended that it should be amended.

সুতরাং তারা বলেছেন যে স্কুল পর্য্যায়ে ঠিক ঐ ভাবে না করে প্রথম তাদের দেওয়া দরকার বিজ্ঞান এবং অঙ্ক, যাতে তাদের একটা fundamental basis foundation হয়, agriculture সম্বন্ধে একটা moderation করবার যে পদ্ধতি সেটাকে আয়ত্ব করার জন্য তারা যাতে একটা basis পায় তার জন্যই Education Commission সেটা recommend করেছেন। কিন্তু ঠিক agri-bias বা agricultural স্কুল করেননি। দেখা যাচ্ছে সেই স্কুল ভারতবর্ষের যত জায়গায় হয়েছিল প্রায় সব জায়গাতেই failure. আমাদের এখানেও দেখছি বেসিক ট্রেণিং নামটা হল হাতে কলমে কাজ শেখানো, কেউ হয়তো Agriculture নিচ্ছে, কেউ হয়তো weaving নিচ্ছে কেউ হয়তো পশুপালন, দু'টো করে নিতে হয়। দেখা যাচ্ছে

এটা ঠিক successful হয়নি। ত্রিপুরাতে বেসিক ট্রেনিং এর পেছনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কাজেই Agri-bias স্কুলে এমনই করে একটা প্রচুর অর্থ ব্যয় করা ঠিক হবে না। বরং Education Commission যে recommendation দিয়েছেন তার experimentটা কি হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার। অন্য জায়গায় ঠিক এই experimentটা আমাদের মত successful হয়নি। সারা ভারতবর্ষেও এই basic training ব্যাপারে successful হয়নি। এখন যেভাবে তারা recommendation করেছেন সেটা কি রকম কার্য্যকরী হয় তা না দেখে আমাদের মত দরিদ্র দেশে অযথা অর্থ অপব্যয় করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের agricultureকে modernise করতে হবে। Modernise শুধু মুখে বললে হবে না, সদরের কোন কোন জায়গায় দেখা গেল যে কৃষকেরা তাইচুং cultivation করেছে, chemical manureও দিয়েছেন, কিন্তু ঠিক সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় ধান গাছগুলি শুকিয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে, আমার জমিতেও এই হয়েছে, কারণ irrigation এর system নাই। আবার যদি flood আসে, এমন flood হবে যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে কৃষিকার্য্যে উৎপাদনের সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, অথবা যেখানে অর্থ নৈতিক stabilityও নাই সেখানে agriculture এর ঝোক বাড়ানো সম্ভব নয়। প্রথম দরকার তাদের সেদিকে আকর্ষণ করা এই সমস্ত সুযোগ দিয়ে, তারপর তখনই দেখা যাবে মানুষ automatically agriculture নিচ্ছেন। যখন নাকি drought হয়, তখন দেখবে যে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ফসল নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই আবার যখন দেখবে যে অধিক বৃষ্টি হওয়া সত্বেও বন্যা রোধ করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বন্যায় ফসল নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, এই সমস্ত নিশ্চয়তা যখন থাকবে, এবং যখন দেখবে তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের দামও যথেষ্ট বাড়ছে তখনই তারা আকৃষ্ট হবে এবং কৃষিকার্য্যের দিকে ঝোক যাবে। শুধু মাত্র শিক্ষা দিয়ে তার দিকে ঝোক আনা যাবে বলে মনে হয় না, আমরা শিক্ষা দিয়েছি লেম্বুছড়াতে আমাদের farmers training institutionও আছে, দেখা যাচ্ছে যে তারা এই ট্রেনিং পাওয়ার পর, আমি suggest করেছিলাম একটা agricultural polytechnic করা যায় কিনা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা education dept. এর আওতায় নয়, এটা agriculture dept. এর আওতায়। সুতরাং আমি suggest করেছিলাম যে এটাকে agricultural polytechnic করা যায় কিনা। দেখা গেল যে লেম্বুছড়ায় যে farmers training স্কুলটা রয়েছে তার যে অভিজ্ঞতা তার থেকে agriculture dept. বলছে যে এখানে তা কার্য্যকরী হবেনা। আরও un-employment বাড়ানো হবে। এটা না করে আমাদের অবস্থাটা আরও পর্য্যবেক্ষন করা দরকার। কাজেই তাদের অভিমত পাওয়ার জন্য আমি আর এদিকে জোর দেই নি। আমরা experiment করতে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমরা কোন সফলতা পাইনি। সুতরাং আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে একটা

scheme হাতে নেওয়া উচিত হবে না। মাননীয় সদস্য Agri-bias স্কুলের কথা বলেছেন। আমরা আপাতত agricultural course তিনটি স্কুলে খুলেছিলাম, একটি বগাফা আশ্রম স্কুল, নবগ্রাম হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং বিশ্রামগঞ্জ হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। সেকেণ্ডারী stageএ এটা কি রকম কাজ করে সেটা আমরা এই তিনটি স্কুলে experiment করতে পারি। experiment করে যদি successful হয় তাহলে আমরা আরও দু'টি স্কুলে বাড়াতে পারি কিন্তু এটা না দেখে অযথা প্রত্যেক Sub-divisionএ একটা দুটো করে স্কুল করলে পরে অর্থের অপব্যয় হবে, কাজেই এটা করা উচিত হবে বলে মনে করি না। তাই আমি মাননীয় memberকে বলব যে তিনটি agricultural stream খোলা হইয়াছে, সেগুলি কি রকম কাজ করেন তারা যেন নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই দিক দিয়ে যে কোন রকম সহায়তা উনারা আমার কাছ থেকে চাইলে আমি নিশ্চয়ই দিব। সেটার কি পরিণতি হয় সেটা দেখে তারপর যেন আমায় কিছু একটা ঠিক করে, আমাদের অর্থের অভাব, যে পরিমাণ অর্থের আমাদের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ আমরা পাইনা। যে সামান্য অর্থ আমরা পাই সেটা যাতে অপব্যয় না হয়, সেই অর্থটা যাতে কাজে লাগে সেদিকে আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব তারা যাতে আর কিছু কাল অপেক্ষা করেন, কারণ মুদালিয়া কমিশনের যে রিপোর্ট সেটাতে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না কোঠারী কমিশন যে recommenadtion করেছেন সেই recommendation অনুযায়ী আবার কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে কি পর্যন্ত দাড়ায়। আমি মনে করি তারপরই একটা চূড়ান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে। তাই আমি মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করব আমরা যে তিনটি স্কুলে experiment আরম্ভ করেছি বগাফা, নবগ্রাম এবং বিশ্রামগঞ্জ, তিনি যেন সেটা পরীক্ষা করেন, তারপর যদি প্রয়োজন হয়, পরে যদি সেটা snccessful হয় তাহলে এ জাতীয় resolution দেওয়া যাবে। আপাতত এই Resolutionটাকে প্রত্যাহার করার জন্য আমি অনুরোধ করব।

SARI JATINDRA Kr. MAJUMDER :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আলোচনার পর আমার উপসংহারের বক্তৃতা রাখার পূর্বে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন অর্থের অভাব ইত্যাদি। এটা অত্যন্ত সত্য কথা, এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন বগাফা, বিশ্রামগঞ্জ, নবগ্রামে agriculture stream করা হয়েছে, সেগুলি successful হয় কিনা তা দেখে—আমার প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করবেন। তিনি তার আগে একটা কথা উল্লেখ করেছেন agriculture politechnic এর কথা। সেই politechnic হল, কেমন কথা। সেটা হল যে High Education পেয়ে আবার Agriculture সম্বন্ধে শিক্ষা করা, সেটা ভাল কথা। কিন্তু সব ছেলে মেয়েরাই কি এই Politechnic এ পড়ার সুযোগ পাবে কিনা বা পেলে পরেও কি মনের ইচ্ছা থাকবে যে তার Politechnic পড়ার পরে একটা চাকুরী

পাবে। বড় দরের চাকুরী, গাড়ী পাবে, রাস্তা থেকে নির্দেশ দিতে পারবে ছোট ছোট কর্মচারী দিগকে এই এই বেশী আশায় Polytechhic এ শিক্ষা পাওয়ার পরআর কি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কথাটা ছিল এই, প্রকৃত কৃষকের ছেমে যারা, গ্রামের ছেলে মেয়ে, যার, তাদেরকে Agriculture বিষয়ে শিক্ষিত করতে হবে। বাঘের বাচ্চাকে বাঘ তৈয়ার করতে হবে। বাঘের বাচ্চাকে শিয়াল তৈরী করতে আমি বলি নাই,আমি বলেছি বাঘের বাচ্চা যারা কৃষক তারা হল আমাদের মেরুদণ্ড, তারা হচ্ছে আমাদের বাঁচার পথে সহায়ক। যারা চাকুরী করে, যারা অন্য জায়গায় শ্রম করে Industry-তে কাজ করে, জমি জমা যাদের নেই, অন্যত্র যারা খাটে, কৃষকরা তাদেরকে বাঁচাবর সহায়তা করছে। তাদেরকেই আমি বলছি, তাদের যে প্রচেষ্টা তাদের যে আগ্রহ তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যেই সেইরকম আগ্রহ, সেইরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ পরিবেশীত করা, এবং মনোভাবের সৃষ্টি করা, সেই কথাই আমি বলছিলাম। আর একটি কথা Basic Education সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীজি জাতীর জনক তিনি উহা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। তার ইচ্ছা অত্যন্ত ভাল, বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্তু যে সমস্ত Junior Basic School এর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে প্রাইমারী, হই এই সমস্ত নেই। এখন Juniar Basic, Senior Basic ইত্যাদি, কিন্তু যারা ট্রেনিং নিয়ে এসে Craft Traning যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করলেন যে কারপেন্ট্রি, উইভিং, এগ্রিকালচার ইত্যাদি তার। এসব ট্রেনিং নিয়ে কতটুকু বা নিজেরা শিখে এবং শিখে নিয়ে অন্যদেরকে শিখাতে পারেন। সেটা একটা চিন্তার বিষয়। আমি উহা বলতে চেয়েছিলাম যে উহাও একটা হতে পারে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে Matured না হলে পরে অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের কি শিক্ষা দিবে। Agriculture, কিভাবেই বা মাথাতে ঢুকবে। কিন্তু খুব শিক্ষিত হয়ে খুব বড় বড় অঙ্ক যদি শিখে তা হলে অঙ্কের দ্বারা আর ফল বেড়োবে না। ফলনও বাড়বে না।

তা আজ প্রতিটি প্রস্তাব ছোট থাকতেই তার জন্মের কিছু দিন পরেই ৫ কি ৬ বৎসরের সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় মগজে তার বুদ্ধিমত্তার মধ্যে তার চিন্তাশক্তির মধ্যে যদি আজকে কৃষিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে সে বড় হয়ে উচ্চ শিক্ষিত হলে পরেও তার লক্ষ্য থাকবে যে শুধু চাকুরী নয়, তার লক্ষ্য থাকবে তার নিজেকে বাঁচানো, পরিবারকে বাঁচানো এবং সমগ্র দেনাকে বাঁচানোর পরিপেক্ষিতে অংশ গ্রহণ করা, এই থাকবে তার লক্ষ্য। এই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে, দেখতে হবে, যখন একটি ছেলে ক্লাশ I এ পড়ে তখন তাকে যদি বলা যে Antibiotic Medicine apply করলে পড়ে জমির রোগ, অমুক রোগ সেরে যাবে তার মগজে উহা ঢুকানো শক্ত, অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু সেই ছেলেটিকে যদি এইরূপ শিক্ষা তখনই দেওয়া হয় যে প্রথমত এই কপি গাছ আছে, এই স্কুলের সম্মুখে যে গারডেন আছে সেগুলিতে একটু জল দিতে হবে। উহা গেল 1st stage, তার শক্তিই-বা কতটুকু, চিন্তাই-বা কি করতে

পারবে কি করতে হবে ; এইটুকু অন্তত সে করতে পারবে। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর সময়েতে তাকে যদি বলা হয় যে জল দেবে সঙ্গে সঙ্গে নিরীও দেবে তখন সে পারবে। কৃষকের বংশগত Heriditary আছে সেখানে বংশানোক্রমে যারা কৃষক তাদের ছেলেদের রক্তের মধ্যে সেই কৃষির কিছুটা জ্ঞান থাকবে। তারপর তৃতীয় শ্রেণীতে যদি বলা হয় যে নীরি দেবে, জল দেবে এবং রক্ষা করার জন্য বেড়া ইত্যাদি দিতে হবে, বিশেষ করে অন্য ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এই ভাবে যদি আস্তে আস্তে কৃষির মধ্যে সে তার মনকে পরিবেশিত করা যায়, সুষ্ঠভাবে গঠন করা যায় তা হলে চাকুরীর দিকে নজর সকলেরই যাবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ তখন সে কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে যাবে। কৃষির সঙ্গে তার সামনে আর একটি জিনিসও আছে এরূপ জিনিস যার দ্বারা সে উন্নত হতে পারবে। কৃষি পণ্য বিক্রি করে সে তার পরিবার এবং বংশধরদের মানুষ করতে পারবে। তাই আমি বলছি শুধু matured হলে পরে, একবার পরিপূর্ণ বয়স আসলে পরেই কৃষিকাজ শিখতে পারবে। তা না হলে পারবে না। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। যা হক তথাপি ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে আমাদের বগাফা, নবগ্রাম এবং বিশ্রামগঞ্জ যে সমস্ত Stream খোলা হয়েছে সেগুলি পরীক্ষামূলক ভাবে দেখে Successful না হলে পরে এ সব বিষয়ে চিন্তা করবেন, ভেবে দেখবেন, তা অত্যন্ত ভাল কথা। তাই এর মধ্যে আমি আর একটি কথা রাখতে চাই যে পরীক্ষা করতে করতে ২০ বৎসর আমাদের চলে যাচ্ছে। এটা আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখতে হবে। পরীক্ষা এবং সমীক্ষার অবশ্য দরকার। পরীক্ষা না হলে পরে আমরা নূতন নূতন পদ্ধতিতে যেতে পারিব না।

একথাও ঠিক। কিন্তু পরীক্ষা করে কি দেখা গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এইবারই যখন আনারস করা হয় Improved Method এ, আমি নিজেও একজন কৃষকের ছেলে, আমি নিজেও করেছি। আমি দেখলাম এ প্রকার রোগ দেখা দিল। প্রথম থেকেই আমি জানি, কিছু কিছু শুনে Literature পড়ে ও আমি দেখেছি পরীক্ষামূলক ভাবে ও আমি দেখেছি তাই আমি প্রথম থেকেই Preventive measure নিলাম। আগে পোকা ধরেনি কোন দিন। ক্ষেতের চারিদিকে পোকার ঔষধ দিয়ে দিলাম আগেই। এর পর আগাছা বাছালাম। এবং এর পরে গাছগুলি ছেটে দিলাম। টুটু আমি নিয়ম পালন করলাম। সুন্দর Growth বেশ ভাল হল। জলের ব্যবস্থা আছে, জল দিতে থাকলাম। একবার শুকিয়ে নেই আবার বলে দেই। অসুবিধার কোন কারণ নেই। কিন্তু দেখা গেল একটা রোগ দেখা দিয়েছে। কিরূপ? দেখি চিন্তা করে আর কোন উপায় নেই। Refer করলাম Department এ। V. L. W তে জিজ্ঞেস করলাম। উনারা চিনেন না। তারপরে Agriculture Extension Officer কে বললাম তিনি ও চিনেন না। এরপর Central Zone যিনি আছেন তিনি সদল

বলে গিয়ে দেখে আসছেন। তারপর আস্তে আস্তে পরীক্ষা এখনো চলছে। তারপর উনাদের কথামত কত কি যে দিলাম। কিন্তু সেই রোগের হাত থেকে এখনো মুক্তি নেই। পরীক্ষা এখনো চলছে। আমি তো সেই ধান কেটে, তা খেয়ে হজম করে সশরীরে এই বিধান সভায় উপস্থিত আছি। এর পরেও পরীক্ষা চলছে। এইভাবে পরীক্ষা করা ঠিক এ কথা আমি মানি। সমীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফল যদি আমরা কার্য্যত দেখাতে না পারি Preventive meature যদি না দিতে পারি তাহলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ গিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা আমরা দিন দিন পিছিয়ে যাব। নিরাশ্রয় হয়ে যাব আমরা—আমি নরেশ বাবুর কথা বলছি তার ভাষা দিয়ে কৃষকরা নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। তার পাশে Demonastration যে Plot সেই Plot এ ভাল চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ভাল ফসল হয়নি। তার পাশে আর একটি জমি পুরানো পদ্ধতিতে চাষ করে ভাল ফসল পাওয়া যাচ্ছে। কৃষকের মনে উৎসাহের পরিবর্তে সেখানে আসবে নিরুৎসাহ, সেখানে আসবে ভগ্নোৎসাহ এবং তার ফলে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা দিন দিন ভেঙ্গে পরবে। স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা আমরা আস্তে আস্তে অসম্পূর্ণতার দিকে এ গিয়ে যাব। তথাপি এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণ বিস্তারিতভাবে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং মাননীয় সদস্যগণ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নানা প্রকার Suggestion রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বলেছেন এবং তাঁরও চিন্তা আছে। কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপাততঃ যেভাবে পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে তাতে যদি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তা হলে Agribias School এর প্রবর্তন হতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাবটি করলাম।

Mr. DY. SPEAKER :— Now the question before the House is that the resolution moved by Sri Jatindra Kr. Majumder that the leave of the House to with draw the same be granted.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voices—'AYES'

As many as are of Contrary openion will please say—'Noes'

I think, Ayes hove it, Ayes have it.

The leave is granted. The House stands Adjourned till 11 a.m. on Thursday the 9th Feb. 1969

UNSTARRED QUESTION NO. 354.
BY SHRI BIDYA CHADRA DEB BARMA

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৬৮ সাল পর্য্যন্ত মোট কয়টি বেসরকারী (ক) প্রাথমিক স্কুল ও (খ) S. B. or J. H. School সরকারের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া এখনো সাহায্য পাইতেছেন না তাহাদের নাম।

২। ইহাদের মধ্যে উপজাতীয় এলাকায় স্কুল কয়টি।

৩। ইহাদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন।

৪। ইহাদের মধ্যে ৫ বৎসর অধিককাল যাবৎ পরিচালিত হইতেছে এমন স্কুলের নাম।

ANSWER

১। [ক] প্রাথমিক স্কুল :— (১) নক্সীরায়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোয়াই। (২) বেলফারবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর "খ"। (৩) কড়ইমুড়া একাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ, সদর "খ"।

[খ] S. B. or J. H. School :— (১) রতনপুর জুনিয়র হাই স্কুল, খোয়াই।

২। [ক] (১) নক্সীরায়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোয়াই। (২) বেলফাংবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর "খ"।

[খ] (১) রতনপুর জুনিয়ার হাই স্কুল, খোয়াই।

৩। Grant-in-aid এর নিয়ম অনুযায়ী সর্ত্তাদি পুরন করিবার অবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত কোন বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

৪। (১) রতনপুর জুনিয়ার হাই স্কুল, খোয়াই।

UNSTARRED QUESTION NO. 709.
BY SHRI GHANASYAM DEWAN, M.L.A.

QUESTION

Will the Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় সমস্ত টি, ডি, ব্লকগুলি সার্ভে করা হইয়াছে কি ? হইয়া থাকিলে কোন কোন ব্লকে কোন কোন বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পাইবার দাবী রাখে ?

ANSWER

১। হাঁ; প্রতি ব্লকেই কৃষির উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনাগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 6th Feb, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 6th February, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaeker in the Chair, the Chief Minister, Four Ministers, Dy. Speaker, Dy. Minister and Twenty Two Members.

QUESTIONS

MR. SPEAKER :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Bajuban Riyan.

SRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাইছি আজকে এ্যাসেম্ব্রী সেশন শেষ হচ্ছে কি না ?

MR. SPEAKER :—Yes.

SHRI BAJUBAN RIYAN :—Question No. 410.

SHRI S. L. SINGH :—Question No. 410 Sir.

প্রশ্ন

চলতি বৎসরে অমরপুর মহকুমায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা) ফলে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাপ কত ? ও ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ সরকার হইতে কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাইয়াছেন ?

উত্তর

ক) ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩১,০০,০০০ টাকা।

খ) এতদ্ব্যতিত নিম্নলিখিত কৃষি এবং দাদন লোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল :—১) কৃষি লোন—২৫,০০০ টাকা।

২) দাদন লোন—২০,০০০ টাকা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কৃষি লোন এবং দাদন লোন যে সব এলাকায় বন্যায় ক্ষতি হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকার লোক পেয়েছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি ঋণ, অমরপুর মহকুমায় ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে, তাদেরকে সেটা দেওয়া হয়েছে। ২৫,০০০ টাকা কৃষিলোন দেওয়া হয়েছে, এবং ২০,০০০ টাকা দাদন লোন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ২৫,০০০ টাকা কৃষিলোন এবং ২০,০০০ টাকা দাদন লোন কোথায় দেওয়া হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট এলাকার নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তদন্তের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—প্রত্যেক পরিবারে কত করে দাদন লোন দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—২০,০০০ টাকা ৯১৩ জন লোককে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এক এক জনকে কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে, সেটা ১০ টাকা না ২০ টাকা না ৫ টাকা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ৯১৩ জনকে ২০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। একজন লোক কত পেয়েছে সেটা ভাগ করলেই বুঝা যাবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা ভেরী করতে পারে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি জেনারেলের কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোশ্চান নাম্বার ৪৩৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৪ স্যার।

QUESTION

a) Is there any contemplation of the Govt. to erect flood protection bound at Sulanala near Pecharthal and at Saydabari to Natingcherra undr Kailashahar Sub-Division.

b) If so, when will the Govt. under take to do the work ?

ANSWER

a) Yes.

b) After necessary investigation is completed and funds for the schemes are allotted observing all the codal formalities.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটার ইনভেষ্টিগেশন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি টাইম বলতে পারব না, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি ৭।১১।৬৭ এর একটা চিঠির দ্বারা জানতে পারলাম যে—Bund at Sulanala near Pecharthal—The preliminary investigation and survey has been completed and technical feasibility established. The detail survey being taken up, and Bund at Saydabari to Natingcherra—the detail survey and investigation has been completed and drawing of estimate is under preparation. এর পর আর কতটুকু কাজ প্রগ্রেস করেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এ কাজ যতটুকু প্রগ্রেস করেছে, সেটা আপনি তো বললেন। তার, পর কি হয়েছে বলার উপায় নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি এক বছর আগের কথা বলেছি। তারপর কতটুকু প্রগ্রেস করেছে, সেটা জানতে চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এরপর বলার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এখানে আগেই বলেছি—After necessary investigation is completed and funds for the schemes are allotted observing all the codal formalities, the Government will undertake to do the work.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি পরম্পর জানতে পারলাম, সায়দাবাড়ী টু নাটিংছেড়ার জন্য ৪৩,০০০ হাজার টাকার এষ্টিমেট হয়েছে এবং সেটা তিন মাস আগে হয়েছে, কাজ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী এস. এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে—if fund is available, the work will be taken up.

Mr. SPEAKER :— Shri Nishikanta Sarkar.

SHRI NISHIKANTA SARKAR :— Question No. 451.

SHRI S. L. SINGH :— Question No. 451 Sir.

প্রশ্ন

১) অমরপুর হইতে নুতন বাজার পুর্ত্তবিভাগের রাস্তা কোন সনে আরম্ভ হইয়াছে ?

২) রাস্তা শেষ হওয়ার মেয়াদ কবে ছিল ?

৩) এবং ঐ রাস্তার estemate কত টাকা ছিল ?

উত্তর

১) অমরপুর কাওয়ামারা ঘাট অংশ ১৯৬৪ ইং সনের জুন মাসে এবং কাওয়ামারা ঘাট নুতন বাজার অংশ ১৯৬৮ সনের আগষ্ট মাসে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

২) অমরপুর কাওয়ামারা ঘাট অংশের কাজ ১৯৬৫ ইং সনের মার্চ্চ মাসে এবং কাওয়া-মারা ঘাট নুতন বাজার অংশের কাজ ১৯৬৯ ইং সনের জুলাই মাসে শেষ হওয়ার কথা।

৩) অমরপুর কাওয়ামারা ঘাট অংশ অমরপুর চেলাগাঙ্গ জলায়া রাস্তার এষ্টিমেটের অন্তর্ভূক্ত সুতরাং এই অংশের জন্য আলাদা এষ্টিমেট তৈরী হয় নাই।

কাওয়ামারা ঘাট-নূতনবাজার অংশের এষ্টিমেট ২,৫০,০০০ টাকা।

শ্রীবজুবন রিয়াং ঃ এই রাস্তাগুলির বর্ত্তমান অবস্থা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— বর্তমানে যেগুলি মেটেল্ড আছে, সেগুলি অল ওয়েদার রোড, আর কতকগুলি, যেগুলি নন-মেটেল্ড আছে, সেগুলি ফেয়ার ওয়েদার রোড।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই যে অমরপুর কাওয়ামারা ঘাট এবং কাওয়ামারা ঘাট টু নতুন বাজার, এই রাস্তা করতে কত বছর সময় লাগবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— এটা অনেকটা নির্ভর করছে, আমাদের প্ল্যানের টাকা প্রাপ্তির উপর। অর্থের বরাদ্দ যদি কম হয়, তাহলে কাজ শেষ হতে দেরী হবে।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে এই যে টাকা আছে, তাতে এই অবস্থায় যে টেণ্ডার কল করা হচ্ছে এবং কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত হচ্ছে এই কাজটা এ টাকার মধ্যে হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ অর্থ থাকলে ব্যয় হবে, কারণ অর্থ থাকলে আজকাল রাস্তাঘাট হবে, আজকে সেই এষ্টিমেট যখন হবে সেই অনুযায়ী কন্ট্রাক্টর যদি নিযুক্ত করা হয়—আগে ৩০ পারসেন্ট এবং ৫০ পারসেন্ট লয়েষ্ট হতে পারে, এখন দেখা যায় যে হায়ার দেন সিডিউল্ড অতএব টাকা থাকলেও সেই কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, এই সমস্ত পরিবেশের সাথে সাথে সেখানে পুল ইত্যাদি করতে হবে, সেখানে ব্রীক থেকে আরম্ভ করে অনেক জিনিষ আনতে হয়, তার দামও অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। অতএব সেখানে যদি এষ্টিমেট থাকেও তবে সেটা খরচ করা সম্পুর্ণ অসম্ভব হয়ে পরে। আর কতগুলো আছে ইমার্জেন্সীর কাজ, সেগুলিও আমাদের হাতে নিতে হয় যেমন—বর্ডার রোড ইত্যাদি সেই সমস্ত থাকলে পরে আমাদের এ' কাজগুলি প্রথমে এবং প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এই রাস্তায় এখনও কাজ চলছে, সেখানে এখনও লেবার নিযুক্ত আছে ?

শ্রী এস, এল সিংহ ঃ— নিশ্চয় চলবে, যতদিন করতে হবে ততদিনই চলবে। আমি বলেছিলাম যে এই সমস্ত অবস্থা আসতে পারে কারণ কত বছর লাগবে সেটা পরিবেশের উপর নির্ভর করবে এবং সেই পরিবেশের মধ্যেই কাজ করতে হবে। অতএব কোন টারগেট টাইম বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ— এই রাস্তার যে এষ্টিমেট সেই এষ্টিমেটে কাওয়ামারা ব্রীজ এবং নতুননগর ব্রীজ গোমতীর উপর যে গুলি করার কথা আছে তা ধরা হয়েছে কিনা. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

মিঃ স্পিকার—শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৩।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর বিভাগের কাকড়াবন হইতে বিলোনীয়া বিভাগের বড় পাথারী পর্য্যন্ত প্লেন এবং যে রাস্তাটি হওয়ার কথা ছিল তাহা কি পরিত্যক্ত হইয়াছে ?

২। না হইয়া থাকিলে তাহা কবে পর্য্যন্ত হইবে ?

উত্তর

১। চতুর্থ পরিকল্পনায় নূতন কাজের চূড়ান্ত তালিকা এখনও তৈরী হয় নাই।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীএরসাদআলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই রাস্তার জন্য কোন সনে অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছিল—চতুর্থ পরিকল্পনায় বা তার আগে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ?

SHRI S. L. SINGH —The construction of the road from Kakraban to Barapathari via Mirza was taken up and included in the Fourth Plan. Accordingly the survey operation to the allignment was completed and an estimate was prepared and sent to the Govt. of India for obtaining the sanction. The total estimate for the road was Rs. 21,55,000/-. In view of our plan fund curtailment by the Planning Commission, it may be

necessary to ommit the work as proposed from the Fourth Plan and after making provision for other important works.

MR. SPEAKER—Shri Promode Rn. Dasgupta.

SHRI PROMODE RN. DAS GUPTA—Starred Question No. 528

SHRI S. L. SINGH—Starred Question No. 528.

QUESTION

1) Whether any petition from the people of Simna under Simna T. K. Pargana, Bamutia, Sadar, Tripura has been made to the Chief Commissioner, Tripura on the partial remission of the revenue on 16. 12. 68.

2) If so, the reason or reasons given for the partial remission.

3) Whether the Govt. is prepared to consider their prayer.

ANSWER

1) Yes.

2) That the Government of India has declared the cntrie Tripura as Natural Calamity affected area ;

that due to Survey & Settlement Operation, collection of revenue had been in suspension for a long period resulting in accumulation of arears of revenue ;

that 'aman' crops were damaged just before harvest due to flood, attack of pests and draught during 1968.

that use of medicine from the Department of Agriculture on 'aman' plantation proved fruitless and

that due to the above reasons there will be not more than 1/3 of the normal production.

3) The petition is under enquiry.

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Starred Question No. 643.

SHRI S. L. SINGH :—Starred Question No. 643.

QUESTION

1, Whether it is a fact that the Bus Syndicate is taking higher fare than the fare fixed by the Govt. for different long routes of Tripura ;

2. If so, from which year and under what authority they are doing so :

3. And, what action the Government has taken to stop this collection of higher fare from the passengers.

ANSWER

1. No such case reported to Government.
2. Does not arise
3. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে বাস সিণ্ডিক্যাট থেকে ভাড়া ঠিক করা হয়, না ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি ঠিক করে দেন না বাসের যারা মালিক তারা ঠিক করেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে সরকার থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে বর্তমানে বাস সিণ্ডিক্যাট থেকে পার মাইল হিসাবে যে ভাড়া লওয়া হয়, তা বাসের মালিকেরা ঠিক করেন, সরকার থেকে ঠিক করে দেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ —নো, ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্তমানে বাস সিণ্ডিক্যাট থেকে যে ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, এটা পার মাইল বা পার কিলোমিটার কত করে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ওয়ান্ট নোটীশ, স্যার ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২

শ্রীএস, এল, সিংহ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৩২ !

প্রশ্ন

১। সদর বিভাগের গান্দাই বাজারের নিকট ঘোড়ামারা নদীর উপর জলসেচের বাঁধ দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ করা হইবে ?

৩। এই বাঁধ দেওয়ার পর কি পরিমাণ জমিতে জল সেচ দেওয়া যাইবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। গত ৩১/১২/৬৮ ইং তারিখে কন্‌ট্রাক্টরকে কাজ আরম্ভের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে প্রয়োজনীয় জমি স্থানীয় অধিবাসীদের দান করার কথা ছিল; কিন্তু 'এ' জমি পাইতে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়ায় কাজ আরম্ভ করা যায় নাই। সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং জমি পাওয়া মাত্রই কাজ আরম্ভ হইবে।

৩। প্রায় ৬৮·২৭ হেক্টার।

MR. SPEAKER—Shri Suresh Ch. Choudhury.

SHRI SURESH CH. CHOUDHURY—646.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, Question No. 646.

প্রশ্ন

১। বিলনীয়া বিভাগের জোলাইবাড়ী মৌজার নাল জবরদখল কৃত কোন ভূমি দখলকারকে বন্দোবস্ত দিয়া নজর আদায় করা হইয়াছে কি না?

২। যে সকল নাল জবরদখল কৃত জমি খাস বলিয়া দখলকারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে পূর্ব জরিপের নকসা খতিয়ান অনুসারে খাস কিনা দেখা হইয়াছে কিনা?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

MR. SPEAKER—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

SHRI RABINDRA CH. DEB RANKHAL—711.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, Question No. 711.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় পানীয় জলের সুবিধার্থে কতকগুলি পাতকুয়া বা রিংওয়েল খনন করা হইয়াছে?

২। ঐ পাতকুয়া বা রিংওয়েলের মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত?

৩। ঐ পাতকুয়া বা রিংওয়েল যাহা অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা কত?

৪। ৩নং প্রশ্নে বর্ণিত অকেজো রিংওয়েল বা পাতকুয়াগুলি খনন করিবার জন্য সরকারের কত খরচ হইয়াছিল?

উত্তর

১। ৭৯টি।

২। ৯,৮০,০০০ টাকা।

৩। ৪৪টি।

৪। ১,০০,০০০ টাকা।

MR. SPEAKER—Shri Monoranjan Nath.

SHRI MONORANJAN NATH—Question No. 559.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, Questton No. 559.

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর সাব ডিভিসনের পানিসাগর হইতে শৈলেন বাড়ী পর্য্যন্ত সড়ক ও এস্ পি, টি, ব্রীজ কখন হবে ?

খ) উক্ত পানিসাগর হইতে শৈলেনবাড়ী সড়ক পুল (এস পি, টি, ব্রীজ) এর কোন এষ্টিমেট হয়েছে কি ? যদি না হয়ে থাকে কারণ কি ?

গ) বিগত ৩।৭।৬৭ ইং—একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (নদার্ণ ডিভিসন) এস ডি, ও, (পি, ডব্লিউ ডি) কে উক্ত সড়ক ও পুলের এষ্টিমেট প্রস্তুত করার জন্য কোন নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন কি ?

উত্তর

ক) খ) ও গ) গত ১৪-১২-৬৭ তারিখে ৫২৮ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছিল যে এই রাস্তা ও কাঠের শক্ত পুল নির্মাণের এষ্টিমেট তৈরী করার জন্য এস্ ডি, ও কে দেওয়া একজিকিউটিভ ইঞ্জনীয়ারের নির্দ্দেশ নথিভুক্ত ছিলনা। প্রশ্নের আলোচনা কালে জানা যায় যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ায় এরূপ একটি চিঠি এস, ডি ও কে লিখিয়াছিলেন। ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট অফিসারের গোচরে দেওয়া হয় এবং পরে প্রকাশ পায় যে তদানিন্তন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ৩,৭,৬৭ইং তারিখে নিজে বলিয়া (Through his Dictation) এরূপ একখানা চিঠি দিয়াছিলেন। উক্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ৭-১০-৬৭ তারিখে অন্যত্র বদলী হইয়া যান। তাহার পরবর্ত্তী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এই চিঠি সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। এই চিঠির অনুলিপি অফিসের কাগজপত্রেও ছিলনা। বিষয়টি তাহার গোচরে আসিলে তিনি তাহার এস, ডি, ও দ্বারা এই রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১,৫৫,৩৩৫ টাকার একটি এষ্টিমেট তৈরী করাইয়া ছিলেন। রাস্তাটি আনুমানিক তিন মাইল দীর্ঘ। অন্যান্য জরুরী কাজের চাহিদা মিটাইয়া এই রাস্তার জন্য টাকার সংস্থান করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এই রাস্তাটি পায়ে চলার উপযোগী রাস্তা হিসাবে উন্নয়ন করার জন্য

১৯৮০০ টাকার একটি সংশোধিত এষ্টিমেট তৈরী করেন। এই এষ্টিমেট এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। টাকার সংস্থান হইলে এবং বিনামূল্যে জমি পাওয়া গেলে কাজটি করা যাইতে পারে। মাটি সমান করিয়া জঙ্গল পরিস্কার করিয়া ও পায়ে চলার উপযোগী করিয়া রাস্তাটি পায়ে চলার উপযোগী রাস্তায় উন্নত করা হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে রাস্তার কাজ হয়েছে এটা কবে হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—টাকা সংকুলান হলে, পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং বিনামূল্যে জমি পাওয়া গেলে কাজটা হতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি এই এলাকার লোক বিনামূল্যে জমি দেয় তাহলে এই ফিনানসিয়াল ইয়ারে কাজ করা কি সম্ভব হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি আগেই বলেছি টাকার সংকুলান এবং জমি এই দুয়ের উপর কাজটা নির্ভর করছে।

MR. SPEAKER—Shri Nishi Kanta Sarkar.

SHRI NISHIKANTA SARKAR—Question No. 452.

SHI S. L. SINGH—Mr. Speaker, Sir, Question No. 452.

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের বাগমা ফলাকাস্থিত কাবাসা দীঘির স্লুইসগেট তৈয়ার করার কথা ছিল ইহা হইয়াছে কি ?

২। না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

৩। স্লুইসগেট না হওয়ার দরুণ সরকারের কতটাকা লোকসান হইয়াছে ?

উত্তর

১। এই নামে কোন পরিকল্পনা নাই।

২ ও ৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— বাগবাসা একটা হয়েছিল কি ৬৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে এই নামে কোন পরিকল্পনা নেই। এক প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— কমলা সাগর দীঘি নামে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—তা কি করে বলব ? আইওয়ান্টনোটীশ।

MR. SPEAKER :— Shri Ershad Ali Choudhury.

SHRI ERSHAD ALI CHOWDHURY :— Question No. 466.

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Speaker, Sir, question No. 466.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে Survey & Settlement Operation এর সময় কি পরিমাণ ভাগ চাষীর সংখ্যা রেকর্ড করা হইয়াছে ?

২) প্রতি সাবডিবিশনে রেকর্ড করা হইয়াছে কিনা ;

৩) না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১) ১২,২০৮ জন।

২) হ্যাঁ।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— উদয়পুরে কতজন ভাগ চাষীর নাম রেকর্ড করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এস, সিংহ :— উদয়পুরে ৭৩৪ জন।

MR. SPEAKER :— Shri Promode Ranjan Dasgupta.

SHRI PROMODE RANJAN DASGUPTA :— Question no. 552.

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Speaker, Sir, question No. 552.

Question	Answer
1) Whether it is fact that the settlement Officer has reverted some of the non-gazeted Asstt. Settlement Officers to the posts of Kanungo ;	1. No.
2) If so, the reason there of ?	2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে দুইজন নন-গেজেটেড অ্যাসিস্‌টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসারকে ইদানিং কানুনগো পোষ্টে রিভার্ট করা হয়েছে ?

SHRI S. L. SINGH :— Order for reversion of Shri Krisnadhan Saha and Shri Naha Biswas, non-gazetted Asstt. Settlement Officers to the posts of Kanungo was issued on 13.1.69. But subsequently on 16.1.69 the execution of the order has been stayed.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেটেলমেন্ট অফিসার

তার কোন্ অথরিটির বলে হোয়েদার হী হ্যাজ গট এনি রাইট টু রিভার্ট দি নন-গেজেটেড অ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার টু দি পোষ্ট অব কানুনগো ? তার রাইট আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এটা লিগেলিটির প্রশ্ন। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সাবসিকোয়েন্টলী তার যে অর্ডারটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে, সেটা কি কারণে করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ : আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বললেন যে সাবসিকোয়েন্টলী তার অর্ডারটা স্টে করা হয়েছে, কি কারণে তাকে রিভার্ট করা হয়েছিল, আর কি কারণে সেটাকে ক্যানসেল করা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলেই দিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এটা রিলেভেন্ট কোয়েশ্চান স্যার।

মিঃ স্পীকার :— দি মিনিষ্টার হ্যাজ অলরেডি ওয়ান্টেড নোটিশ ফর ইট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এই রিলেভেন্ট কোয়েশ্চানে যদি ডিমাণ্ড নোটিশ হয় তাহলে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার প্রটেকশান চাচ্ছি যেন ফিউচার যেন রিলেভেন্ট কোয়েশ্চানের বেলাতে ডিমাণ্ড নোটিশ চাওয়া না হয়।

মিঃ স্পীকার :— I cannot compel the minister to give answer.

SHRI S. L. SINGH :— This is not ıclevent Sir, They have not been reverted.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেটেলমেণ্ট অফিসার কি অর্ডার দিয়েছিলেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বললেন যে এটা রিভার্সীন অডার নয়। তাহলে কি অর্ডার দিয়েছিলেন ? সেটা কে দিয়েছিলেন ?

মিঃ স্পীকার :— হী ইজ নট আওয়ার অব দি ফ্যাক্ট হু হ্যাজ ইস্যুড সাচ অডার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— তিনি বলেছেন যে রিভার্সীন অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সাবসিকোয়েন্টলী এটা ক্যান্সেল করা হয়েছে। রিভার্সীন অর্ডার কে দিয়েছিলেন ?

Mr. SPEAKER ;— Hon'ble Member wants to know who issued this reversion order ?

SHRI S. L. SINGH :— Government issued this order, he is competent Authority.

SHRI P. R. DAS GUPTA :— Who is compotent authority ?

SHRI S. L. SINGH :— I demand notice Sir.

SHRI P. R. DAS GUPTA :— এটা পরে দেওয়া হবে বললেই ভাল হোত।

MR. SPEAKER :— When he demanded notice, then it is implied that he will give it later on.

Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 570.

SHRI S. L. SINGH :— question No. 570. Sir.

প্রশ্ন

১) বিশালগড় বাজার থেকে গোলাঘাটি বাজার এবং উদয়পুর রাস্তা থেকে লালসিংমুড়া বাজার রাস্তাটি পূর্ত বিভাগ গ্রহণ করেছে কি না !

২) যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, এই রাস্তা দুইটির রি-কনষ্ট্রাকশন কালবার্ট'স এবং মেনটেশনেন্স এর জন্য পূর্ত বিভাগ থেকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কোন ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে কি না ?

উত্তর

১) হাঁ।

২) মেইনটিনেন্স কালবার্ট এর জন্য ১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়াছে। রিকনষ্ট্রাকশনের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে পনের হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা কোন মাসে, কত তারিখে করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে বরাদ্দকৃত পনের হাজার টাকা, সেটা কবে পর্যন্ত খরচ করা হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—কারেন্ট ফিনানশ্যাল ইয়ারে করা হবে, নতুবা টাকা সারেণ্ডার করতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে পনের হাজার টাকা স্যাংশান হয়েছে, সেটা কি দুইটি রাস্তার জন্য না একটি রাস্তার জন্য ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মেইনটেনান্সের জন্য পনের হাজার টাকা ধরা হয়েছে, রি-কনষ্ট্রাকশানের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রাস্তাটা পি, ডব্লু, ডি টেক্ ওভার করার পর কোন কনষ্ট্রাকশান বা কালবার্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) আগরতলা শহরে বৈদ্যুতিক আলোর বিভ্রাট আছে কি না ?

২) যদি থাকে তাহার প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

৩) এই বৈদ্যুতিক বিভ্রাট কতদিন ধরিয়া চলিতেছে ?

১ ও ২) আগরতলা শহরে বৈদ্যুতিক আলোর বিভ্রাট নাই। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অপেক্ষা চাহিদা বেশী হওয়ায় বিদ্যুতের চাপ কমানো অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

বিদেশ হইতে ৫০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন আমদানী করার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র আমদানী বিলম্ব হইতে পারে আশঙ্কায় সরকার দেশ হইতে পুরানো বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন কিন্তু এখনও উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই।

৩) ১ ও ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র দেব রাংখল ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১৪ স্যার।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১৪ স্যার।

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন সমস্ত স্কুল যথারীতি চলিতেছে কি না ;

২। কোথাও হইতে কোন স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি না ;

৩। যদি উঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ;

৪। ঐ স্কুল পরিচালন ব্যাপারে সরকারের কোন ত্রুটি ছিল কি না ?

উত্তর

১ ২ ৩ ও ৪ তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩৩ স্যার

শ্রীএস এল সিংহ—কোশ্চেন নাম্বার ৪৩৩ স্যার।

QUESTION

1) For how long has the Government been contemplating to erect flood protection bund at Satramia Haor.

2) When will this contemplated work of erection be taken up by the Government.

ANSWER

1) Since December, 1962.

2) After the scheme is sanctioned and funds allotted by the competent authority.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মহোদয়, ১৯৬২'তে এই কন্টামপ্লেশান করার পর দীর্ঘদিন যাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে—After the scheme is sanctioned and funds allotted by the competent authority, the contemplated work of erection will be taken up.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ছত্র মিঞার হাওয়ার, বিরাট একটা এরিয়া কৈলাশহর সাবডিভিশনে এবং প্রতি বৎসর ফ্লাডে এফেক্ট করে, সেই সম্পর্কে অবগত আছেন কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যদি ফাণ্ড এভেলএবল হয়, এবং স্কীম স্যাংশন হয়, তাহলে সেটা করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্কীম স্যাংশান করার জন্য কি চেষ্টা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আমরা কম্পিটেন্ট অথরিটিকে লিখেছি টাকা এ্যালটমেন্ট করার জন্য এবং স্যাংশান দেওয়ার জন্য।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— এটা অবিলম্বে স্যাংশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— এই ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে এলোকেশান অব ফাণ্ড দেখে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে পাবলিক জীপ (TRT), বাস (TRS) ও ট্রাক (TRL) গাড়ীর সংখ্যা কত ?

২) ঐগুলির বার্ষিক রোড ট্যাক্স, ট্যাক্স পারমিট এবং লাইসেন্স ফিস ইত্যাদি কত টাকা ?

৩) এবং সরকারের প্রাপ্য রীতিমত আদায় হইতেছে কি না ?

৪) হইলে বার্ষিক কত টাকা কোন্ প্রকারের গাড়ীতে আদায় হয়।

উত্তর

১) জীপ (TRT)—৩৪৩, বাস (TRS)—২৫২, ট্রাক (TRL)—৮৬৩।

২) জীপ (TRT)—

রোড ট্যাক্স—১৬,৩০০

পারমিট ফিস—৯,৮০০

লাইসেন্স ফিস—

বাস (TRS)—রোড ট্যাক্স—১৬,২৮৭, পারমিট ফিস—১৪,৪২১।

ট্রাক (TRL)—রোড ট্যাক্স—২,৬৮,৭৫০ " —২৪,০০০।

৩) রীতিমত আদায় হইতেছে।

৪) জীপ (TRT)—২৬,০১০ টাকা।

বাস (TRS)—৪০,৭০৮ টাকা।

ট্রাক (TRL)—২,৯৩,৪৫০ টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই যে ট্যাক্স আদায় করা হয়, তাকি বছর বছর না কিস্তিতে আদায় করা হয় ?

মিঃ স্পীকার—বছরে একবার আদায় করা হয়, না কিস্তিতে আদায় করা হয়।

শ্রীএস এল সিংহ—আছ ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে কোন কোন জীপ, বাস বা ট্রাকের মালিকেরা যদি বলে যে তাদের গাড়ী খারাপ হয়ে গেছে, তার জন্য কোন ট্যাক্স ধরা বা আদায় করা হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—খারাপ হলেই যে ট্যাক্স আদায় হবে না তার তো কোন কারণ নেই —ইট সুড বি এক্সজামিণ্ড এবং সেটা যদি টেকনিক্যালী প্রুভ্ড হয় যে সেটা ভাল আছে তাহলে ট্যাক্স আদায় করা হবে আর যদি প্রুভ্ড হয় যে সেটা অকেজো তাহলে সেটা লিগ্যাল আইনানুসারে ডিল করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অনেক গাড়ীর মালিকেরা তাদের গাড়ী অচল অবস্থায় আছে বলে, সরকারকে বছর বছর ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে ?

শ্রীএস এল সিংহ—এখানে বলা হয়েছে যে সেটা রীতিমত আদায় করা হচ্ছে এবং উত্তরও তাই দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭১।

SHRI S. L. SINGH—Starred Question No. 571

প্রশ্ন

১) গত ১।১।৬৯ ইং তারিখে আগরতলা জহর ব্রীজের সংলগ্ন পূর্ব দিকে এবং হাওড়া নদীর দক্ষিণ তীরে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির পুর্ত্ত বিভাগ থেকে অতর্কিত ভাবে ভেঙ্গে দেওয়ায় কালীমুর্ত্তি সহ ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে কি?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে ইহার কারণ কি?

উত্তর

(১ও২) বিনা অনুমতিতে পূর্ত্তবিভাগের জমির উপর দুই অস্থায়ী ঘর তৈরী করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে উহার একটি ঘর স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা ক্লাব হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল এবং অপর ঘরে গত বৎসরে অর্চিত কালী দেবতার একটি মাটির মুর্ত্তি বিসর্জ্জন না করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেহেতু উহা সরকারী ভূমি জবর দখলের প্রয়াসে ছিল এবং ঘর দুইটি সেতুর জল নিষ্কাশন প্রণালীর উপর বাধা সৃষ্টি করিতেছিল সেই জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানাইয়া পুর্ত্ত বিভাগ ১।১।৬৯ ইং তারিখে ভাঙ্গিয়া দেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ঘরগুলি বা মন্দিরটি কবে নির্মিত হয়েছিল?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— জবর দখল এর জমি, অতএব ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার অসুবিধা হয় হেতু।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ঘরটি যারা নির্মাণ করেছেন, সেটি ভেঙ্গে দেওয়ার আগে তাদেরকে কোন নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— জবর দখল ছাড়ার জন্য কাউকে কোন নোটিশ দেওয়া হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে যে জায়গা এখানে দখল করা হয়েছিল, সেটা কোন একজন কন্ট্রাক্টর দখল করে আছেন এবং তাকে পুরা দখল দেওয়ার জন্যই এ ঘর ভাঙ্গার একমাত্র কারণ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হেতু সেটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৫৬।

শ্রী এস. এল, সিংহ :— (মিনিষ্টার ইনচার্জ অব দি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট)

ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার —৬৫৬।

প্রশ্ন নং—৬৫৬

১। ত্রিপুরায় কয়টি ফরেষ্ট ভিলেজ গঠন করা হইয়াছে।

২। ফরেষ্ট ভিলেজ গঠন করা হইয়া থাকিলে কোন বিভাগে কয়টি।

উত্তর

১। ৪৩ টি

২। বিলোনীয়া— ৫টি
উদয়পুর— ৮টি
সোনামুড়া— ১০টি
সাব্রুম— ২টি
সদর— ৫টি
ধর্মনগর— ৭টি
কৈলাশহর— ১টি
খোয়াই— ১টি
৪৩টি

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ফরেষ্ট ভিলেজ বাসীদের কি কি সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ফরেষ্ট ভিলেজ বাসীদের যে যে সুবিধা আছে, সেখানে তা তারা নিশ্চয় পান। সেখানে ফরেষ্ট ভিলেজরা কো-অপারেটিভ গঠন করতে পারেন, ফরেষ্ট উড তারা ইউটিলাইজ করতে পারেন, তারপর জমিতে ধান উৎপন্ন করতে পারেন, তারপর আরও আছে, সেখানে বিনা পারমিটে বিট অফিসারকে জানিয়ে তারা লাকড়ী সংগ্রহ করতে পারেন। এই সমস্ত সুবিধা তাদেরকে সেখানে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ফরেষ্ট ভিলেজার্স'রা বর্তমানে দৈনিক কত করে মজুরী পান ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ওয়াণ্ট নোটিশ স্যার।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে ফরেষ্ট ভিলেজার্স'রা সেখানে আছেন তাদের মাসে ১০।১২ দিন বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতে হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতে হয়, এই রকম কোন প্রশ্ন আসে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ফরেষ্ট ভিলেজার্স যারা তারা অন্য কোথাও কাজকর্ম করতে চাইলে ফরেষ্ট এর অনুমোদন ব্যতীত তা করতে পারে না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—ইহা সরকারের জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ফরেষ্ট ভিলেজ বাসীদের সরকার থেকে কোন লোন বা গ্র্যান্ট দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—Rs. 500/- only is paid to each jumia family as jumia grants.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—এই যে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়, তা কি এক সঙ্গে দেওয়া হয় না ৩।৪ কিস্তিতে দেওয়া হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—সাধারণতঃ ৩ কিস্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন এই পর্য্যন্ত কত পরিবারকে ফরেষ্ট ভিলেজার্স হিসাবে লোন বা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—আমাদের মোট ৪৩টি ফরেষ্ট ভিলেজ আছে তাতে মোট ১,৪২৭টি পরিবার আছে, তাদের প্রত্যেকেই এই গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৪৩টি ফরেষ্ট ভিলেজ আছে, তার প্রত্যেকটিতে কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—সেখানে কো-অপারেটিভ করার সুবিধা আছে কিন্তু তার প্রত্যেকটিতে কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়নি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ফরেষ্ট ভিলেজার্স যারা, তারা ফরেষ্টে কাজ না থাকলে পরে তখন অন্য কোথাও কাজ করতে হলে ফরেষ্টের অনুমোদন নিতে হয়, এই জিনিষটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) —এই রকম কোন সীস্টেম নেই, এভরি সিটিজেন্স হেভ দেয়ার রাইটস্ টু ডু অ্যানি ওয়ার্ক ফর দেয়ার লাইভস্, নো বডি কেন কমপেল দেম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত জুমিয়াকে ফরেষ্ট ভিলেজার্স হিসাবে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে বা লোন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মোট কতজন বর্ত্তমানে ফরেষ্ট ভিলেজার্স হিসাবে আছেন আর কতজন চলে গেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—১,৪২৭টি জুমিয়া ফেমিলিকে আমরা সেখানে গ্র্যান্ট দিয়েছি ফরেষ্ট ভিলেজার্স হিসাবে এবং তাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমার প্রশ্নটা হল যারা পেয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে মজুরের দৈনিক হাজিরা কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটা কাজের উপর নির্ভর করে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই যে ৪৩ জনকে

যরেষ্ট ভিলেজার্স করা হয়েছে তাদের জমি দেওয়া সম্পর্কে ফরেষ্ট থেকে অন্যের দখলী জোতের জমি দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে কয়েকটা মোকদ্দমা এখনও চলছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—৪৩ জনকে নয়, ৪৩টা ফরেষ্ট ভিলেজকে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ১,৪৮৭ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমার এই সমস্ত ঘটনা জানা নেই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—ফরেষ্ট ভিলেজার্সদের যে সমস্ত জমি দেওয়া হয় সেগুলি কি সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেখানে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় না সো ফার মাই নোলেজ গোজ। ফরেষ্ট ভিলেজে নিয়ম আছে, টাংগিয়া সিস্টেমে যাবে। সেই হিসাবে তাদিগকে জমি দেওয়া হয়।

MR. SPEAKER—Is any other member interested in the question of Shri Bidya Ch. Deb Barma ?

SHRI ABHIRAM DEB BARMA—Question No. 383.

SHRI S. L. SINGH—Mr. Speaker Sir, question No. 383.

প্রশ্ন

১। উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা এবং তিস্তা বাঁধ ভাঙ্গার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার আগরতলা শহরের বাঁধ আরও প্রশস্থ, উঁচু এবং শক্ত করার কথা ভাবিয়াছেন কি ?

২। আগরতলার বন্যা নিরোধ বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন বিশেষজ্ঞ দল পাঠাইতে আবেদন করিবেন কি ?

৩। আগরতলা বাঁধ পাহারা ও সংরক্ষণের জন্য বর্ত্তমানে সরকারের কি সংগঠন আছে তাহার বিবরণ।

৪। বন্যার বিপদ সংকেত ব্যবস্থা ও উহার নিয়মাবলী কি উন্নত করা হইয়াছে ?

৫। বিপদ সংকেতের কাজ সাইরেন ব্যবহারের কথা সরকার চিন্তা করিবেন কি ?

উত্তর

১। গত জুন-জুলাই মাসের ত্রিপুরার বন্যার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আগরতলা শহরের বাঁধটি আরও উঁচু, প্রশস্থ ও শক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। না।

৩। আগরতলা বাঁধ পাহারার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তদুপরি ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট ওভারসিয়ার ও এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার বাঁধের তত্ত্বাবধান রাখেন। এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারও সময় সময় বাঁধ পরিদর্শন করেন। বন্যার সময় পূর্ত্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারগণ পুলিশ অফিসার জেলাশাসক এবং অন্যান্য অফিসারাও বাঁধের রক্ষণার্থে কাজের তদারকের জন্য নিযুক্ত থাকেন ?

৪। বর্ত্তমান নিয়মাবলী উপযুক্ত বিধায় ইহা উন্নত করার প্রশ্ন উঠেনা।

৫। প্রয়োজন বোধে করা হইবে।

Mr. Speaker :— Is any other member interested in the question of Abdul Wazid.

SHRI MONORANJAN NATH :— Question No. 700.

SHRI S. L, SINGHA :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 700.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর রাণীবাড়ী Via পিয়ারছড়া রাস্তায় বাস Service এর আদেশ দিয়াছেন কিনা ?

২। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তায় রাণীবাড়ী পর্য্যন্ত বাস Service চালু আছে কি না ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, চালু না থাকার কারণটা কি ?

Shri S. L. Singha—Permission for maintenance of state carriage services…

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তা দিয়ে বাস যেতে পারে না, কিন্তু ট্রাক এবং বাগানের গাড়ী সব সময়েই চলাফেরা করছে সেটা জানেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে রাস্তা একজন ওভারসীয়ার আপত্তি দিয়েছে এবং তিনি খুশী না থাকার দরুণই এই আপত্তি দেওয়া হয়েছে এটা জানেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—রাস্তাটা আনফিট, সেজন্যই গাড়ী চলাচল করতে পারছে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কতদিন ধরে আনফিট ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Is any other member interested in the question of Shri Bidya Chandra Deb Barma ?

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 391.

Shri S. L. Singha—Mr. Speaker, Sir, question No. 391.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ভারতীয় বন আইন অনুসারে কতগুলি বন এলাকা জুমিয়াদের জুম কাটার জন্য সংরক্ষিত রাখার সুযোগ আছে।

২। যদি সত্য হয়, তবে ত্রিপুরায় কোন বন-এলাকা জুমিয়াদের জুম কাটার জন্য সংরক্ষিত আছে কি না?

৩। যদি না থাকে, তাহার কারণ?

৪। জুমিয়াদের জুম করার জন্য বনের কোন অংশ সরকার ছাড়িয়া দিবেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রক্ষিত বন।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

৪। রক্ষিত বনে জুম করিতে দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেব বর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সংরক্ষিত বনে জুম করতে হলে কোন বিধি বিধান মানতে হয় কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— রক্ষিত বনে জুম করতে দেওয়া হয়। জুম করতে গেলে পরে যে যে নিয়ম আছে সেগুলি মানতে হয়।

শ্রীঅভিরাম দেব বর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন নিয়মগুলি কি কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— Then next one of Sri Bidya Ch. Deb Barma.

SRI ABHIRAM DEB BARMA :— Question No. 386.

SHRI S. L. SINGHA :— Mr. Speaker, Sir question No. 386.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুর তুলামুড়ার শ্রীদলিকুমার মলকুম গাছের পারমিটের জন্য দরখাস্ত করিলে গত ১৭-১-৬৮ তারিখে শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ইহা রিকমেণ্ড করা সত্ত্বেও শ্রী মলকুমকে এই পারমিট ইস্যু না করিয়া উদয়পুর গোয়ালিয়ায় শ্রীজগন্নাথ ত্রিপুরাকে ঐ পারমিট ইস্যু করা হয় এবং পারমিটে ৮-১-৬৮ তাং দেওয়া হয়।

২। ইহা কি সত্য যে ঐ পারমিট শ্রীত্রিপুরা শ্রীচিত্ত ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করিলে তুলামুড়া ফরেষ্ট বীট অফিসে তাহা ধরা পড়ে।

৩। যদি (১) এবং (২) সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ পারমিট যে অফিসার ইস্যু করেন তাহার নাম কি?

৪। ইহা কি সত্য যে পারমিট ইস্যু করার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও ঐ পারমিট ইস্যু করা হইয়াছে।

৫। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

উত্তর

১। না। C F. O. ৮-১-৬৮ ইং তারিখে উদয়পুর ক্যাম্প হইতে শ্রীডলি কুমার মরসুমের দরখাস্ত মূলে তুলামুড়া হইতে গাছের পারমিট দেন এবং সে মতে ডলি কুমার মরসুমই ঐ পারমিট-বলে গাছ কর্ত্তন করে।

২। না।

৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

৪। না তুলামুড়া-বীট এলেকায় গাছের পারমিট দেওয়ার কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

৫। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীএরশাদ আলি চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নে আমার নাম বলা হয়েছে, কিন্তু আমি দলি কুমার মলকুমকে গাছের পারমিটের জন্য কোন রিকমেণ্ডাশন করি নাই।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তরে না বলা হয়েছে। There is no unstarred questions to-day., So we pass on to the next item.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের আমার একটা এডজোর্নমেণ্ট মোশান দেওয়া ছিল। সোনামুড়া ইত্যাদি স্থানে বি. এস. এফ বাহিনী যে জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে.........

Mr. Speaker :—I have not yet come to that point.

Shri Aghore Deb Barma :—আমি ফ্রেশ মোশন মোভ করছি।

(Pandemonium)

Expunged as per order of the Speaker on the 6th February, 1969.

Mr. Speaker :—You can do that but not now. I would request you to take your seat now. You will have the opportunity later on.

Shri T. M. Dasgupta :—Point of order ; Sir. without permission of the speaker, he can not say anything.

Shri Aghore Deb Barma :—এটা আমাদের কনভেনশান স্যার, যে কোয়েশচান আওয়ার শেষ হওয়ার পর, যে কোন মেম্বার, যে কোন মোশান মুভ করতে পারে।

Shri Aghore Deb Barma :—

(PANDEMONIUM)

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER ON 6. 2. 69

Mr. Speaker :—You are violating the rules of the House. I would request you to take your seat· You will have the opportunity later on.

Shri S. L. Singh :—No motion can be moved without notice Sir.

Shri Aghore Deb Barma :—It is convention of the Assembly that after the Question hour. যে কোন মোশন মুভ করা যায়।

(PANDEMONIUM)

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER ON 6. 2. 69.

Shri T. M. Das Gupta :—Point of order ছাড়া তা তিনি করতে পারেন না কাজেই আমি মাননীয় স্পীকার স্যারকে অনুরোধ করছি, এটা যেন আজকের প্রসীডিংসে না থাকে।

Mr. Speaker :—This should expunged from the proceedings of the House.

Shri Aghore Deb Barma :— ....

(INTERRUPTION)

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER ON 6. 2. 69.

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি হাউসের রুল মেনে চলুন।

(হৈ চৈ)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— :—আমি রুল মেনে চলছি। মোশান যদি মুভ করতে হয়, তাহলে সেটা যে কোন সময়ে দাঁড়িয়ে বলা যেতে পারে, এটা হচ্ছে এ্যাসেম্বলীর রুলের কথা। ......

(PANDEMONIUM)

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER NO 6. 2, 69

মিঃ স্পীকার :—কোন্ রুলের কথা আপনি বলছেন? There is no such rule in

our Rules of Procedure. You are just violating the rules of the House. I would request you to take your seat. You are not obeying the order of the Speaker.

(INTERRUPTION)

Shri Aghore Deb Barma :—......

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER ON 6. 2. 69.

Shri Ershed Ali Choudhury :—Point of order...

(PANDEMONIUM)

Mr. Speaker :—I adjourn the House for 10 minutes. (12-5).

QUESTION OF BREACH OF PRIVILEGE RAISED BY SHRI AGHORE DEB BARMA

Mr. Speaker :—I have received a question of breach of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, against the Chief Minister. Facts of the case are that the Chief Minister in replying to question No. 255 and 256 (all postponed questions) has committeed breach of privilege of the House and defied Speaker's order. The order of the Speaker in this respect is that "When answer is given that the information is being collected it would be taken as if the Government have asked for postponement and that would be treated as a final postponement for two weeks. Such questions will again be fixed after two Weeks of the date of the interim answer."

In this connection, it may be pointed out that in the face of the above direction of the Speaker, the reply of the above mentioned questions should have come in this Session. But again the Chief Minister replied 'saying—Information is being collected'. Now the question to be considered is whether any Minister is entitled to reply as such in the context of the ruling cited above.

According to Parliamentary Practice the Govt., may follow any of the three courses in replying questions (1) give information sought, (2) may claim time and (3) refuse to give any information.

If it is taken for consideration that the Chief Minister has taken recourse to method, as mnterials to answer to those questions were even that not available, the language of the ruling of the Speaker should be carefully considered. The Speaker stated 'such question will again be fixed after two weeks'. It leaves scope to think that the direction was not obligatory that the Minister shall have to reply to the question on the second occasion and will not ask for further.

In view of the above, it seems that there is no primafacies that the Chief Minister has committed breach of privilege in seeking time for the second time.

But in this connection I would observe for the information of the Minister and the Departmental Secretaries that though the Minister has right to ask for time, but that right should not be exercised as a matter of routine. From the examination of the case, the question has come to my mind that if any lapse has taken place in not replying the question by Chief Minister, the responsibility should primarily lies on the Departmental Secretaries, as collection of the materials for reply of the questions is the duty of the department and it can not be believed that within six months information could not be collected, if sincere efforts were made. However, I would request the Hon'ble Minister to instruct the departmental Secretaries in this respect and also to make endeavour so that he is not ordinarily to ask for postponement of the question for the second time, when it is shown in the order paper after first postponement.

Another aspect that strikes my mind is that the departmental Secretaries are not giving due attention to the rules and regulations of the House. The particular direction issued by the Speaker was sent to all the departments

and had this been brought to the notice of the Chief Minister by the Departmental Secretary, such lapse could be avoided.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Consideration and Passing of the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969).

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business, the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) be taken into consideration at once.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উপর ডিসকাশন হবে কি না আমি জানতে চাইছি।

Mr. Speaker :—You want to discuss, then yes.

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার ইন ডিটেল্‌স সমস্ত কিছু ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করার মতন অবস্থা নাই, তবে আমি কয়েকটি পয়েন্ট এই রিলেশানে বলতে চাই। যে সমস্ত বিলগুলি হাউসের মধ্যে প্লেস করা হয়, ভারতবর্ষের প্রায় এ্যাসেম্বলীগুলির মধ্যেই কতকগুলি কমিটি আছে, সেই সমস্ত বিলগুলি প্রথমে সেই কমিটিগুলির মধ্যে রেফার করা হয়। সাধারণতঃ সেই কমিটিগুলি সেইগুলি স্ক্রুটিনি করলে, আবার হাউসের মধ্যে প্লেস করে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। It is the Parliamentary Procedure.

আর আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর বর্তমান সেসন সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে দুঃখের সংগে জানলাম যে আজকেই নাকি আমাদের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবে। এর আগের দিনও এই অধিবেশন কবে শেষ হবে তা অন্যান্য সদস্যরা জানতেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি জানতাম না। আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর একটা রুল্‌স বা প্রসিডিউর আছে, সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়, এমন কি আমাদের স্পীকার মহোদয়েরও চলতে হয়। আজকেই আমাদের এই

হাউসে নূতন কিছু ডিস্‌ক্লাশান হচ্ছে না, তার আগেও আমরা এই এ্যাসেম্বলীতে আলোচনা করেছি। আমাদের যে প্রাক্তন স্পীকার শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্র কুমার রায় ছিলেন, তাঁর আমলেও আমরা দেখেছি, এখানে যখন বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি হয় নি বা যখন বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি মিটিং ডেকেও তা হয়নি তখন লীডার অব দি হাউস বা অপজিশনের কেউ যদি থাকেন তাদের নিয়ে মাননীয় স্পীকার নিজেই ইনিসিয়েট নিয়ে এসব অধিবেশনের লিষ্ট অব বিজনেস বা প্রগ্রাম একটা চক আউট করতেন—অর্থাৎ এভাবে একটা টাইম সিডিউল্ড ঠিক করে নিতেন বা কোন দিনে কি হবে না হবে ইত্যাদির জন্য একটা লিষ্ট অব বিজনেস চক আউট করে আমরা যারা মেম্বার আছি তাদেরকে সেটা কমিউনিকেট করে দিতেন। কিন্তু আজকে এই যে বিল এখানে প্লেস করা হলো তার সম্পর্কে আলোচনা করে হবে বা কতটুকু তার জন্য টাইম দেওয়া হবে তার সম্পর্কে জানানো তো দূরের কথা এই এ্যাসেম্বলী যে কতদিনের জন্য হবে তাও আমরা জানি না।

মিঃ স্পীকার :— ইউ সুড ডিস্‌কাস অন দি প্রিন্সীপাল অব দি বিল।

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কোন অভিযোগ হিসাবে এটা বলছি না। কাজেই ইট ইজ দি ডিউটি অব দি স্পীকার টু ম্যানটেইন দি ডেকরাম অব দি হাউস—আমি সেই দিক দিয়ে বলছি। অতএব হাউসের যে কন্‌ভেনশান অথবা যে পারলিয়ামেন্টারী প্রসিডিউর আছে সেগুলির কথাই আমি বলছি। যদি মেম্বার্স'রা এগুলি আগের থেকে জানেন তা হলে আলাপ আলোচনা করতে অনেকটা সুবিধা হয়। সেজন্য আমি বলছি এবং স্বীকার করছি যে হাউসের মধ্যে স্পীকারের অথরিটিই সুপ্রীম অথরিটি, তাঁর উপর কোন কথা বলা চলে না। আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর রুলসের মধ্যেই আছে, স্পীকার মহোদয়কেও এই রুলস্‌ থেকেই সেটা করতে হবে। আমাদের যে সমস্ত কন্‌ভেনশান বা রুল্‌স আছে, আমি সেগুলি এখানে উল্লেখ করছি এবং পরবর্ত্তী সময়ে যাতে এইরকম না হয়। আজকে মাত্র ২ দিন বা ৩ দিন হলো আমরা এই বিলের কপি পেয়েছি—সেখানে যদি এইরকম ঘটনা ঘটে যে, কোন সদস্য ফার্ষ্ট আওয়ারে এটেণ্ড করলো, শেষের আওয়ারে সে থাকলো না তার পক্ষে পরের দিন মিটিং আছে কি না তা পর্যন্ত জানবার কোন সুবিধা নেই। এভাবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদেরকে একটা অন্ধকারে রাখা হয়েছে, আপনি সেটা খুব ভালভাবে চিন্তা করে দেখবেন সেই দিক থেকে আমার সাজেশন হচ্ছে যদিও এখানে কোন সিলেক্ট কমিটি নাই এবং এমন কোন কমিটি আছে কিনা আমি জানি না যেটা এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে পারে যদি প্রয়োজন হয়। আমাদের কোন বিল আজকে না থাকলেও এইরকম কমিটি আমাদের করার প্রয়োজন বা দরকার আছে। লিষ্ট অব বিজনেস এই হাউসের মধ্যে প্লেস করা হলে তারপর সেটা বিবেচনা করার জন্যও একটা কমিটির দরকার আছে—যেমন আছে এষ্টিমেট কমিটি সেটা

এসেসমেণ্ট করছে এবং তার জন্য যেসব স্ক্রুটিনি করার দরকার তা তারা করছে, তারপরে তাদের রিপোর্ট হাউসের মধ্যে প্লেস করা হয় এবং পরে হাউস সেটা বিবেচনা করে পাশ করে, আর এসব হলো নিয়ম। সে দিক দিয়ে এটা ভালর জন্য করা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই আবার এমনও হতে পারে যে ভাল করতে গিয়ে অনেক সময় খারাপও হতে পারে। তাই আমি বলছি যে আজকে যদি এগুলি হাউসের মধ্যে ক্লজ বাই ক্লজ বা ওয়ান বাই ওয়ান সমস্ত জিনিষগুলি আলাপ আলোচনা করা হয় তারপরে কোনটা গ্রহণ করা যাবে বা যাবে না সেটা হাউসের মধ্যে আলোচনা করলে পর ভাল হয় বলে আমি মনে করি এবং তাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন স্বার্থ রক্ষা করা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা যে পারপাসের জন্যই এই আইনগুলি করি না কেন, তাতে জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হয় সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন এখানে এই বিলের মধ্যে আছে যে এপয়েনমেণ্ট অব ইনসপেক্টিং অফিসার—পাওয়ার টু ইস্যু ডাইরেকশান ইত্যাদি কতগুলি—সেখানে তারা কতগুলি জায়গাতে বা এরিয়াতে এটা করতে পারে—যেখানে সংক্রামক রোগ বা পোকা ধান বা অন্য কোন ফসলের নষ্ট করে সেগুলিকে নষ্ট করার জন্য বর্তমানেও অথরিটি বা ক্ষমতা দেওয়া আছে। অতএব এখানে ইন্‌কন্‌সালটেশন উইথ দি ওনার্স অব দি ল্যাণ্ড বা পাশাপাশি আমাদের যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েৎ এর প্রধান আছেন বা আরো অনেক আছে তাদের সংগে পরামর্শ করা উচিত বলে আমি মনে করি। পরামর্শ করলে কি ক্ষতি বা কি লাভ হবে এইগুলি বিবেচনা করার একটা স্কোপ এই বিলের মধ্যে নেই। কাজেই যদি ইন্‌সপেক্টিং অথরিটি বা অফিসার যদি মনে করেন যে এটা নষ্ট করে ফেলা উচিত তা হলে সেটা নষ্ট করতে পারেন। আবার এমনও হতে পারে যে এটাকে ভাল করতে গিয়ে আবার খাপও হতে পারে। সেদিক দিয়ে এটাকে আমাদের বিচার বিবেচনা করার দরকার ছিল বলে মনে করি। তারপর আর একটা বলা দরকার আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা হচ্ছে এই হাউসের লিষ্ট অব বিজনেস এর মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু কতগুলি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এর লিষ্ট করা হয়েছে যেগুলি মেম্বার্স হিসাবে আমাদিগকে দেওয়া হয়েছে—কোন একজন মেম্বার্স শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ত্রিপুরার সিভিল সার্ভিস (এক্সজিকিউটিভ) বিল, এটার জন্য বেলটিং পর্য্যন্ত হয়ে গেল অর্থাৎ এটাকে ডিসকাস করার জন্য এ্যসেম্বলীর নোটিশ ইত্যাদিতে ইন্‌ক্লোড করা হয়েছে কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে এটা কেন হলো না, প্লেস হয়ে গেল কিনা তাও বুঝলাম না। এইরকম কয়েকটা প্রস্তাব এখানে আছে—যেমন টু ফর্ম কমিটি টু ইন্‌ভেষ্টিগেট এ্যাণ্ড রিপোর্ট অন দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ইন দি সাব-ডিভিশান। অর্থাৎ আজকেই মিটিং শেষ এরপর আর হচ্ছে না, এই যে এখানে বেলটিং হওয়ার পর যে সমস্ত প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান সাবমিট করার পর বেলটিং হলো তাতে ফাষ্ট প্রেফারেন্স, সেকেণ্ড প্রেফারেন্স পর্য্যন্ত হল এবং এইগুলি পরে কেন আসল না, লিষ্ট আমরা

পেলাম অথচ এইগুলির কোন হদিস পাচ্ছি না এর মধ্যে আর যদি বেলটিং না হত তাহলে বুঝতাম বা এমন একটা ধারনা হত যে এ'সব নূতন করে হয়ত হবে। তারপর এই যে প্রশ্নগুলির এখানে উত্তর হল না লিষ্ট অব বিজনেসে থাকা সত্ত্বেও সেগুলিও হয়ত আর উঠলো না, কারণ আজকেই আমাদের অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারছি না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কাজেই সেদিক দিয়ে তেমনি আমাদের এই প্রস্তাবগুলি পুরানো হওয়ার পর আমাদের অর্থাৎ মেম্বাসদের কমিউনিকেট করে দেওয়া হল যে এই প্রস্তাবগুলি করা হচ্ছে, এইগুলির বেলটিং করা হচ্ছে, তাতে ফার্ষ্ট প্রেফারেন্স, সেকেণ্ড প্রেফারেন্স প্রভৃতি হল আপ্টার বেলটিং, কিন্তু সেগুলি আর আমরা এ্যাসেম্বলীর মধ্যে ডিসকাস করবার জন্য পাচ্ছি না। আমি আগেই বলেছি কবে শেষ হবে, কতদিন এই সেসন হবে তার কিছুই জানি না, আমাদের এই ব্যাপারে অনেকটা অন্ধকারে রাখা হয়েছে, আজকেই আমাদের মিটিং শেষ কাজেই এই প্রস্তাবগুলি আপ্টার বেলটিং এর পর তার যে কি হল, কি হবে বা পরবর্ত্তী সময়ে আসবে কিনা সেটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি বলবেন প্ল্যান্ট ডিজিজ সম্পর্কে প্রিন্সিপল্টটার উপর। কিন্তু উনি বলছেন ব্যান্ট হয়নি, বিজনেস অ্যাডভাইজারীর মিটিং হয়নি : উনি একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে জাম্পিং করছেন।

Mr. SPEAKER :—He can not speak other than the principle of the Bill.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এটা নিয়ম নয় আমি জানি। কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি সেটা সম্পর্কে কোন এজেণ্ডা নেই। কাজেই কথার ফাঁকেই এটা বলতে হয়েছে। আমাদের হাউসের বিজনেস্ চালাবার কতগুলি আইন কানুন আছে। সেই দিক দিয়ে মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে পরবর্তী সময়ে এরকম না হয় এবং সেজন্য আমাদের অ্যাসেম্বলীতে এই রকম একটা কমিটি থাকা উচিত। সেই কমিটিতে রেফার করে সমস্ত বিচার বিবেচনা করে যেন এটা করা হয়। অন্যান্য অ্যাসেম্বলীতেও এরকম আছে।

Mr. Speaker :— Rules have been followed in to. You have received the bill few days back and that the bill will be considered today you have come to know on 5.2.69. If you like to refer the bill to Select Committee you may move the motion under Rule 106.

Mr. Speaker :— The question before the House is that the motion moved by the Honsble Minister in-charge that the Tripura Plant Diseases &. Pests Bill, 1969 (Bill No. I of 1969) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think 'AYES' have it. 'AYES' have it. 'AYES' have it. The motion is carried.

Mr. Speaker :— CL2 to CL16 do stand part of the Bill.

As many are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary cpinion will please say NOES.

(No Voice)

I thins AYES have it. AYES have it AYES have it.

Mr. Speaker :— CL1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(voice—AYES)

As many as are of contraiy opinion will please say 'AYES'

(No voice)

I think 'AYES' have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :— The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :— Next Business is the Passing of the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969). I shall now request the Hon'ble Minister in-charge to move his motion for Passing of the Bill.

SHRI S. L. SINGH :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1696) as settled in the Assembly be passed.

এই বিলটা আনাই হয়েছে ত্রিপুরার উন্নতম কৃষি ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কি করে আরও উন্নত করা যায় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই এই বিলটা এখানে আনা হয়েছে এবং তার মধ্যে অন্যান্য প্রদেশে এই বিল চালু হয়েছে। কারণ যখন ডিজিজ বা সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হয় তখন সেই জায়গাতে যদি সাথে সাথেই কার্যে তস্তক্ষেপ করা না চলে তাহলে অন্য ন্য যে ব্যাপক ক্ষেত্র থাকে তাকে সংক্রামিত করে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। তাই প্রিকশানারী মেঝার হিসাবে যেমন মানুষের রোগ হওয়ার আগে প্রিভেনটিভ মেঝার নেওয়া হয় ঠিক তেমনি আজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিটি গাছের চারা এবং প্ল্যান্টস এর প্রিভেনটিভ মেঝার আজ নেওয়া হচ্ছে। তাই মেঝারকে গ্রহণ করে ত্রিপুরার ব্যাপকতম ক্ষতিকে রোধ করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুন্দরতম করার জন্যই এই বিলটা হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে। তাই আমি আশা করি হাউসের প্রত্যেককে এই বিলটাকে সমর্থন করে সংক্রামক ব্যাধি থেকে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্য এই বিলের সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :— The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that the Tripura Plant Diseases & Pests Bill, 1969 (Bill No. 1 of 1969) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The bill is passed.

Mr. Speaker :—Now we may pass on to the next item.

I have received a motion from Sri Radhika Rn Gupta for formation of a Committee on the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967 which will consider the merits and demerits of the provisions of the Rules mentioned above as well as the amendments on this proposed by Sarbashree Radhika Rahjan Gupta, Sunil Ch. Dutta and Debendra Kishore Choudhury and if the motion is carried the amendments will stand referred to the Committee proposed to be formed as per terms of the motion. I have therefore decided to take up this motion for consideration.

I would now call on Shri Radhika Ranjan Gupta to move his motion.

SHRI RADHIKA RN. GUPTA :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a Committee of Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967 be formed with the following member under Rules of Procedure & Conduct of Business to examine the provisions of the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rule, 1967 and the amendments which have been proposed by Sarvasree Radhika Ranjan Gupta, Sunil Chandra Dutta and Debendra Kishore Choudhury. The Committee will submit the report to the House within two months from the date of the adoption of the motion by the House.

NAMES OF THE MEMBERS :—

Shri Suresh Ch. Choudhury,
Shri Naresh Roy,
Shri Jatindra Kr. Majumder,
Shri Aghore Deb Barma,
Shrimati Renu Chakrabory,
Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Mr. Speaker :— The question before the House is that the motion moved by Shri Radhika Rn. Gupta regarding formation of a Gommittee to consider the Tripura Legislative Assembly (Members' Hostel) Rules, 1967 along with the amendments proposed and to submit the reports to the House within two months from the date of adoption of this motion by the House with the following members :—

1. Shri Suresh Ch. Choudhury.
2. Shri Naresh Roy.
3. Shri Aghore Deb Barma:
4. Shrimati Renu Chakraborty.
5. Shri Rajkumar Kamaljit Singh.
6. Shri Jatindra Kr. Majumder.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

The motion is carried.

Mr. Speaker :— I am nominating Shri Suresh Ch. Choudhury, the Chairman of the Committee under Rule 165 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the the Tripura Legislative Assembly.

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is Private Members' Motion. Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that—

' That the mismanagement of G. B. and V. M. Hospitals as is revealed from matters of recent occurences be taken into consideration."

শ্রীঅঘোর দেব বর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের মধ্যে যে একটা অব্যবস্থা চলছে, সেই সম্পর্কে আমি একটা মোশান এখানে রেখেছি। এই মোশান সম্পর্কে বক্তব্য রাখার পূর্বে আমি এখানে আমার মোশানের পক্ষে একটা রেফারেন্স হিসাবে বলছি যে এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালকে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য বা সুপারভিশনের জন্য একটি কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি করে একটা কমিটি করার জন্য একটি বেসরকারী প্রস্তাব আনা হয়েছিল, জানিনা এটা কি কারণে প্রত্যাখান করা হয়েছে। মুভার ইচ্ছাকৃত ভাবে সেটা মুভ করেননি না দলীয় নির্দেশে তা করেননি, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে যে অরাজকতা চলছে, রুলিং পার্টির মাননীয় মেম্বাররা, নিজেরাও তা জানেন এবং তারই আলাপ আলোচনার জন্য, এই বেসরকারী প্রস্তাব আনা হয়েছিল, যেখানে সেপসিফিক্যালি বলা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট করে ফর সুপারভিশন অব দি জি, বি, এবং ভি. এম, হাসপিটাল, একটা কমিটি করা হোক, এই প্রস্তাব আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসেপ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। তাতেই এটা প্রমাণ করে আজকে যিনি হাসপাতাল পরিচালনা করেন, মিনিষ্টার ইন্‌চার্জ, তাঁর উপর রুলিং পার্টির মাননীয় মেম্বারস্‌দেরও অনাস্থা যে উনি ঐ দপ্তর ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না, আজকে যে দলীয় কুন্দল সেটাও হয়তো সেখানে স্প্রেড করে থাকতে পারে, দই প্রস্তাবের দ্বারা সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। যাই হোক এই প্রস্তাবের ডিটেল্‌সের মধ্যে আমি যাচ্ছি না, কারণ সেটা মুভ হয়নি। আমার বলার বিষয় বস্তু হচ্ছে, আমরা যদি জি, বি, এবং ভি, এম, এর ব্যবস্থাপনা দেখি, তাহলে সকলেই স্বীকার করবেন আজকে সেখানে কি অব্যবস্থা চলছে। আজকে কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে দলীয় কুন্দল, সেটা জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালেও অনুপ্রবেশ করেছে। একটা গ্রুপ আছেন যারা হয়তো ব্যাক্‌ড বাই দি হেল্‌থ মিনিষ্টার। এইভাবে দুইটি দলের যে সংঘর্ষ, তার দ্বারা সেখানে একটা অব্যবস্থা চলছে, কথায় আছে যে ঠেলাঠেলির ঘর, 'খোদা রক্ষা কর', সেখানে কারও কথা কেউ শুনেনা, সেটার মধ্যে অব্যবস্থা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পত্র পত্রিকায়ও সময় সময় বেড় হয়। আমি এখানে কয়েকটি রেফার করছি, যেমন—৪ঠা ডিসেম্বর, জাগরণ পত্রিকায় একটা খবর ছাপা হয়েছিল, তার হেডিং হচ্ছে 'চাকচিক্যময় প্রাসাদের অন্তরালে জি, বি, হাসপাতালের কুৎসিত রূপ—পরিচালনা অব্যবস্থায় রোগীদের দুর্ভোগ······এখানে অনেক কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছিনা, এখানে রোগীদের খাবারের কথা, রোগীদের যথাসময়ে খাবার দেওয়া হয়না বা এ্যাটেন্‌ডেন্‌সের কথা ইত্যাদি এখানে আছে। অনেক সময় দেখা যায় প্রয়োজনের সময় ডাক্তার পাওয়া যায় না, এভাবে অনেক বিষয় বস্তুর এখানে উল্লেখ আছে।

এক জায়গার মধ্যে উল্লেখ আছে, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। খাবারের ময়লা গামলা যথাসময়ে সরিয়ে না নেওয়ায় রোগীদের রোগমুক্ত হওয়াতো দূরের কথা, রোগ বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা। এইভাবে আরেক জায়গা আছে—সেটা খোয়াইর ঘটনা, 'আমার ছেলেকে কুকুর দিয়ে মারা হয়েছে, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন' সন্তান হারা মায়ের চিৎকার। তার হেডিং হচ্ছে—'হাসপাতালে কুকুর দ্বারা জীবন্ত শিশুর অপহরণ'এর অভিযোগ'। গণরাজ, ২রা ফেব্রুয়ারী—সেখানে আছে জীবিত এবং মৃতের সহবস্থান' এটা হচ্ছে তার হেড লাইন। আগরতলা ১লা ফেব্রুয়ারী—রোগীটা মারা গেল গত পরশু সকাল ৬টায়, সেটা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। নার্সকে জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাব পাওয়া যায়, উপরে জানিয়েছি, তারা ব্যবস্থা না করলে আমরা কি করব ? সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে উনি বলেন, এ্যাম্বুলেন্সের জন্য খবর পাঠিয়েছি, এ্যাম্বুলেন্স না আসলে আমরা কি করব ?' বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত খবর বেড়ুয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে ফোর্থ রিপোর্ট অব দি এস্টিমেট কমিটি। সেখানে জি, বি. হাসপাতাল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে সবটা পড়ার দরকার নেই। কতগুলি রিলিভেন্ট পয়েন্টস্ আমি উল্লেখ করে যাব। এখানে কমিটির যে অবজার্ভেশন তাতে বলা হয়েছে—

"For the purposc of expansion of G. B. Hospital and Air-Conditioning Operator Theatrce etc. there was a provision of Rs. 1,10,CC0,00 of which a sum of Rs. 7,500.00 was only spent upto September, 1968. The progress of work seemed very slow.' During inspection, the committe examined the accommodation in different wards of G. B. Hospital and it was revealed that there were then 240 general beds and 25 T. B. Beds had been proposed, Even if those 210 beds were sanktioned the accommodation problem would not be solved.

এই সম্পর্কে কমিটী বক্তব্য রেখেছে—

The Committee would, therefore, reccommend that there should de provision of 100 more beds in G. B. Hospital in addition to those 210 beds.

কমিটি যখন ভিজিটে যায়, তখন এক তম্বর মেল্ ওয়ার্ডে যেখানে বেড সংখ্যা হচ্ছে ৪০, সেখানে রোগী পাওয়া যায় ৯৬, আর ২নং ওয়ার্ডে—number of beds was 40, against which, number of patients admitted was 80. এভাবে শুধু একটি দুইটি ওয়ার্ডে নয়, সর্বত্র ইডেন ইন টি, বি, ওয়ার্ড পর্যন্ত যে ক্যাপাসিটি, তার অতিরিক্ত রোগী সব সময় হাসপাতাল

গুলিতে থাকে। এইভাবে সামগ্রিক ভাবে দেখলে দেখা যায়, যেখানে ২৪০+৫০টি বেড আছে, সেখানে ৫০০ শত মত রোগী সব সময় থাকে, এই হচ্ছে অবস্থা।

কাজেই এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে যে দিনের পর দিন লোকসংখ্যার অনুপাতে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে জি, বি, হাসপাতালে যে ২১০টি বেড আছে, আগামীতে যদি আরো বাড়ানো হয় তাতে এই সমস্যার সমাধান হবে না, অন্ততঃ আরও ১০০টি বেড সেখানে বাড়ানো দরকার। কাজেই আজকে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন যে রোগীকে ভর্তি না করলে চলে না, সেই ক্ষেত্রে যারা স্পেসালিষ্ট তারা রোগীর জীবনের কথা বিবেচনা করেই সেই রোগীকে ভর্তি করান ফলে সেখানে যে কত দিতে পারেন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে অসুবিধা দেখা দেয়। আর এই সম্পর্কে আমাদের কমিটির অবজার্ভেশন আরও অনেক আছে আমি সেইসব ডিটেল্সে যাচ্ছি না। সেইখানে আজকে আবার নার্সের প্রশ্ন আছে, একজন নার্সের পক্ষে—সরকারী মতে সেখানে রোগী আর নার্সের মধ্যে একটা রেসিও আছে, একজন নার্স কতজন রোগীকে সেবা করতে পারেন—যেখানে ৪০ জন রোগী, সেখানে যদি আরও ৮০ বা ৯৬ জন রোগী এসে পড়ে, তাহলে কিন্তু সংগে সংগে নার্সদের সংখ্যা বাড়ছে না, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন কিন্তু নার্সের সংখ্যা কোন ক্রমেই বাড়ছেনা, এই নার্স কম থাকার ধরুণও হাসপাতালগুলিতে একটা অব্যবস্থা চলছে। তারপর হাসপাতালগুলিতে যে সমস্ত বিছানা চাদর আছে, সাধারণতঃ সেগুলিকে সপ্তাহে একবার ধোয়া হয়। কিন্তু কার্য্যত সেটা হচ্ছে না। সেখানে একবার যদি কোন রোগী কোন বিছানায় ঘুমিয়ে যায়, তাকে যদি হাসপাতাল অথরিটি রিলিজ করে দেয় বা সে যদি চলে যায় তাহলে তার যে বেড তাতে নূতন করে যদি আর একটা রোগী ভর্তি হয় সেই বেডের মধ্যে যে পুরানো কাপড়-চোপড় ছিল সেগুলি না সরাইয়া নূতন রোগীকে ঐ বেডের মধ্যে ঘুমাতে হয়। অর্থাৎ এই যে নূতন রোগী এল তাকে যে আগের রোগীর ফেলে যাওয়া কাপড় গুলি সরিয়ে দিয়ে নূতনভাবে সেগুলি রিপ্লেস করার কোন ব্যবস্থা হয়ে উঠে না। নূতন রোগীকে বাধ্য হয়ে সেই পুরানো কাপড়গুলির মধ্যে ঘুমাতে হয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এই অবস্থা চলতে থাকে, তার কারণ হল ষ্টকেরও এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে অতিরিক্ত বা নূতন কাপড় দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে আছে ২৪০ বেড, আরও রোগী আসছে অন্ততঃ ৫০০ হবে একটার পরিবর্তে আর একটা রিপ্লেস করার মত আমাদের কাপড়-চোপড় থাকে না, কাজেই এই দিকে আজকে আমাদের সাধারণ ভাবে চিন্তা করতে হয়, যে একটা রোগী কয়েকদিন একটি বিছানায় ঘুমিয়ে যাবার পর সেখানে যদি আর একটা নূতন রোগী আসে বা ভর্তি হয় তাহলে তার আগে পুরানো কাপড়ের পরিবর্তে নূতন কাপড় দিয়ে সেটাকে রিপ্লেস করা উচিত। অন্ততঃ ধোয়া কাপড় সেখানে দেওয়া উচিত, কিন্তু সেই ব্যবস্থা সেখানে নেই। অর্থাৎ পুরাণ কাপড়ের মধ্যেই নূতন রোগীকে ঘুমাতে হয়। সেখানে সাধারণতঃ কোন রোগী চলে গেলে তার মধ্যে

যদি কোন রোগ থাকে ঐ রোগটা আবার যে নূতন এল তারও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাসপাতালে রোগীর রোগ ভাল হচ্ছে না, আমি তা বলছি না, নিশ্চয় সেখানে রোগ ভাল হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু এই যে একটা অব্যবস্থা চলছে, সেটার একটা সুরাহা হওয়া দরকার, অথচ এই দিকে কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। ঠিক তেমনি আর এক দিক দিয়ে যদি আমরা যাই, তাহলে দেখব যে হাসপাতালের রোগীর যে ক্যাপাসিটি তারজন্য বছর বছর যে ইনডেণ্ট দেওয়া হয় যদিও আগে টি, টি, সি'র আমলে একটা সেনট্রাল মেডিকেল ষ্টোর ছিল, ইদানীং এগুলি আছে কিনা আমি জানিনা থাকলেও হাসপাতালের যে সমস্ত মেডিসিনের প্রয়োজন সেগুলির অভাব হওয়ার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু দেখা যায় হাসপাতালের যে অথরিটী তার যে বক্তব্য—১৪০টী রোগীর উপর বেসিস করে বছর বছর কত ঔষধ লাগবে তার উপর নির্ভর করে ইনডেণ্ট দেওয়া হয়। অথচ সেখানে ৫০০ রোগীর অতিরিক্ত হয়ে গেলে তখন সেই ঔষধ থাকার কথা নয়, সেগুলি শেষ হয়ে যায়, তখন আর বাজারেও অনেক সময় ঔষধ কিনতে পাওয়া যায় না। এই অবস্থা চলছে। আর একটা দিকে আমরা দেখেছি যে টি, টি, সি'র আমলে সমস্ত রাজ্যের মধ্যে টি, টি, সি'র আণ্ডারে যে সমস্ত হাসপাতাল ছিল, সেগুলির জন্য সমস্ত ঔষধপত্রাদি একটা সেনট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোরসের মধ্যে থাকত বা তার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং যথাসময়ে সেগুলি বিভিন্ন সাবডিভিশনের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে গাড়ী দিয়ে পাঠাবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজকে এই সব ব্যাপারে একটা অরাজকতা চলছে বা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি সে রকম সেনট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোরসের মধ্যে থাকে কি না, তার কিছুই জানা যায় না। থাকলেও সেখানে খুব একটা পরিমাণ নেই বলে আমার মনে হয়। কেননা এই কয়েকদিন আগে সেখানে সেলাইন জাতীয় ঔষধ পাওয়া যায়নি, তারপর এনট্রোকুইনাইন বা অক্সিজেন, পেনিসিলিন, কোরামাইন্ট্রাইন, এমন কি এক্সরে প্লেইট পর্য্যন্ত সেখানে পাওয়া যায় না। এই গত পরশুদিন আমি একটা কাজে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, সেখানে হাসপাতালের যে একজন ষ্টাফ নার্স ছিল, সে রোগীকে বলল যে এক্সরে প্লেইট নিয়ে আসুন—আমি কথাটা শুনতে পেয়ে বললাম কেন? এক্সরে প্লেইট তো হাসপাতাল থেকে দেওয়ার কথা, নাই নাকি? সে বলল না—হাসপাতালে কোন এক্সরে প্লেট নাই। এই ভাবে এক্সরে প্লেট না থাকার দরুণ বহু রোগীকে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে, যদিও এগুলির জরুরী প্রয়োজন আছে, মোট কথা এক্সরে প্লেটের অভাবে সেখানে এক্সরে করা যাচ্ছে না। তাছাড়া যেমন কিছুদিন আগে শহরের মধ্যে সাংঘাতিক দাস্ত একটা রব উঠেছিল যে হাসপাতালে কোন সেলাইন নেই। এই সব অবস্থা কেন হয় এবং কি কারণে হয় এই বিষয়ে অবশ্য জনমনে একটা কথা প্রায়ই শুনা যায় যে এর মধ্যে রুলিং পার্টির দুই অংশের মধ্যে ঠেলাঠেলি চলছে। অথচ আমাদের হাসপাতালে অনেক ভাল ভাল ডাক্তার বা স্পেশালিষ্ট আছেন—এক-একজন এক-একটা লাইনে বিশেষজ্ঞ। এমন কথাও নাকি শুনা যায় যে আমাদের যে সব স্পেশালিষ্ট আছেন ওনারা যখন নাকি ঔষধের প্রেসক্রিপশান করেন যে এই ঔষধটা দিলে পরে রোগীর রোগ খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাল হবে বলে মনে করেন এবং তারা সেভাবে বিশেষ কোন ঔষধের জন্য প্রেফার করেন তখন নাকি আমাদের যিনি পাবলিক হেলথ এ্যাণ্ড মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর

আছেন তিনি ঐসব ঔষধগুলি ক্যান্সেল করে দেন। যেমন অনেকগুলি ঔষধের জন্য ইন্ডেন্ট দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন যে অত কি হবে, ঐ সব কমিয়ে দাও, এভাবে তিনি কাটছাট করে অনবরত সব কিছুতেই একটা না একটা বাধার সৃষ্টি করেই চলছেন। এই ভাবে আজকে আমাদের হাসপাতালগুলিতে কাজকর্ম চলছে। অনেক সময় এই সব ব্যাপারে চিন্তা করলে পরে মনে হয় যে—সেটা যেন একটা ঠেলাঠেলির ঘর খোদায় রক্ষা কর, এই রকমই চলছে।

তারপরে আছে আমাদের এম্বুলেন্সের অভাব। বর্ত্তমানে আমাদের আগরতলাকে একটা সিটি বলা যেতে পারে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে। এই কিছুদিন আগে একটা রোগী নিয়ে আমি ভি, এম, হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি প্রায় ২।৩ ঘণ্টা বসেছিলাম—দেখলাম যে সেখানে মিনিটে মিনিটে রোগী আসছে—কেউ গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে আসছে, কারো মাথায় চোট লেগে আসছে, কারো বা হাত পা দুই ভেঙ্গে আসছে, কেউ আবার এক্সিডেন্ট হয়ে আসছে, এর সবগুলিই সিরিয়াস কেস, কিন্তু তাতে ডাক্তার মাত্র একজন ডিউটিতে থাকেন, তাঁতে তার ডিউটি আওয়ার্সের মধ্যে এসব করে পাগলের মত হয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে এম্বুলেন্স মাত্র দুইটা, সেগুলি সিরিয়াস রোগী আনতে যাচ্ছে, মেটারনিটির ব্যাপারেও সেগুলি কেরি করছে, তারপর অনেক রাস্তাঘাটের এক্সিডেন্ট তো আছেই। সেখানে এই দুইটি দিয়ে হয় না। ইদানিং আবার দুইটার মধ্যে একটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং গ্যারেজে পড়ে আছে। এখন মাত্র একটি আছে, তাও আবার অচল অবস্থায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সমস্ত তো আপনারও অনেক জানা আছে। তারপর আর একটা হচ্ছে জলের সংকট, এই সম্পর্কে আগেও আলোচনা হয়েছিল। প্রায় সময়ে এই জলের একটা সংকট লেগেই আছে, ইদানিং কালে এটা যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর এখানে আমি একটা রেফারেন্স দিয়েছি, সেটা শুধু খোয়াই হাসপাতালের ব্যাপারে নয়, আমাদের এই যে ভি, এম, হাসপাতাল তাতেও প্রায়ই দেখি যে ইঁদুরের একটা বিকট চীৎকার। একটা দুইটা নয় প্রায় ৬।৭টা এক সংগে। আমরা যখন এষ্টিমেট কমিটির অবজার্ভেশন করার জন্য জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছিলাম, তখনও এসব দেখেছি যে সেখানে ৬।৭টার মত হবে বিভিন্ন ওয়ার্ডের উপর দিয়ে দৌড়াদৌড় করছে, এমন কি উপরের ওয়ার্ডগুলিতে পর্য্যন্ত। আর নূতন মানুষ দেখলে তো ভীষণ ভাবে হাউ হাউ করে উঠে। এই সম্পর্কে আমি অবশ্য সুপারিন্টেণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, যে আমি তো মিউনিসিপ্যালিটিকে সংবাদ দিয়েছি, ওরা কিছু না করলে আমরা কি করব? যেমন একটা খেয়ালী ভাব। এই হল অবস্থা। তারপরে আছে কম্বল-টম্বল এর অভাব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটারও সর্টেজ, সেখানে কাপড়ের সংখ্যা কিছু কম হলেও চলত, তাও আবার টকে বেশী থাকে না। কম্বল দেওয়া হয় রোগীদের শীত থেকে রক্ষা করার জন্য, আজকে সেটার ব্যবস্থাও নেই এর চেয়ে আর কি অব্যবস্থা হতে পারে। তারপর হল ডাক্তারদের ডিউটি আওয়ার্স সম্পর্কে, এই সম্পর্কে আমাদের সুপারিন্টেনডেন্ট বলেছেন যেএকটা পরিবর্ত্তন করা হবে……।

Mr. Speaker :-- The House stands adjourned till 2 P.m. to-day. The member speaking will have the floor.

MR. DY. SPEAKER—Now I call on Hon'ble Member, Sri Aghore Deb Barma.

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে যে system আছে সেই system-এর মধ্যে ৭-৩০ থেকে ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত এখন যে time আছে তাতে জনসাধারণ যে কি অসুবিধা ভোগ করছে তাহা এই House এর যারা member আছেন তারাও জানেন। যারা দূর থেকে বা বিভিন্ন দূরবর্ত্তী মফঃস্বল এলাকা থেকে হাসপাতালে আসেন তারা অনেক সময় খুব ভোরে রওনা দিলেও বাস যথাসময়ে না পাওয়ার দরুণ ঠিকমত হাসপাতালে পৌছতে পারে না, বা ১০টা ১০-৩০ মিনিটে গিয়ে পৌছল, কিন্তু তখন ফিরে আসা ছাড়া তাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় যখন নাকি তেলিয়ামুড়া থেকে কোন রোগী আসল, Pathology list এর জন্য যদি তার stool বা blood পাঠাতে হয় তাহলে ৮টার মধ্যে সেটা পাঠাবার নিয়ম। সমস্ত formalites maintain করার পর ৮টার মধ্যে Pathology clinic এ stool, blood পাঠাইতে হয়। ঐ সময়টা পার হয়ে গেলেই বলে দেয় যে আজ আর নেওয়া হবে না। কাজেই পরদিন আবার তাকে তেলিয়ামুড়া থেকে এসে দিতে হয়। ফলে একই অবস্থা দাঁড়ায়। এখানে যে ভাবে time রাখা হয় এটা অসম্ভব ব্যাপার। ফলে রোগীদের একটা অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ সাধারণত হোটেলেও রোগীদের রাখা হয় না। ফলে তারা একটা মস্তবড় সমস্যায় পড়ে। এমনও দেখা যায়, ১১-৩০ মিনিটের পর বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা আর আসিতে পারেনা, তারা তখন ঐখানে দোকান থেকে অন্যান্য খাওয়ার কিনে খেয়ে হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে থাকে। পরের দিন যখন হস্পিটাল খুলবে তখন আবার তাকে গিয়ে লাইন ধরতে হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে বর্ত্তমান যে system সেটা দ্বারা জনসাধারণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছে। জনসাধারণের জন্যই যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে আজকে জনসাধারণ কিভাবে সুযোগ সুবিধা পায় সেদিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকার। Time আছে ৭-৩০ থেকে ১০-৩০ duty time, এর একটু এদিক ওদিক হলে কেউ থাকে না। ডাক্তাররা যে যেমন চলে যান। কাজেই এই duty hours এর পরিবর্ত্তন করা দরকার। এটা আমার নিজের কথাই নয়, Estimate Committeeতেও এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। V. M. এবং G. B. Hospital এর supdt. ও এই সব অসুবিধার কথা স্বীকার করেন। এবং duty hours পরিবর্ত্তন করার জন্য নিজেও proposal দিয়েছেন ৯টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত করার জন্য। এটা করলে বাহিরের রোগীদের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হচ্ছে না। আর ঔষধ পত্র এবং water supply এর কথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি। এখানে আর একটা কথা অবশ্য ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়ে গিয়েছে তাহল বিছানাপত্র সম্পর্কে। একমাসেও বিছানাপত্রগুলি ছারপোকায় ভর্ত্তি। শুধু

বছানায় নয় আসবাবপত্রেও ছারপোকা ভর্ত্তি। জানালা দেওয়াল সারা বৎসরে একবার পরিস্কার করা হয় কি না সন্দেহ। জানালা দেওয়ালে মাকড়শা ও অন্যান্য পোকামাকড়ে বাসা বেঁধে আছে। শুধু floor টা ফিনাইল দিয়ে পরিস্কার করা হয়। এটা formality-র মধ্যে, কোন রকমে দায়সারা গোছের করা হয়। আর আশেপাশের ড্রেনগুলির যা অবস্থা তা অবর্ণনীয়। Hospital-এর কাছে গেলেই একটা বিষাক্ত গন্ধ, নাকে কাপড় দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ১১টার সময় রান্না শেষ হয়ে থাকে আর রোগীদেরে দেওয়া হয় ২টা ২॥টার সময়। শুধু আমার কথা নয়, Estimate Committee-র observation-ও এ সম্পর্কে আছে যে ২টা ২॥টার পূর্ব্বে কোন দিন খাওয়ার দেওয়া হয় না। যে সমস্ত র‍্যাক খাবার রাখার জন্য দেওয়া হয় সেগুলি ব্যবহার করা হয় না। বাহিরে রেখে এগুলি নষ্ট করা হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইতিপূর্ব্বেও এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে যে for inadequate supply of and time to time failure of electricity Blood in Blood Bank is spoiled. অর্থাৎ the doctor in the operation theatre have to keep his operation stopped. যে সমস্ত Blood, Blood Bank-এ রাখা হয় lack of Electricity supply-এর দরুণ সব নষ্ট হয়ে যায়। আর হঠাৎ যদি কোন emergency operation-এর প্রয়োজন হয় electricity জন্য তা বন্ধ রাখতে হয়। যে সব কাজ এখনই করা দরকার তা যদি electricity-র জন্য held up করে রাখতে হয় তবে সেই emergency-র কোন মূল্য নেই। এবং এই অবস্থায় রোগী মরতে বাধ্য। অতএব এই সব অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার এবং G. B. Hospital-এর জন্য আলাদা একটা generator থাকা দরকার। এইগুলি আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, এই water crisis এবং electric crisis অনবরতই চলছে, এটা বরাবরের ঘটনা। কাজেই মানুষের জীবন যদি রক্ষা করতে হয় তবে সেই সব দিকে অতি অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আর নার্স সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে। নার্স recruitment করার জন্যে একটা selection board থাকে। Board selection করে তারপর appointment দেওয়া হয়। কিন্তু Minister-দের request এ এমন সব নার্স দের appoinment দেওয়া হয়, যাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই এমন কি তারা ইনজেকশান পর্য্যন্ত দিতে জানে না এতে অনেক বিপদের সৃষ্টি হয়। নিজেদের ত অপদার্থতা আছেই, উপরন্তু আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনদিগকে তুষ্ট করার জন্য, খুশি করার জন্য, খেয়াল খুশি মত অপদার্থ লোক নিয়োগ করা হয় তাহলে চিকিৎসা বিভ্রাট হবেই। আর O.T. নার্স একটা problem। এখানে Estimates Committee-র observation-এ আছে যে O.T. nurse was another problem in the Hospital and trained O.T. nurse was immediatly necessary for which necessary arrangement should be made, the Committee would expect. In course of examining the wards the Committee observed that in winter season there was no rug in the bed of some of the patients

ইত্যাদি অনেক কিছু আছে, in details-এ আমি যাচ্ছি না, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় hospital-এর mis-management অনেক আছে তা বলে শেষ করা যাবে না তবু কয়েকটি বিষয়ে আজকে এই House-এর মধ্যে বলতেই হয় যেমন maternity ward, নিয়ম হচ্ছে V. M-এ maternity ward-এর charge-এ যে ডাক্তার থাকেন তার জন্য আলাদা একটা quarter এর provision আছে কিন্তু দলীয় কোন্দলের জন্য যিনি charge এ ছিলেন তাকে বদলি করা হল। কিন্তু বদলি হওয়া সত্বেও তিনি পূর্বের কোয়ার্টার ছাড়লেন না। এরপর যাকে metcrnity word এর charge দেওয়া হল তিনি থাকেন কাঙ্কুটিলায়। ফলে সন্ধ্যার পর সবদিন maternity word এ ডাক্তার থাকে না। সন্ধ্যার পর duty-ই দেন না। মিনিষ্টার বলেছেন ডাক্তার duty দেন। কাগজে পত্রে কেউ দেন কিনা জানি না, কিন্তু কার্যত দরকারের সময় পাওয়াই যায় না! Reference স্বরূপ একটা ঘটনার কথা আমি বলছি যে Professor সুবোধ ভট্টাচার্যীর মেয়ে শীলা ভট্টাচার্য্যিকে গত ডিসেম্বর মাসে যখন maternity ward-এ ভর্ত্তি করা হল তখন রাত্রে ২টার সময় কোন ডাক্তার পাওয়া গেল না। কারণ charge এর ডাক্তার না থাকলে অন্য ডাক্তার কেন আসবে। কারণ তার কোন duty নাই। কাজেই তার যাওয়ারই প্রশ্ন উঠেনা। রাত্রি ২টা ২॥ টার সময় তিনি সন্তান প্রসব করলেন তার stich করা হল পরের দিন বেলা ১০॥ টার সময়। আর after delivery labour room থেকে তাকে হাঁটিয়ে দোতালায় নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক সময় patient labour room এ ঘণ্টার পর ঘণ্টাও পড়ে থাকে।

আর Oxygen এর কথা, এই ব্যাপারেও উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি যে কিছুদিন আগে উমা দত্ত, নার্স ওনার ছেলে children ward এ ছিল। তাকে অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হল। কিন্তু সেই প্রয়োজনের সময় অক্সিজেন পাওয়া গেল না। অক্সিজেন ষ্টকে নাই। তাকে তখন অক্সিজেন দেওয়া গেলনা, তবে ভাগ্যের জোরে ছেলেটি বেঁচে গেছে। এরকম বহু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রয়োজনের সময় অক্সিজেন বা সেলাইন পাওয়া যায়না। এইরূপ সব জিনিষই, ব্যাণ্ডেজের তুলা থাকে না কাপড় পাওয়া যায় না। আর যে দিন ভর্ত্তি হয় সেদিন ত রোগীর খাওয়াই মিলে না। পরের দিন তার পাওয়ার কথা। অনেক সময় পরের দিনও diet মিলে না এমনও ঘটনা আছে। অন্যের কথা না হয় বাদ দিলাম আমি নিজেও হাসপাতালে ছিলাম দেখলাম ২টা ২॥ সময় যে খাওয়া দেওয়া হয় তাতে অনেক গোলমাল হয়ত সবাইকে ঠিক মত diet দেওয়া হল না, হয় একজনের diet অন্য জনকে দেওয়া হল এরপর যখন রোগীরা গোলমাল করে তখন হয়ত নার্সরা ডাক্তারের লেখাগুলা দেখেন, দেখে বলেন ভুল হয়ে গেছে। অব্যবস্থা বলতে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। আর একটা মজার কথা হল যেটা committeeর observation মধ্যেও আছে। যেটা করা হয়েছে—Then the committee examined the supply of diet to the patients and it was revealed to the committee that mid day diet was not supplied আমি

একথায় পরে আসছি।

It was further revealed that contractor was supplying meat instead of fish because of the fact that the rate of fish quoted by the contractor was Rs. 1/- per K. G. where as that of meat was Rs. 7·50 per K. G. the contractor very tactfully befooled the authority in accepting the lowest rate with motive to make extra profit. But the committee was astonished as to how a department could accept the rate of Rs. 1/- per K. G. of fish when in open market fish was selling at Rs. 5/- to Rs. 7/- per K. G. The acceptance of such rate was very much unreasonable and injudicious specially when the department had right to reject it. This should be looked in to and the committee was interested that fish was supplied to the patients and whenever meat was necessary ইত্যাদি। অর্থাৎ মাছ supply দেওয়া দরকার কিন্তু করবে না। contractorদের খুসিমত supply দেয়। এটাও একটা অব্যবস্থা। এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত কথা নয় কমিটিরও observation এবং প্রায় সব লোকেই এটা জানে।

Emergency block একটা হবে শুনেছিলাম এবং তার সাইনবোর্ডও V. M. hospital এর সামনে দেখেছিলাম কিন্তু কি কারণে তা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল জানিনা। Superentendent নিজেও এ সম্পর্কে খুব interested ছিলেন। ইদানিং আবার committee observation করার পর G. B. তে পাঁচ ছয়টা বেড দিয়ে একটা emergency block খোলা হয়। এটা খুবই দরকারী শুধু G.Bতে নয় V.M. এও এরকম block আর একটা খোলা দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজ সামগ্রিকভাবে hospital এ যে কি একটা অব্যবস্থা চলছে সে সম্পর্কে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মোটামুটিভাবে আমি সব কিছু বলেছি। ডাক্তারদের সম্পর্কেও বলেছি যে অনেক অভিজ্ঞ এবং ভাল ভাল ডাক্তার এখানে আছেন তারা কাজ করতে চান জনসাধারণের সেবা করতে চান, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। অর্থাৎ রোগীদের প্রতি সেবা যত্ন ওনাদের সাধ্যমত ওনারা করেও থাকেন। কিন্তু hospital এ যদি ঔষধ না থাকে বা কোন জিনিষপত্র যন্ত্রপাতি না থাকে তাহলে আর তাদের কিছু করার থাকে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও বলতে হয় যেমন একটা ঘটনা প্রায় ৪/৫ মাস আগে চড়িলাম থেকে একটা রোগী আসত। সেই রোগীটিকে চিকিৎসা করতেন supdt. নিজে। এক সময় supdt. অসুস্থ ছিলেন সেই সময় রোগী তাকে হাসপাতালে পায় নাই। সে একদিন ঘুরে ফিরে চলে যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়। আমিও জানতাম না যে supdt অসুস্থ। আমি একটা চিঠি লিখে আবার তাকে পাঠালাম তখন supdt. এর charge ছিল Dy. supdt. তার কাছেই সে চিঠিটা নিয়ে দিল। Dy. supdt. চিঠির উপর কিছু লিখলেন না, ডাক্তার করের কাছে তাকে পাঠালেন। ডাক্তার করকেও পাওয়া গেল না। পরদিন সম্ভবতঃ সেই সময় Assembly session ছিল, যাহোক আমি সময় করে hospital এ গেলাম এবং Dy

supdt. সঙ্গে দেখা করলাম। Dy. supdt. বললেন আমি ডাক্তার করের কাছে পাঠিয়েছি। এটা surgical ব্যাপার তার কাছেই দিতে হবে। Dr. Kar তখন O.T.তে ছিলেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তার সঙ্গে দেখা হল তখন তার সঙ্গে সেই case টা সম্পর্কে আলাপ করলাম তখন Dr. Kar আমাকে বললেন যে আজত আর সময় নেই কাল বরং একটা চিঠি দিযে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন। পরদিন ঐ ভদ্রলোক চিঠিটা নিয়ে ডাক্তার করের সঙ্গে দেখা করল। চিঠি দেখে ডাক্তার কর রেগে গেলেন কারণ চিঠির মধ্যে লেখা ছিল "To the Superentendent ডাক্তার কর সম্পর্কে address এ লেখা নাই। ফলে কি হল? রোগী দেখা তো দূরের কথা যেহেতু Superintendent এর নাম লিখা সেজন্য কাগজটা পড়লেন না। তার মাথায় ছুড়ে মেরে বললেন "Get out" সে বেচারা পাইলস্ এব রোগী, তখন গাড়ী ছিল না, গাড়ী ছাড়া আসার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে ফিরাতে ফিরাতে প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটায় বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। এই ঘটনাটা আমি Dircetor of Health Service এরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তার একটা কপি আমি Minister মহোদয়কেও দিয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে চিঠির মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি থেকেও থাকে ডাক্তারে রোগী দেখবেন এবং তাকে বুঝায়ে বলবেন যে এভাবে চিঠি লিখে আনা তোমার উচিত হয় নি, তুমি রোগী মানুষ তুমি একটু বাইরে যাও, আমরা সকলকে দেখি। তাকে দেখে একটা উপদেশ দেওয়া বা প্রেস্‌কিপসন দেওয়া উচিত ছিল, যেহেতু Superintendent-এর নামে লেখা, সেজন্য বললেন Superintendent-এর কাছে যাও। আমার কাছে কেন আসলে? কাজেই আমার বক্তব্য হল, সকল ডাক্তারই যে এক রকম্ ব্যবহার করেন সেটা আমি বলছি না, তবে এই জাতীয় যেসব অভিযোগ আসে এগুলি তদন্ত করে দেখা মন্ত্রী মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দরকার। দোষ যদি থাকে তাহলে এগুলি ওদের নজরে আনা দরকার এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয়ত আর একটা জিনিষ কি দেখি? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালে রোগীর ভিড় অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে হাসপাতালে আজকাল অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন সে কথা আমি স্বীকার করি। এত ভীড় হয় duty hours-এ ডাক্তাররা প্রায় পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। কাজেই এসব দিক দিযে বিচার করে বিবেচনা করে আমাদের তাড়াতাড়ি হাসপাতালের বেড বাড়ানো এবং construction বাড়ানো এবং ডাক্তারের staff বাড়ানোর কথা চিন্তা করে দেখা দরকার। কাজেই এই দিক দিয়ে শুধ formality maintain করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আমাদের হাসপাতাল আছে, ডাক্তার আছে nurse আছে, সেটা তো যথারীতি চলছে এই রকম একটা আত্মসন্তুষ্টি মনোভাব নিয়ে চলা ঠিক নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে চিকিৎসা করে আজকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। সেই দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে আজকে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়, তা আরও

বাড়ানো দরকার। এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য নয়। এটা সম্বন্ধে Estimate Committee-রও observation আছে! শুধু Committee নয়, সমস্ত মানুষই বলবে। Minister নিজেও জানেন না এমন কথা নয়, কাজেই জনসাধারণের এই অসুবিধাগুলি যাতে দূর করা যায় সে দিক দিয়ে নজর দেওয়া দরকার। আর একটা সাধারণ ব্যাপার House-এর সামনে আমি রেখেছি একটা উদাহরণ হিসেবে। সেটা হল কুকুরের উৎপাত, অনেকে রোগী দেখার সময়ে রোগীকে খাওয়ার কিছু দিয়ে গেল, কিন্তু তাহা রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই, কুকুর এসে তা নিয়ে গেল। একটা বাচ্চা সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে গেল, মেরেই ফেলল, এই যে একটি করুণ কাহিনী এ সব সাধারণ ব্যাপারগুলির কি কোন প্রতিকার করা যায় না? মিনিষ্টার আজকে হয়ত reply দিবেন আমরা অক্সিজেন দেই, সেলাইনও দেই, সব কিছুর প্রতিকার করি। কিন্তু আজকে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কি দেখতে পাই? আজকে যে ভাবে করা হয় বা যতটুকু প্রয়োজন, যে পরিমাণে সেলাইন ইত্যাদির দরকার, সেই পরিমাণে তাহা supply করা হচ্ছে না। যে পরিমাণে ঔষধের দরকার সেই পরিমাণে ঔষধ supply করা হচ্ছে না। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে যারা specialist আছেন, যারা অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন, তাঁরা কিভাবে যে চিকিৎসা পরিচালনা করবেন সেটা বড় চিন্তনীয় ব্যাপার। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে প্রতিকার করার কতটুকু করেছেন আমি জানিনা। যদি প্রতিকারের চেষ্টা করেও থাকেন তবে কেন যে প্রতিকার হচ্ছেনা আমি বুঝিনা। কাজেই যে সমস্ত বিষয় বস্তুগুলি আজকে immediatly করা দরকার সেগুলি অতি সত্বর যাতে করা হয় তার চেষ্টা করা উচিত। যেমন একটা maternity ward এর কথা, Saline এর কথা, অক্সিজেনের কথা বলেছি বা বেন্ডিজের কাপড়, কটন ইত্যাদির কথা আমি উল্লেখ করেছি। Immediate যদি এগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় বা করতে না পারেন তাহলে আমি শুধু Medical Deptt.-এর একজন মন্ত্রী হয়ে শুধু নাতিনের বাড়ী যাওয়া আসা, এভাবে গদীতে থেকে লাভ কি? আমি বলতে চাই বর্ত্তমান Medical Deptt.-এর যে অবস্থা এর থেকে T.T.C. এর আমলে Administration-এর direct control অনেক better ছিল। অভিযোগ করলে তখন প্রতিকার পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অভিযোগ করলেও বিশেষ কোন কাজ হয় না। একটা কলেরার রোগী আসল, সেলাইনের কথা বলা হয়, সেলাইনতো নাই, বাজার থেকে কিনতে হল। কিন্তু বাজার থেকে কিনতে কিনতে এমন অবস্থা হল বাজারেও পাওয়া যায় না। অথচ নির্বিকার তিনি কেবল গাড়ী নিয়ে ঘুরাফেরা করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Minister-in-charge কে আজকে এই Assembly-র মধ্যে এর জন্য দায়ী করব। Ruling party-র Hon'ble Member যে একটা প্রস্তাব এনেছেন, সেটা বেলটিং হয়ে গেছে, List of Business এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থেকে প্রস্তাবটা বাতিল করে দিলেন। তাতেই মনে হয় আজকে অবস্থাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। একজন মিনিষ্টার একটা Deptt.-এর incharge-হয়েও যদি এটা পরিচালনা করতে না পারেন তবে আমি request করব তিনি যেন এই Deptt.

ছেড়ে চলে যান, অনর্থক এই বদনামের ভাগী হয়ে তো কোন লাভ নাই। আজকে যদি এই সৎ সাহস থাকে যে, সমস্ত অসুবিধাগুলি আমি দূর করব তাহলে অতি সত্বর এগুলি দূর করার জন্য তাঁর সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাহলে আজকে Public এইরূপে harrasment হয় না, কাজেই এদিকে নজর রেখে আজকে হাউসে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে G.B. এবং V.M. Hospital-এ যে একটা অবস্থা চলছে বার বার এটার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। এটা যেন সাঙ্ঘাতিক অবস্থা, রীতিমত একটা অচল অবস্থা চলছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই সমস্ত বিষয়বস্তু টেকআপ করা দরকার বা এটার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার। আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলেছি এম্বুলেন্সের কথা, ডায়েটের কথা, মেডিসিনের কথা, ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইর কথা এবং ওয়াটার সাপ্লাইর কথা— সেখানে এই সমস্ত সব কিছুতেই মিস্‌মেনেজমেন্ট চলছে, তাই সেইগুলির একটা সুরাহা করা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি। যদি তার প্রতিকার না হয়, তাহলে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান রাখার কি লাভ আমি অন্ততঃ বুঝে উঠতে পারছি না, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আর যদি না পারেন, তাহলে আপনাদের বলা উচিত যে আমরা সাহায্য চাই। এটা যদি সত্যি হয় যে 'ঠেলাঠেলির ঘর খোদা রক্ষা কর'। আর এখন যিনি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর আছেন, তিনি নিজে কোন বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিষ্ট কিনা সেটা আমি জানি না, হয়তো এডমিনিষ্ট্রেটিভ দিক দিয়ে তিনি অভিজ্ঞ থাকতে পারেন। কিন্তু যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, ডাক্তার হিসাবে বা স্পেশালিষ্ট হিসাবে ওনাদের মত তিনি নাও হতে পারেন। কাজেই এখানে কন্ট্রাডিকশান, হয়, তাই আমি বলছি যে আজকে জি, বি, এবং ভি, এম, এর যে সমস্ত স্পেশালিষ্ট আছেন, তাদের মতে যদি রোগকে প্রতিরোধ করতে তারা চাইছেন এবং সেজন্য তারা ইন্‌ডেন্ট দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখানে বসে বসে সেগুলি বাদ দিয়ে দিলেন। যেখানে ৩৫ হাজার সেলাইনের দরকার সেখানে বলা হয় যে ১২ হাজার এ চলবে। অভিজ্ঞতায় বলছে যে ৩৫ হাজার যেটা তারা দিয়েছেন সেটাই প্রয়োজন। কিন্তু উনি সেখানে কাটছাট করে বললেন যে ১২ হাজারেই চলবে। তাতে কি করে যে কাজ চলবে আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারি না। সেখানে তাদের ডাইরেক্টারের উপর কিছু করার নেই। ক্লরোমাইসিন এন্ট্রাকুনাইন এই রকম আরও ঔষধ ইত্যাদি আছে যেগুলি খুবই দরকার। আজকে আমরা যেটা জানি যে হাসপাতালে যদি আমাদের কোন বন্ধুবান্ধবের রোগী অনেক সময় ভর্তি হয়, মাঝে মাঝে আমি নিজেও গিয়েছি। যদি সেখানে ভাল করে চিকিৎসা করতে হয় তাহলে রোগীকে ভাল ভাল ঔষধ যেগুলি ডাক্তাররা বা স্পেশালিষ্টরা প্রেস্‌ক্রাইব করে দেন, বাজার থেকে তাদের কিনে নিতে হয়। শুধু এগুলি নয়, ইন্‌ডোর থেকে যে ঔষধগুলি দেওয়া হয় সেগুলি অনেক সময় বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। অর্থাৎ ইন্‌ডোর থেকেও ঔষধ দেওয়া হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম অবস্থা চলছে। আগে যে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর্স ছিল, সেখানে ঔষধগুলি সব সময়ের জন্য ষ্টক থাকত। জি, বি-তে যখন যাই, তখনই দেখতে পাই যে কিচেন রুমের দিকে গেলে পর

অনেকগুলি ঔষধের প্যাকেট বারান্দায় এলোমেলো ভাবে এদিক সেদিক পড়ে রয়েছে। সেখানে কিছুদিন আগে আগুন লাগার একটা ঘটনাও ঘটেছিল। সেই সম্পর্কে একটা ইনভেষ্টিগেশন করার কথা আছে এবং এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তার উত্তরে ওনারা বলেন যে মেটারিয়েলস্ আণ্ডার কালেশান্. আর তা বলে তখনকার মত তারা সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তার পরবর্ত্তী সময়েও আমরা প্রকৃতপক্ষে জিনিষটার যে কি হল, তার কোন জবাব পাই না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যদি হাসপাতালগুলিকে আমাদের ওয়েল ইকুয়েপ্‌ড করে তুলতেই হয়, তাহলে বেড নাম্বার বাড়াতে হয়, কনষ্ট্রাকশান বাড়াতে হয় এবং সেন্‌ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোরের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা যে আছে, সেটাও আমাদের উপলব্ধি করা একান্ত দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আর আমাদের যে সমস্ত স্পেশালিষ্ট বা ডাক্তার বাবুরা আছেন, তারা যা যা মেডিসিন চাইবেন বা প্রেসক্রাইব করবেন এবং ঔষধের জন্য তারা ইন্‌ডেন্ট দিবেন সেই মত তাদেরকে মেডিসিনগুলি আমাদের সাপ্লাই করা একান্ত দরকার। কিন্তু এইভাবে যদি টানাহেঁচড়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, তাহলে জনসাধারণের আরও যে কত দুর্ভোগ আছে, তার কোন সময় সীমা আমরা খুজে পাব না এবং সেগুলি দিনের পর দিন আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না বলে আমার ধারণা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দেওয়া উচিত নয় বলে আমি মনে করি, তাই আমি এই দিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমার মোশানটি এখানে রেখেছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্তঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে একটা মোশন এনেছেন জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতাল এর বর্ত্তমান অকারেন্স সম্বন্ধে, সেখানে তিনি এই মোশন রাখতে গিয়ে অনেকগুলি ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে সেখানে নাকি কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল রয়েছে ইত্যাদি, আমার মতে এগুলি ওনার কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালের যে বর্ত্তমান অবস্থা, তাকে নিয়ে আমারাও বিশেষ ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কারণ, হাসপাতালের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে দুইটি দিক রয়েছে, তার একটি হল 'এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন' আর একটা হল ট্রিটমেন্ট এ্যাণ্ড মেডিসিন ইত্যাদি। সেখানে আমাদের ভাল ভাল ডাক্তার বা স্পেশালিষ্ট রয়েছে, সে দিক দিয়ে আমাদের কোন বিরূপ বক্তব্য নেই। কিন্তু সেই ডাক্তাররা বা স্পেশালিষ্টরা কি করবে? যদি না এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সাইড সেখানে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে রিলিফ না দিতে পারেন আর সেগুলি যদি না দেওয়া যায়, তাহলে সেখানে নানা রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই জন্য আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে—যেখানে এই ব্যাপারে বছর বছর আমাদের বাজেট বাড়ছে--আমরা দেখেছি যে ১৯৬৬—৬৭ সালে যেখানে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৫৫ লক্ষ টাকা সেখানে আমরা খরচ করেছি ৫৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আমরা একসেস খরচ করছি। এবারেও আমরা দেখছি যে যেখানে ৬৬ লক্ষ টাকার মত সেখানে

আমরা আরও বেশী খরচ করব। কিন্তু ঔষধের ব্যাপারে এবং রোগের ব্যাপারে আমরা যদি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা কি তার জন্য একটু বেশী খরচ করতে পারি না? এই যে এখানে ১০০টি বেড বাড়াবার প্রস্তাব আছে, সেটা কোন দিন হয়ে উঠবে বা সেটার কনষ্ট্রাক-শন কোন দিন হবে তা অবশ্য আমরা জানিনা। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থা—যেখানে কাগজে পত্রে আছে ৫ জন রোগীর জন্য ১ জন নার্স সেখানে কার্য্যতঃ দেখা যায় যে ১৬ রোগীকে ১ জন নার্স সেবা করছে। সেখানে যে ওয়ার্ড আছে, তাতে যদি আপনারা যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে এক একটি ওয়ার্ডে সেখানে ৪০ জনের জায়গায় এবারেজ ৯০ জন পেসান্ট আছে এবং সেগুলির অবস্থা কি আপনারা মফঃস্বল এর বাজারে গিয়েছেন তারা অবশ্যই দেখতে পেয়েছেন যে গাড়ীতে করে যেমনি ভাবে ছাগল পাঠা নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেভাবে হাসপাতা-লের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডেও যেন রোগীতে বোঝাই করে রাখা হয়েছে। সেখানে যারা ম্যাডি-ক্যাল অফিসার রয়েছেন তারা নিজেরাও অনেক সময় অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ পাচ্ছেন না। এখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সাইডে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে, সেইগুলি অবশ্য লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার নয়। যেখানে এক্সেস এক্স্পেণ্ডিচার হচ্ছে, যেখানে তারা ৩ লক্ষ টাকার বেশী অতিরিক্ত খরচ করতে পারছেন, সেখানে এই যে কতগুলি জিনিষ তারা তা ইজিলী করতে পারেন। সেখানে প্রথমেই আমাদের চিন্তা করতে হয় যে হাসপাতালে যে বেডগুলি দেওয়া হয়, তাতে যে বেডসীড দেওয়া হয় সেগুলি প্রায় সময় ধোয়া হয় না। এখন সেখানে যে রোগী থেকে গেল, সে কি ধরণের রোগী ছিল, সে কি টাইফয়েডের রোগী না আমাশার রোগী বা কোন ছোঁয়াচের রোগী ছিল, যে চলে যাওয়ার পর তার বেডের উপর যে সব কাপড় চোপড় ছিল সেগুলি না সরিয়ে বা নূতন করে কাপড় না দিয়ে অন্য একটি রোগীকে সেখানে উঠিয়ে দেওয়া হল, যেটা অন্ততঃ হাসপাতালে কোন অবস্থায় এলাউ করা যায় না, সেখানে এমন যে সামান্য একটা বেডসীড তাও পরিবর্ত্তন করা যায় না। শুধু তাই নয়, টিক—২০ কি নাই—যে ছার-পোকার আক্রমণ থেকে রোগীকে রক্ষা করা যায়? একটা রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে, আর একটা রোগীকে হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছে, সে সেগুলি নাড়াচাড়া করতে পারে না, কিন্তু ছারপোকা তার সমস্ত শরীরে কামরাচ্ছে, এযে কি যন্ত্রনা তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। হাসপাতালে যে সমস্ত বেড আছে, তার থেকে সব সময়ে ছারপোকা বেরিয়ে আসছে এবং তা রোগীকে কামড়াচ্ছে, এটার কি কোন বিহিত করা যায় না? এটার কি কোন এক্সপ্লেনেশন দেখাতে পারেন? এইযে রোগী নড়তে পারে না, নড়াটা তার জীবনের পক্ষে স জ্ঞাতিক হতে পারে, আর সেই রোগীকেই ছারপোকা কামড়াচ্ছে, অথচ তাকে কামড় খেয়েও সেই বেডে পড়ে থাকতে হয়, কিন্তু তার পক্ষে পড়ে থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়। সেই জন্য আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জিনিষগুলির প্রতি আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর আর একটা বক্তব্য হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। খাওয়ার ব্যাপারে আমরা টেণ্ডার গ্রহণ করছি, সেই টেণ্ডার কোনটা এক্সেপ্ট করব বা না করব সেটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ

যে অথরিটি রয়েছেন ওনার ব্যাপার। তিনি কোন টেণ্ডার এক্সেপ্ট করবেন বা করবেন না— এর মধ্যে যদি দেখা যায় যে মাছ একটাকা কিলো, আর মাংস ৬ টাকা কিলো, আমি প্রশ্নটা এখানে রাখছি এজন্য যে কোন্ রোগীর মাছ দরকার, আর কোন্ রোগীর মাংস দরকার, সেটা ঠিক করবেন যিনি ওয়ার্ডের ইন-চার্জ থাকবেন তিনি। এখন আমাশার রোগীকে যদি ৬ টাকা কিলোর মাংস দেওয়া হয় যেহেতু সেখানে মাছ নেই, মাছ সেখানে সাপ্লাই করা হয় না, তাই সেখানে ঐ রোগীকে মাছ দেওয়া চলতে পারে না। এই যে টেণ্ডার, এই টেণ্ডার কেন এক্সেপ্ট করা হয়, কি জন্য করা হয়—দিস ইজ দি মিস্টেইক। ইট ইজ দি মিস্টেইক যে কেন এই টেণ্ডারগুলি এক্সেপ্ট করা হচ্ছে? আমি জানি যে বাজারে একটাকা কিলো কোন মাছ নেই, যেখানে একটাকা কিলো মাছ নেই সেখানে কেন একটাকা কিলো মাছের টেণ্ডার এক্সেপ্ট করা হচ্ছে? তারপর সেখানে আরও দেখবেন যে একটাকা কিলো কিচ্‌মিস্ দেওয়া হচ্ছে, কারণটা আপনারা সবাই খুব বেশী জানেন এবং উপলব্ধি করেন। দেখবেন যে সেখানে কলা দেওয়া হচ্ছে ৬ আনা হালি। অর্থাৎ ৪টি কলার দাম ৬ আনা। কারণ সেখানে কলা প্রতিদিনই দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা যদি রোগী হয়ে যাই তাহলে সেখানে কলা সব সময়ে পেয়ে থাকি। কিন্তু এ'যে কিসমিস তা দেওয়া হচ্ছে না। সেজন্যেই কিসমিসের অল্প দাম দেওয়া হয়েছে, আর কলা যেখানে বাজারে পাওয়া যায় ৩/৪ আনা হালি, সেগুলি দেখবেন দেওয়া হয়েছে ৬ আনা বা ৮ আনা। অতএব এর মধ্যে যে একটা লুকোচুরি খেলা হচ্ছে, সেই খেলাটা ডাক্তার বাবুরা খেলছেন না, সেই খেলাটা সার্জেন্ট খেলছেন না, সেই খেলাটা ফিজিসিয়ান খেলছেন না, সেটা খেলছেন যারা এডমিনিষ্ট্রেশনে আছেন, যারা এডমিনিষ্ট্রেশন সাইড ট্যাকল করছেন, তারা। আর সেজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাকে এখানে এই বক্তব্যটা রাখতে হয় যে ইট ইজ দি টুট্যাল ফেলিউর অব দি এডমিনিষ্ট্রেশান সাইড অব দি মেডিক্যালি ডিপার্টমেন্ট। সে দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। তারপর এই আগরতলা শহরে প্রায় ১/১॥ লক্ষ লোকের বাস এবং এখানে যে কোন সময়ে এক্সিডেন্ট হতে পারে, রোজই এক্সিডেন্ট হচ্ছে, নানারকম এক্সিডেন্ট, সবগুলি বলে শেষ করা যায় না। এখানে সেখানে লোকজন হাত পা ভেঙ্গে বা সিরিয়াস যে কোন এক্সিডেন্ট হতে পারে, সেটা একটু কোন রকমের চোট লাগলেও হতে পারে। অথচ এ হেন যায়গায় একটা সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের ব্যবস্থা নেই। যদি এরকম কিছু অঘটন ঘটে তাহলে এখান থেকে এম্বুলেন্স দিয়ে জি, বি'তে পাঠানো হয়, পথে হয়তো বা জি, বি ইমার্জেন্সীতে নিয়ে যেতেই সে রোগী মারা গেল এবং এই রকম ২/৩ টা কেস হয়েছেও, যে যাবার সাথে সাথে জি, বি, ইমার্জেন্সীতেই রোগী শেষ। সে জন্য ভি,এম, হাসপাতালে একটা ইমার্জেন্সী থাকা একান্ত দরকার বলে আমি মনে করি যাতে করে এই শহরাঞ্চলের লোকেরা এখানে ভালভাবে ট্রিটমেন্ট পেতে পারে এবং এখানে একজন সার্জেন্ট থাকবে তার ডিউটি হল যে সব এক্সিডেন্টের রোগী আসবে, আসামাত্রই তাদের চিকিৎসা সে করবে। তা নাহলে সেখানে কোন সার্জেন্ট থাকবে না, তার

কোন ডিউটি এখানে নাথাকার দরুন সে বাড়ী চলে যাবে, হাজার চীৎকার করলে পরেও ডি, এম, হাসপাতালে কোন সার্জেন্টকে পাওয়া যাবেনা, কারণ এখানে কোন ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড নাই। সেজন্য আজকে এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে যে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে।

তারপর হচ্ছে ব্লাডব্যাঙ্ক, ব্লাডব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ফেল করছে। সেজন্য ৩৩ পারসেন্ট ব্লাড ডিকম্পোজড্ হয়ে যাচ্ছে. সেটা কোন কাজেই লাগছে না, সেটা স্পয়েল হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে এটা খুবই সত্যি কথা। যেখানে আমাদের ব্লাডব্যাঙ্কে শতকরা ৩৩ ভাগ ব্লাডস্পয়েল্ড্ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের সরকারের কি কিছু করণীয় নাই? বা আমাদের এডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইডে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের যারা আছেন, তাদের কিছু করণীয় নাই? এই যে ইলেকট্রিসিটি ফেল করছে, সেটা বন্ধ করার জন্য তাদের বা সরকারের কি কিছুই করণীয় নাই? একটা সাঙ্ঘাতিক প্যাসান্ট হাসপাতালে এসেছে, তাকে এক্ষুণি এক্স-রে করতে হবে, ব্লাড দিতে হবে এবং তার প্রয়োজনীয় অপারেশন করতে হবে। আর সেজন্য সেই রোগীকে অপারেশান থিয়াটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা না হলে যে সে মারা যাবে। কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিসিটি ফেল করছে এবং তার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি থাকা সত্ত্বেও আমরা এ' রোগীকে বাঁচাতে পারছি না। এটা কার দোষে হচ্ছে—এটা কি রোগীর দোষে হচ্ছে না আমাদের যে এডমিনিষ্ট্রেশান বা সরকার আছেন তার দোষে হচ্ছে, এটাতো আমাদের ভেবে দেখা দরকার। কিন্তু সে জায়গাতে আমাদের অলটারনেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট কিছু নেই এবং তা আজ পর্যান্ত হবে কিনা তাও আমাদের জানা নেই। আজকে এটাই হচ্ছে আমাদের বড় কথা—এই যে এডমিনিষ্ট্রেশান সাইড তারা আজকে সব কিছুতেই ফেলিউর হচ্ছে সেজন্যই আমি এই ডিসকাসনের মধ্যে এগুলি আনতে চাইছি।

আজকে যে নার্স আমাদের আছে, তার সংখ্যা কি আমরা বাড়াতে পারি না? যেখানে আমাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে, আমরা নিশ্চয় তা করতে পারি। সেখানে কিন্তু আমাদের ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে না, আমি তো আগেই বলেছি যে আমরা প্রতিবছরই এক্সেস্ এক্সপেণ্ডিচার করছি এবং এই বাজেটেও আমাদের ৩ লক্ষ টাকার উপর এ্যাক্সেস এ্যাক্সপেণ্ডিচার হয়েছে। এবারও কি আমরা বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে ট্রেনিং দিয়ে নার্সদের সংখ্যা বাড়াতে পারি না? কিন্তু তা হচ্ছে না। তাই একজন নার্স দিয়ে আমরা ১৬ জন রোগীকে এটেণ্ড্ করছি। এখন সে নার্স যদি রোগীকে ঠিক মত খাওয়ার না দেয় বা পথ্য না দেয়, তাহলে দোষ সবই তার। সেও তো মানুষ, সেও এ্যাক্জাষ্টেড হতে পারে কাজ করতে করতে। অতএব তাকে যদি এটা করতে হয় এবং সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা আজকে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট যারা পরিচালনা করছেন তাদেরও সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার।

তারপর আমার আর একটা বক্তব্য আমি এখানে রাখছি, সেটা হচ্ছে মেটারনিটি ওয়ার্ড সম্বন্ধে। সেখানে যে কি চলছে এবং তার পাশে যে চিল্ড্রেন ক্লিনিক আছে, তাতেও যে কি

চলেছে, সেটা আপনারা অনেকেই জানেন। সেখানে কম্বলের অভাবে শিশুগুলি শীতের অসহ্য যন্ত্রনা সত্বেও বেডের উপর পড়ে থাকে। কেউ তখন তাদের দিকে চায় না, আমি নার্সদের দোষ দেই না, সেই বেচারীরা কি করবে, সে কতজনকে দেখবে। কাজেই সেই শিশুরা যদি মরেও যায় তাহলে তাকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। সেখানেও নার্সদের যে লোড অব ডিউটি দেওয়া আছে তা এত বেশী যে তার পক্ষে সেগুলি দেখা মোটেই সম্ভবপর নয়। অথচ সেখানে এটার একটা সুরাহা করবার জন্য কোন রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

সবশেষে আমার আর একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে এষ্টিমেট কমিটি আছে, সেখানে তার একটা রিমেণ্ডেশান আছে যে প্রত্যেকটি হাসপাতালের ব্যাপারে দুইটি কমিটি থাকবে। একটা কমিটি গঠিত হয় হাসপাতালের ডাক্তার আর স্পেশালিষ্টদের নিয়ে, আর একটা গঠিত হয় জন প্রতিনিধি নিয়ে। সেখানে একটা কমিটির কাজ হচ্ছে যদি হাসপাতালে কোন পেশান্ট মারা যায় কি কারণে সে মারা গেল তার তথ্যাদি অনুসন্ধান করা, আর একটার কাজ হচ্ছে, হাসপাতালের দৈনন্দিন সাধারণ যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন আছে, সেটা কিভাবে পরিচালিত হবে তা দেখার জন্য। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই রকম কমিটি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর তা না থাকার দরুন এখানে কার যে কি দায়িত্ব সেটা কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। তাই আজকে আমাদের এখানে এই কমিটিগুলি করা একান্ত দরকার। সেজন্য আমি আমার আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও যেন ডাক্তার এবং স্পেশালিষ্টদের নিয়ে একটা এ্যাডভাইসরী কমিটি করা হয় এবং তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

তারপর আর একটা কথা হচ্ছে যে যদি আপনারা হাসপাতালে যান তাহলে দেখতে পাবেন যে সেখানে অনেক রোগীকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক রকম ব্যাপার আছে, যেগুলি আপনারা নিজেও আঁচ করতে পারেন। সেখানে যে রোগীটা কটের উপর আছে, হঠাৎ দেখা গেল যে তাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য আর একটা রোগীকে তার ঐ কটের মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এটা কেন হয়? এটা হয় এই কারণে যে ডাক্তারের ওয়ার্ড বা যিনি চার্জে আছেন, তার যদি কোন পেসান্ট থাকে তাহলে সব সময়ে তার রোগী বা পেসান্ট প্রায়রিটি পাবে। সেজন্য যেখানে কটের অভাব আছে সেখানে তাই অন্য রোগীকে তারা নীচে নামিয়ে দিচ্ছে।

কটের অভাব, সেটা কি বাড়ানো যায় না, কত টাকা লাগে? না ওটা বাড়ানো যায় না। তোষক? না সেটাও বাড়ানো যায় না। চাদর? না সেটাও বাড়ানো যায় না। তাহলে এই যে রোগীর অবস্থা, এই রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে জবাই করা না রক্ষা করা? কেবল ঔষধ দিলে ত হবে না, তার সাথে সাথে অন্যান্য যে রিলিফ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, সেটা কোথায়? কেন দেওয়া হচ্ছে না? মেডিক্যাল এড্-মিনিষ্ট্রেটিভ সাইড সে দিকে লক্ষ্য রাখছেন না কেন? যেখানে স্পেশালিষ্ট বা সুপারিনটেন-

ডেন্ট বারবার, নানা ভাবে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যেখানে এই হেডে নানা ভাবে টাকা পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এইগুলি কেন বাড়ানো হচ্ছে না ?

তারপর এ্যাম্বুলেন্সের কথা। নূতন এ্যাম্বুলেন্স নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। আমরা রিপোর্টে পেয়েছি যে আটটি এ্যাম্বুলেন্স আছে, তার মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে, কেন নেই ? কারণ গ্যারেজ নেই, মেকানিক নেই। তাতে কি হচ্ছে ? আমি জানি তিনদিন আগে রাণীর বাজার থেকে ট্রাঙ্কল করে এ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য বলা হল, কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স নেই, নূতন এ্যাম্বুলেন্স নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু এর রিপেয়ারের জন্য ড্রাইভার বা মেকানিক নেই— বাস নেই। কেন এই অবস্থা সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। গরীব লোক বাইরে থেকে আসে কারণ জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে ভাল ভাল ডাক্তার আছে, যার জন্য বাইরে থেকে রোগী আসে। কিন্তু ডাক্তার থাকলে কি হবে, ডাক্তার সামনে উপস্থিত হলেতো রোগ ভাল হয়ে যাবে না, রোগীকে ওষুধ দিতে হবে, তারপর সার্জিক্যাল ইনষ্ট্রুমেন্ট থাকতে হবে, ওষুধপত্রাদি ইমার্জেন্সীর সময় তাও থাকতে হবে, পেনিসিলিন, তাও থাকতে হবে, সেলাইন, তাও থাকতে হবে। তার সাথে সাথে রোগীকে রিলিফ দেবার জন্য নানারকম এমিনিটীজও থাকা দরকার। কাজেই তা যদি না থাকে, এইভাবে যদি হাসপাতালগুলি চালান হয়, তাতে ডাক্তারদের বদনাম হয়। ডাক্তাররা বা নার্সরা সেইজন্য দোষী নয়। তারা একজাষ্টেড হয়ে যায়, তার জন্য তাদের মধ্যে নেগলিজেন্সি আসতে পারে। ফেইলিউর যদি হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইডের। এই ফেইলিউরকে সংশোধন করার জন্য এ ডিসকাসন। এইদিকে দৃষ্টি দিয়ে যে ফেইলিউরের কথা আমি এখানে বলেছি, তার দিকে দৃষ্টি রেখে এইগুলি যাতে অতি সত্বর দূরীভূত হয়, সেই চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে, এই হাসপাতালের নামে কসাইখানা করার চেয়ে না করাই ভাল।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তারজন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আগরতলায় যে বড় দুইটি হাসপাতাল আছে সেখানকার কার্য্যকলাপ কিভাবে চলছে এবং তার মধ্যে আলোকপাত করে তাকে আরও সুন্দরতর করা যায় কিনা। কিন্তু সেই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যত সব অভিযোগ করছেন তার মধ্যে সবগুলির যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি না। হাসপাতাল যতটুকু ভাল আছে তার চেয়ে আরও ভাল হোক সেটা আমরা কামনা করি। হাসপাতাল ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে এবং তা হলেও বাইরের হাসপাতালগুলিকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেটা আমরা দেখছি। প্রথমে ডাক্তারের ষ্ট্রেংথ যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে আমাদের জি, বি, হাসপাতালের অ্যাপ্রুভড্ যে রোগীর সংখ্যা আছে তাতে সীটের পরিমাণ হচ্ছে ৪০০ বেডস্। আজকে আর একটা জিনিস দেখতে হবে। হস্পিটালে যে ম্যানেজমেন্টটা হবে, তারমধ্যে দুইটা জিনিষ দেখতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে ইন্টারন্যাল ম্যানেজমেন্ট। হাসপাতালে সীট বাড়া উচিত, আরও ঘর উঠা উচিত সেটা আমিও মনে করি এবং সেই অনুযায়ী হাসপাতালের এক অংশে দেখা

যাবে আর একটা বিল্ডিং উঠছে এবং নূতন ১০ বেডের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং আর একটাতে ৯২টা সীটের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরবর্ত্তী ধাপে আরও বাড়বে। এখন রোগীর এত ভীড় হওয়ার কারণ হল যে এখন লোকে বুঝতে পারছে যে হাসপাতালে এলে চিকিৎসা ভাল হয় এবং সে জন্যই বেশী করে রোগী হাসপাতালে আসছে। কাজেই জি, বি. এবং ভি, এম, মিলিয়ে যেখানে সীট সংখ্যা ৪৪২ সেখানে নানা কারণে রোগীর সংখ্যা বেশী হয়ে যায়। কাজেই সীট যদি না বাড়ানো হয় তাহলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এফিসিয়েন্সী অনেক ইন্‌প্রুভ করবে। ডাক্তার এবং নার্স দের উপরও চপ পড়বে না। আজ এন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তারা কি পিউরলি অ্যাড্-মিনিষ্ট্রেটর হবে না, তাদের মধ্যে মানবিক চিন্তাধারা থাকবে কি থাকবে না সেটাও দেখতে হবে। যেখানে ৪৪২ এর উপর সীট নেই সেখানে তারা কি ৪৪২ জনই ভর্ত্তি করবে না প্রয়োজনবোধে তিনি আরও বেশী রোগী ভর্তি করবেন সেটাও চিন্তা করে দেখতে হবে! অনেক সময় মন্ত্রীরাও রাত ১২টা ১টার সময় ফোন পান যে আমার রোগী এসেছিল হাসপাতালে কিন্তু ভর্ত্তি হতে পারেনি। কিন্তু যদি খোঁজ নেওয়া যায় তাহলে হয়ত দেখা যাবে যে রোগীর ১০০ ডিগ্রী জ্বর হয়েছিল এবং তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাবার প্রয়োজন ছিল না। মন্ত্রী দেরও আজকাল শুনতে হয় যে কেন রাখা হল না, রোগীর তো নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। কেন রাখা হবে না? ডাক্তার যদি বলেন আরও দুই দিন দেখুন সেটাও তারা মানতে নারাজ। অ্যাম্বুলেন্সে এমন রোগীও আসছে যে দেখা যায় সে অ্যাম্বুলেন্সের রোগী নয়, এমনকি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত রোগীও নয়। যদি ভর্তি না করা হয়, তাহলে হয়ত মন্ত্রীকেও শুনতে হয় যে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে আনা হল অথচ রোগীকে কেন ভর্তি করা হল না। কাজেই যতটুকু পর্য্যন্ত পারা যায় রোগীর সংখ্যা বাড়িয়েই রাখা হয়েছে। সেটা যদি না করা হয় তাহলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন আরও বেশী ইমপ্রুভ করবে। কিন্তু আমি জানি যে অনেকে এটা চাইবেন না যে রোগী ফেরৎ যাক। আমরা যদি বলি যে ৪৪০টা সীট আছে এর বেশী রোগীও রাখবেন না, তাহলে ডাক্তাররা রাখবেন না। আর যদি বলা হয় এর চেয়েও বেশী রাখতে হবে, তাহলে ডাক্তারা রাখবেন। আমি যদি হাসপাতালে যাই তাহলে আমার মনেও লাগে। কিন্তু না রেখেও উপায় নেই। হয়ত মফঃস্বল থেকে এসেছে এবং ডাক্তারবাও অসুবিধা ফীল করছেন। যদি দেখা যায় যে রোগী ঔষধ পথ্য গ্রহণ করলে বাড়ী থাকলেই চলবে তাহলে ডাক্তাররা তাদের রাখতে পারেন না। এমন রোগীকে ডিসচার্জ্জ করে দেওয়ার পরও দেখা যায় ১৫/২০ দিন চলে যাচ্ছে তার বাড়ী থেকে কোন লোক আসছে না তাকে নিতে। অগত্যা তাকে খাটের উপর থেকে নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এমন অনেক কমপ্লেন শুনেছি এখন মাত্র এসেছে এবং তাকে মাটিতে রাখা ঠিক হবে না। সেজন্য আর একজন রোগীকে নামিয়ে দিয়ে তাকে উপরে উঠানো হয় অথচ এ' রোগীর লোক না আসায় তাকে ছেড়েও দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে মাটিতে বিছানাতেই অপেক্ষা করতে হয়। কাজেই এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি না। আমি নিজেও

সেটা অনুভব করি। কিন্তু আর কিছু সীট না বাড়ানো পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারছি না। খাটের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সব রোগীকেই যদি খাটে রাখতে হয় আর কাউকে যদি মাটিতে রাখা না হয় তাহলে বর্ত্তমানে যে খাট আছে তাতে রোগী অর্ধেক কমে যাবে। যখন বিল্ডিংটা করা হয় তখন আমরা যে এক্সেস রোগী রাখব সেটা তখন তারা কল্পনা করেননি।

প্রথম আমি যখন হাসপাতাল ভিজিট করতে গেলাম তখন আমি অবজার্ভ করেছি যে, শুধু কট যদি সেখানে দেওয়া হয়, তাহলে রোগীর সংখ্যা প্রায় আর্ধেক হয়ে যাবে। কারণ আমাদের যে বিল্ডিং, সেটা অত্যন্ত মডার্ণ ভাবে করা হয়েছে। যখন বিল্ডিং করা হয়েছে, তখন আমাদের এক্সেস রোগীর কথা চিন্তা করা হয়নি। নূতনভাবে পরিকল্পনা যদি না থাকত, তাহলে আরও বেশী কট বসিয়ে নরম্যালি আরও বেশী সীট করা যেত। আপনারা কেউ যদি ভিতরে যান, তাহলে দেখবেন এক একটি রুমের ভিতর চারটি করে সীট আছে, ব্লক যদি না থাকত তাহলে সেখানে ছয়টি সীট কট বসিয়ে করা যেত। আজকের দিনে হোস্টেলগুলিতেও ছাত্রের চাপে তাই করা হচ্ছে, কলিকাতার হাসপাতালগুলিতেও তাই হচ্ছে, দরজা জানালার ফাঁকে ফাঁকে কট বসিয়ে সীট বাড়ানো হচ্ছে এবং মোটামুটি সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। আমাদের এখানে যদি কট বসানো হয়, তাহলে আমাদের যে যাতায়াতের পেসেজ তা বন্ধ হয়ে যায়, অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজেই আজকে আমাদের এখানে কটের পরিবর্ত্তে মাটিতে বেড দিয়ে, অধিক সংখ্যক রোগীর চিকিৎসার যাতে সুবিধা করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে মানুষের মনে আউট ডোরের চেয়ে ইনডোরে চিকিৎসা করার প্রবণতা বাড়ছে। কারণ আউট ডোরের যে মেডিসিন পাওয়া যায়, ইনডোরে তার চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, সেই জন্য তারা হাসপাতালে থাকাটাই প্রেফার করেন। সেই সুযোগ বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও যদি দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন, কোন হাসপাতালেই তার সীট লিমিটের মধ্যে রাখতে পারছে না। আরও যদি ৯৬টি সীট বাড়ানো হয়, তাহলেও সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের যেখানে মোট ৪৪২ টি সীট আছে, সেখানে এভারেজ রোগী থাকছে প্রায় ৬০০ শতের উপর এবং অন্যান্য জায়গাও তাই হচ্ছে। আজকে যে হারে মানুষের ইচ্ছা বাড়ছে সেই হারে বিল্ডিং এস্টেটেও করা যাচ্ছে না। আজকে যেটা ২১০ বেডের, কথা বলা হয়েছে, বহু আগের থেকেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এক সঙ্গে ২১০টি বেডের টাকা পাওয়া যায় না। প্রথম পর্য্যায়ে ৯৬টি হতে পারে, সেইভাবে কনষ্ট্রাকশান হয়েছে। যদি আরও নূতন কিছু কনষ্ট্রাকশান হয়, তাহলে এই বিষয়ে আরেকটু ইমপ্রুভ করা চলবে। কিন্তু যতক্ষণ এক্সেস রোগী থাকবে, এই সমস্যা অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর হবে না। যদিও এই সমস্যা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

দ্বিতীয়তঃ ক্লীনলিনেস সম্পর্কে বলা হয়েছে, নানা রকম অভিযোগও এখানে হয়েছে। যাতে অতি সত্বর সেগুলিকে পরিষ্কার করা হয় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থাটা

হয়েছে এই যে ছোট জায়গার মধ্যে থাকার জন্য, এবং রোগীর চাপ বেশী হওয়ার জন্য একটা সম্পূর্ণ রুমকে খালি করে নিয়ে যে ডিসইনফেক্ট করা সেটা হয়ে উঠছেনা, যেটা হলে পরে ভাল ফল পাওয়া যেত নরম্যাল মেডিসীন দিয়ে, ব্লীচিং পাউডার ইত্যাদি দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার হচ্ছে কিন্তু ঘরে যেহেতু রোগী আছে, ব্লীচিং পাউডারও বেশী দেওয়া যায় না। আমি অনেক সময় পেশান্টের এ্যাটেণ্ডেন্ট রেজিষ্টার সেটা অবজার্ভ করে দেখেছি যে রোগীর সংখ্যা এমন কোন সময় কম থাকে কি না, যে সময়েতে একটা রুমকে সাত দিনের মত খালি রেখে ডিসইনফেক্টটেড করা যায়, কিন্তু সেই সুযোগ হচ্ছে না, কাজেই পুরোপুরি ভাবে সেই সমস্ত রুমগুলি ডিসইনফেক্ট করা যায় না যার ফলে পুরোপুরি যে তার রেজাল্ট সেটা পাওয়া যাচ্ছে না নরম্যাল ওয়েতে যেটা করা হচ্ছে, সেটাতে হয়তো দুই তিন দিন ভাল থাকছে, তারপর পাশের বিছানা থেকে আবার ছাড়পোকা এসে যায়। কাজেই নূতন ভাবে কিছু করা যায় কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের সব সময় সেই চিন্তা আছে। কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

আর এক জায়গায় নার্সদের কথা বলেছেন যে, নার্সদের যেখানে ১:৫ দেওয়ার কথা সেখানে ১:১৬ হচ্ছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে নার্সদের অনুপাতটা অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণ হয় এবং কোন কোন জায়গায় ১ : ৫ থেকে ১ : ৯ হয়। ম্যাকসিমাম ১ : ৯/১০ পর্য্যন্ত হয়। শুধু আমাদের এখানে নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায়ও আছে। সেই হিসাবে যদি দেখা যায় যদিও আমাদের এখানে রোগী বেশী হচ্ছে কিন্তু সিসটেম অ্যাজ ইট ইজ। এর মধ্যে ঐ অনুপাত রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ম্যাকসিমাম যে অ্যাভারেজ নাম্বার হয় তার সঙ্গেও ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে যে সেই প্যাটার্ণে ১ : ৯ এর উপরে উঠছে না।

কিন্তু এখানে যে বলা হয়েছে ১ : ১৬, সেটা কোন অবস্থায় নেই। সেটা হচ্ছে ১ : ৯ অর্থাৎ এভারেজের বেশী। সেখানে কারো কারো ডিউটি এমন হতে পারে যে একজনের আসার কথা ছিল, কিন্তু সে আসলো না, তখন যদি তাকে রেসিও ধরা হয় তাহলে সেটা ১ : ১৬ পর্যন্ত যেতে পারে। তাতে দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটা একেবারে কম নয়। সেজন্য আমরা এর মধ্যে কিছু লিভ রিজার্ভ রাখতে পারি কিনা তার কথা চিন্তা করছি। প্রায় দেখা যায় যেখানে ১১৭ জন নার্স আছে, স্বভাবতঃ সেখানের মধ্যে ২ থেকে ৫ পারসেন্ট অনুপস্থিত হয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েদের পক্ষে অনুপস্থিতিরও কারণটা সব সময়ে বেশী হয়, সেই সমস্ত কারণে আজকে এখানে লীভ রিজার্ভ করে রাখা যায় কিনা বা সেটা যাতে ইনক্রিজ করা যায় সেজন্য একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। কাজেই নার্সের দিক দিয়ে এই যে অভিযোগ সেটা আমি স্বীকার করতে পারছি না। সেখানে যদি টোটাল রেসিও করা হয় তাহলে যেটা উনি বলছেন তার চেয়ে অনেক কম হবে অর্থাৎ সেখানে যদি বলা হয় যে এজ ইট ইজ, তাহলেও সেটা ১ : ৫ থেকে কম হবে। এবং এটা যদি অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে ১ : ১০ পর্য্যন্ত উঠে যায়। তারপর এই নার্সদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মিনিষ্টারেরা নাকি ইনফ্লুয়েন্স করেন তাদের এপয়েন্টমেন্টের বেলায়। সেটাও আমি স্বীকার করতে পারছি না। কারণ যুক্তির খাতিরে

যদি ধরে নেওয়া হয় যে মিনিষ্টারেরা ইনফ্লুয়েন্স করে থাকেন, তাহলে সেখানে কাদের নেওয়া হয়েছে। নার্সদের জন্য মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশান আছে, সেটা কি ? তাছাড়া সেখানে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস এর জন্য রিজার্ভেশান আছে এবং সেখানে রিজার্ভেশন এর জন্য কিছুটা রিলেক্জশানেরও ব্যবস্থা আছে। কাজেই আজকে সরকারের যারা নার্সিং ইনষ্টিটিউশান চালাচ্ছেন তাদের অবশ্যই এসব জিনিষগুলি বিচার বিবেচনা করতে হয়। কারণ আজকে যেখানে চাকুরী দিতে হবে, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন থাকলেও যদি সেখানে সার্টিফিকেটের দিক দিয়ে ভাল কিছু থাকে, তাহলে সেটা মন্ত্রীদেরও অস্বীকার করার উপায় নেই। সেজন্যই তিনি যে এখানে অভিযোগটা করেছেন এটা সত্যি নয়। এখানে বহুদিন ধরে পরীক্ষা চলেছে, সেই রেজাল্টা দেখুন, সেখানে যাদের পাঠানো হয়েছে তারা সকলেই পরীক্ষা পাশ করেছে। তারা যদি পাশ করে আসে, তাহলে তিনি যে অভিযোগ করছেন সেটা এখানে খাটে না। কোন মন্ত্রীরাই এমন কোন লোক দেন না যে তাদের কোয়ালিফিকেশনের যে মান আছে তার নীচে থাকে। সেখানে নার্সদের সিলেক্শান করার জন্য বোর্ড থাকে, তারাই সবকিছু দেখছেন। অবশ্য বলার ওনার স্বাধীনতা আছে, তাই উনি বলেছেন, তাই উনি যদি মনে করে থাকেন যে সেখানে এই রকম হচ্ছে, তাহলে আমাদের কিছু মনে করার নেই। সেখানে যে সিলেক্শান বোর্ড আছে, তারা ইন্টারভিউ নিচ্ছে, যারা সেখানে টিকছে তাদেরকে সেখানে নেওয়া হচ্ছে। এখন সেই ক্ষেত্রে কোন মিনিষ্টার যদি ইনফ্লুয়েন্স করেও থাকেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্দের বেলায় যে তাদের মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশন আছে, সেটা নেই, অথচ তাদের রিজার্ভেশানের কোটা সেটা ফিলআপ করতে অনেক বাকী এবং সেখানে সেগুলি ফিলআপ করা একান্ত দরকার। অতএব নীতিগত ভাবে সেখানে সেসব হচ্ছে। শুধু যে আগরতলার লোককে নিতে হবে এমন কোন কথা নাই, সেখানে বাহিরেরও কিছু কিছু লোককে নিতে হবে। অবশ্য মেরিটস্ দেখে সিলেক্ট করা হয়ে থাকে, অতএব সেখানে যে সার্ভিস রুলস্ আছে সেটা সেখানে পুরোপুরি মানা হচ্ছে এবং সবকিছুই করা হচ্ছে। এই রাজ্যে যারা আছেন, তারা সবাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেরই জনসাধারণ, এখানে কোন বিশেষ অঞ্চলের কথা নেই বা মন্ত্রীদের ভাই বা ভগ্নীদের কাউকে চাকুরী দেওয়ার কথা নয়, যারা চাকুরী পাচ্ছে তারা সবাই আমাদের ত্রিপুরার লোক একথা আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা উচিত। কাজেই এই ধরণের যে অভিযোগ সেটাকে আমি উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করি। সেখানে যদিও মিনিষ্টারেরা ইনফ্লুয়েন্স করেন, তাহলে সেটাকে ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্যই করেন এবং যাতে ত্রিপুরার সর্বদিক থেকে রিপ্রেজেন্টেশন থাকে সেজন্য সেটা করেন। তারপর তিনি আরও বলেছেন যে ওটি নার্স এখানে ভাল নেই। এই দিকে আমরাও সজাগ। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে আমাদের এখানে মোটামুটি যারা নার্সের পরীক্ষা পাশ করেছেন, আমাদের উপস্থিত যে সব রেগুলার ভেকান্সী আছে, তাদেরকে সেখানে নেওয়া হচ্ছে, যাতে করে আমাদের নার্সদের ষ্ট্রেঙ্গথ বৃদ্ধি করা যায় এবং নার্সিং ফেসিলিটিজ আমরা আরও বাড়াতে পারি। এখানে নার্সের অভাবের

জন্য একটা বিষয় আছে, সেটা হল সাধারণতঃ আগে যারা মেট্রিক পাশ করত মেয়েদের মধ্যে, তাদের এখানে একটা ভাল চাকুরী হত। সে জন্য অনেকে এই নার্সিং এর পেশা গ্রহণ করতে রাজী হত না। তাই তখন আমাদের রিজার্ভ সীট থাকা সত্ত্বেও আমরা এই নার্সের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কাউকে পেতাম না। আমাদের পশ্চিম বঙ্গে ৪টি সীট ছিল অথচ তখন আমরা কোন মেয়েকেই বিশেষভাবে নার্সের ট্রেনিং এর দরকার থাকা সত্ত্বেও পাঠাতে পারতাম না। এখন অবশ্য আস্তে আস্তে আমাদের নার্স ট্রেনিং-এ পাঠাবার হারটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গতবার থেকে আমরা এজন্য চেষ্টা করে আসছি যাতে মেট্রিক পাশ করে নার্সের ট্রেনিং এ নেওয়া যায়। আর তাদের মধ্যে যারা কোয়ালিফিকেশনের দিক দিয়ে আরও ভাল থাকে তাদেরকে সীসটার নার্স বা সিনিয়র নার্সিং এ পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অবশ্য আমাদের এখানে যারা আছেন, তারা সবাই অক্জিলারী নার্স। কাজেই সীষ্টার নার্স যদি হয় তাহলে তারাই ওটির কাজ করতে পারবে। এবং তাদের কোয়ালিফিকেশন হবে মেট্রিক পাশ বা তার ইকুইভেলেন্ট বা আর কিছু বেশী হলে ভাল হয়। আর এখন সেটার জন্য সীট পাওয়া যায় কিনা তা দেখা হচ্ছে এবং এটাকে আমরা যদি ইমপ্রুভ করতে পারি, যেটা আমাদের এখানে যে সর্টেজ আছে—যেমন নার্সিং বি, এস, সি বা মেট্রনের পোষ্ট আছে এবং সেগুলি আমরা বাহির থেকে পাচ্ছি না, সে জন্য বাহিরের কোথাও সীট পাওয়া যায় কিনা সেটাই আমরা দেখছি। কাজেই এইসব পোষ্টে লোক পাওয়া গেলে তাতে আমাদের আরও অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হবে। এবং সেটাও আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আছে। তারপর ওয়াসিং এর ব্যাপারে যে কিছু অসুবিধা আছে সেটার কথাও উল্লেখ করেছেন। একেবারে যে সেখানে সমস্যা নেই এমন কথা আমি বলি না। সেখানে প্রকৃতই একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা হল যে কোন রোগী চলে যাওয়ার পর আর একটা নূতন রোগী যখন আসবে তাকে কোন সীটে দেওয়ার আগে আগের রোগীর ব্যবহৃত সেই বিছানা চাদর বদলী করে দেওয়া উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে যদি সেটা না করা হয় তাহলে সেটা অবশ্যই ত্রুটির কথা। তাছাড়া নানা রকম পত্রপত্রিকায় এই ব্যাপারগুলি উঠছে এবং আমরাও তা দেখেছি তাই সেখানে যাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় বা যাতে কোন প্রকার ভুল না করা হয় তার জন্য আমরা ভবিষ্যতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তার ব্যবস্থা করছি। তাছাড়া আমাদের ষ্টকে যেসব জিনিষ আছে আমি হিসাব দেখে দেখিয়ে দেব, যে ষ্টক আছে, আর ইস্যুর মধ্যে আছে এবং এট প্রেজেন্ট ষ্টকের মধ্যে যা আছে সেটা হল—ব্লেংকেট ৮৫৭টি ষ্টকে আছে আর ইস্যুর মধ্যে আছে ৮১১টি। পিলো কেস হচ্ছে ২৬৩৯টি আর ইস্যুর মধ্যে আছে ১৮৮০টি, মেট্রেস আছে ৫৮০টি আর ইস্যুর মধ্যে আছে ৪৯২টি। অতএব ষ্টকে যে জিনিষ আছে তার আরও ইমপ্রুভ করা দরকার। তবে সেখানে কতগুলি আনুসঙ্গিক অসুবিধা আছে, সেটা আমি নিজেও অস্বীকার করি না এবং সেটাকে কি ভাবে আরও ইমপ্রুভ করা যায় প্রাথমিক পর্য্যায়ে সেই অসুবিধাগুলি কি করে দূর করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি। আর প্রথম দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে ওয়াসিং মেসিন আনা যায় কিনা,

সেটা চিন্তা করতে এবং সেজন্য মধ্যবর্ত্তী সময়ে একটা প্রচেষ্টা হয়েছিলও। কিন্তু তাতে দেখা গেল সেখানে করেইন এক্সচেঞ্জ এর কিছুটা অসুবিধা ছিল এবং অন্য জায়গার অভিজ্ঞতায় দেখা গেল এই সমস্ত ডেলিগেট মেসিন যদি আনা হয় তাহলে সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন আরও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কাজেই এই ধরণের মেসিন আনার ব্যবস্থা করাটা আমার কাছে ভাল লাগল না। এমন কি আমাদের আগরতলাতেও যে সমস্ত ছোট খাট মেসিন আছে, সেগুলির অভিজ্ঞতা দিয়েও আমরা দেখেছি যে সেগুলি এখানে নষ্ট গেলে পর তার যে সমস্ত প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস সেগুলি সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। এইসব অসুবিধা আছে। এখন এখানে যে সীষ্টেম আছে তাতে দেখা যাচ্ছে এগুলি নিয়ে যাওয়া হয়। তাই চেষ্টা করা হচ্ছে হাসপাতালের ভিতরে ওয়াসিং এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তাহলে সেটা বর্ত্তমানে যে অসু-বিধাগুলি আছে সেগুলির অনেকটা ইমপ্রুভ করবে এবং সেজন্য এর মধ্যে হাসপাতালের এরিয়ার ভিতরে কোথাও যদি কনষ্ট্রাকশান করা যায় সেজন্য পি, ডাব্লিউ, ডির সাথে আলাপ আলোচনা করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সেজন্য জায়গাও সেখানে রাখা হয়েছে যাতে করে বড় চুল্লী এবং ভাটিখানা ইত্যাদি তৈরী করা যায়। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত সেগুলির কতটুকু মেটারিয়েলিজ্‌ড করা হয়েছে তা আমি জানি না। সেখানে এই ব্যাপারে পি, ডাব্লিউ, ডির, ইঞ্জিনিয়ারেরা দেখছেন এবং কাজও অনেকটা হয়তো এগিয়ে গেছে। তাতে আমার মনে হয় সেখানে কিছু লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করা যাবে এবং হাসপাতালের কম্পাউণ্ডের ভিতরে যদি এটা হয় তাহলে সুপারভিশনেরও অনেকটা সুবিধা হবে বলেই আমার ধারনা আছে। আর তাছাড়া সেখানে যে কাপড় চোপড় ইত্যাদি ধোয়া হচ্ছে, সেগুলি কি ধরনের পরিষ্কার হচ্ছে, সেটাও দেখা যাবে। কেন না অনেক সময় দেখা যায় এবং আমি নিজেও দেখেছি যে সেগুলি হয়তো বয়েল্ড হলো কিন্তু যে পরিমানে হোয়াইট হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না। অর্থাত যে হোয়াইটনেস আমাদের এক্সপেক্টেশন সেটা আপ টু দি মার্ক হচ্ছে না। তারপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য এয়ার কণ্ডিশনের কথা বলেছেন। এটার দায়িত্ব মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া যায় না কেন না এই ব্যাপারে তাদের এতটা জ্ঞান না থাকারই কথা। এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেটা করছেন। এই কাজটা যেহেতু আমাদের প্রথম, সেজন্য ইনষ্টল্ড করে দেখা যাচ্ছে যে সেটাই সেখানে অশানুরূপ হচ্ছে না কেননা আজকাল আমাদের এখানে ইলেক্ট্রিকের যে ভোল্টেজ তার প্রায়ই ফ্লাক্‌চুয়েশান হচ্ছে। অতএব এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের পি, ডাবলিউ ডিপার্টমেণ্ট সজাগ আছেন যাতে করে এটাকে ভালভাবে এবং তাড়াতাড়ি করা যায়।

তারপর আর একটা বড় জিনিষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে সর্ট সাপ্লাই অব মেডিসিন। মধ্যে মধ্যে যে এর সাপ্লাই সর্ট হচ্ছে না আমি সেটা বলি না, এ বিষয়ে আমি নিজেও সজাগ এবং সচেতন এবং এই দিকে কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায় সেজন্য আমি আসার পর শহর বা মফঃস্বল অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি। অবশ্য উনি এখানে আগরতলা শহরের কথাই বলছেন। কিন্তু মফঃস্বল অঞ্চলেও যে সমস্ত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেইগুলির

ব্যাপারে আমাদের দেখতে হবে। তবে কাউন্সিলের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল, তখন সেখানে সরাসরি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিভিন্ন অঞ্চলের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা যেত এবং কাউন্সিল নিজেই সেটা করত। কিন্তু আজকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে আসার পর আমাদের যে সাপ্লাই সেটা পেতে হবে ডাইরেক্টর জেনারেল অব ডিস্পোজাল এ্যাণ্ড সাপ্লাইর মধ্য দিয়ে, তাদের একটা অফিস গৌহাটিতে আছে। সেখানে ইন্ডিভিজুয়েলী প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে তাদের যে রিকুইজিশন সেটা প্রত্যেক ইয়ারের জন্য through ডি, এইস, এস, পাঠাতে হবে। তারপর সেই রিকুইজিশন থেকে তারা যেটা পাঠাতে পারবেন সেটা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে আমরা এই এই জিনিষ তোমাদের পাঠাচ্ছি, আর এই এই জিনিষ তোমাদের পাঠাতে পারব না। আর যদি একেবারে না পাঠাতে পারেন, তাহলে জানিয়ে দেন যে আমরা একেবারে পাঠাতে পারব না। তখন আমরা বাহির থেকে খরিদ করতে পারি, আবার এই বাহির থেকে খরিদ করার জন্যও তাদের একটি নন-এভেইলেবিলিটি সার্টিফিকেট দরকার। তাদের আমাদের বলে দিতে হবে যে তোমরা যে রিকুইজিশন দিয়েছ, তারমধ্যে এই এই আইটেমগুলি আমরা পাঠালাম, আর এগুলি পাঠাতে পারলাম না সেজন্য যেগুলি পাঠাতে পারলাম না তার জন্য আইটেম ওয়াইজ নন-এভেইলেবিলিটি সার্টিফিকেট দেওয়া হল—তোমরা বাহির থেকে অর্ডার দিয়ে কিনে নেবে। কাজেই আমাদের তাদের সেই নন-এভেইলেবিলিটি সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। আর যদি সেটার অপেক্ষা না করে আমরা বাহির থেকে ঔষধ কিনে ফেলি তাহলে অডিট ইত্যাদি আছে, তারা অবজেকশান দিয়ে বসবে যে নন-এভেইলেবিলিটি সার্টিফিকেট কোথায়, তোমরা সেই সার্টিফিকেট ছাড়া ঔষধ কিনলে কেন ইত্যাদি এইসব অনেক ঝামেলা হেড অব ডিপার্টমেন্ট যারা আছে, তাদের ফেইস করতে হয়। আবার তারাও এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের যে জি, এফ, আর, এবং এফ, আর আছে এবং তাতে যে নির্দেশ আছে তার বাইরে তারা কাজ করতে পারেন না, তাদের সেগুলির যে সীমানা আছে তার মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। সেখানে যদি মন্ত্রীরা কোন নির্দেশ দেন তাহলেও সেটা করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। আর মন্ত্রীরাও জি, এফ, আর এবং এফ আরের বাইরে কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। এর মধ্যে যে ষ্টেণ্ডিং অর্ডার বা রুল্স আছে তাকে তারা কোন ক্রমেই অস্বীকার করেতে পারেন না। সেখানে মন্ত্রী দের নির্দেশ থাকলেও আইনের বিধান আছে এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের করণীয় কাজগুলি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। আজকের দিনে কেউ অটোক্রেট আসেনি, কাজেই গণতান্ত্রিক দেশে যার যার ক্ষমতা আছে, তাদের আইনের বিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে। মন্ত্রীরা সেখানে সেই প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি আনবার জন্য তাদের ইচ্ছামত নির্দেশ দিলেও সেটা তারা করতে পারেন না। তার বড় কারণ হচ্ছে কাগজে পত্রে রেইট থাকলেও সেগুলি অনেক সময় দেওয়া সম্ভব নয়, অসুবিধা শুধু এখানেই নয় ফিনান্স এর

নিয়ম অনুসারে এই টাকাটা খরচ করতে হয়। নন-এভেইলেবিলিটি সার্টিফিকেট যখন আসবে তখন প্রত্যেকটি ঔষধের নাম, দাম, এবং পরিমাণ ইত্যাদি আইটেম-ওয়াইজ লিখে যে কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়া হবে তার নাম লিখে ফিনান্সে পাঠাতে হবে। তারপর ফিনান্স সেটার ক্লিয়ারেন্স দিলে পর অর্ডার প্লেস করতে হবে। এগুলি না করলে পর যে কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া হবে সে টাকা পাবে না এবং কোম্পানীও আর কোনদিন ভবিষ্যতে আমাদের প্রয়োজনীয় যে ঔষধ তা সাপ্লাই করবে না। তাছাড়া এটাও আমাদের দেখতে হবে যার কোটেশন লয়েষ্ট তার থেকেই আমাদের ঔষধগুলি কিনতে হবে, সেজন্যও অনেক অসুবিধা হয়। এখন কোন মন্ত্রীর আদেশ মত যদি প্রয়োজনীয় ঔষধ কেনা হয়, তখন হয়ত আবার মাননীয় সদস্যরা অভিযোগ করবেন যে এই কোম্পানীর, ঔষধের দাম কম থাকা সত্ত্বেও কেন অন্য কোম্পানী থেকে ঔষধ কেনা হয়, নিশ্চয় মন্ত্রীরা সেখানে টু পাইস মেইক করেছেন। কাজেই এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অসুবিধা সব দিক দিয়ে আছে। সেখানে বুদ্ধি দিয়ে যদি বিচার করা যায় যে ঐটি ভাল কোম্পানী তার ঔষধগুলি ভাল, সেজন্য সেগুলি কেনা হচ্ছে, তাহলে পরেও এই যে কোটেশন সেটাকে ডিস্প্রুভ্ড করা যায় না অথচ যেখানে বাজারে কোম্পানী ঔষধ বিক্রি করছে এবং অন্যান্য জায়গার হাসপাতালগুলিও সেই কোম্পানীর ঔষধ কিনছে। কিন্তু এই কোম্পানীর ঔষধের দাম কম থাকা সত্ত্বেও কেন আপনারা তার থেকে ঔষধ কিনলেন না। এই যে অভিযোগ সেটাকেও কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। সেখানে আবার অডিট থাকে, যদি এই রকম অবজেক্শন আসে তাহলে ডি, এইচ, এসকে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে। সেই অডিট যদি বলে যে কেন এত দাম দিয়ে ঔষধ কেনা হল, আরও ত অনেক কোম্পানী আছে, তাদের ঔষধের দাম অনেক কম ছিল এবং সেগুলি কেনা হল না। কাজেই সমস্যাটা সমস্ত সাপ্লাইর সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে এবং সেজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে দেরী হওয়ার কারণ হয়ে পড়ে, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আমি নিজেও আসার পর এই সব অসুবিধাগুলি দেখছি।

আমাদের জি, বি, একটা বড় হাসপাতাল, তার যে রিকুইজিশন সেটা খুব বাল্কি হয় কিন্তু মফঃস্বলের জন্য কতগুলি ইম্প্রুভমেন্ট করা হয়েছে এই ভাবে, তার দুইটি জিনিষ আছে, একটা হল তারা সেখানে নন-ভেলিডিটি ইনডেন্ট করে, সেগুলি ইয়ারলি ইন্ ডন্ট হয়, সেখানে হয়তো তারা যেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সেগুলি ইয়ারলি ইনডেন্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং অনেক সময় খেয়াল করা হয় না যে ইয়ারলী ইনডেন্টে আসবে তখন সেটা ৮।৯ মাস বা ১ বছরেরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু বাল্কি সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হতে পারে। কাজেই সেখানে কেউ যদি তার সাপ্লাই চায় তাহলে তাকে আলাদা ভাবে রিকুইজিশন দিতে হয় এবং তারজন্য আমাদের এখানে যে ষ্টক আছে সেটাকে আরও রি প্লেনিস করার জন্য ব্যবস্থা করা

হচ্ছে। আবার আমাদের ডি, এম,এ যখন ঔষধ থাকবে না, তখন এটার থেকে দিতে হবে। এবার যখন ডি, এম,এ নাকি সেলাইন এবং গ্লুকোজ কম ছিল, তখন সেন্ট্রাল সাপ্লাই থেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেন্ট্রাল ষ্টকে মোটামুটি রি-প্লেনিস করা হচ্ছে নূতন ভাবে। আর মফঃস্বলে যে নীড্‌টা আছে সেটা মেইনলী থাকে না, যদি বা সেখানে এই রকম কিছু থাকে তাহলে সেটাকে টেক আপ করা হবে ; অবশ্য ষ্টকে থাকলে পরে। তবে সেখানে যদি সাপ্লাই কম যায়, তাহলে তাদের সাপ্লাই দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। কাজেই এখানে সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে একটা মস্ত বড় বটল্‌নেক আছে, এবং সেটা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। আমি মন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমে যখন মেডিক্যাল কাউন্সিলের মিটিংএ যাই, সেখানে অবশ্য অন্যান্য ষ্টেটের মেডিক্যাল মিনিষ্টারেরাও গিয়েছিলেন এবং তারাও বলেছেন, আমিও এই বিশেষ পয়েন্টের উপর জোর দিয়েছিলাম যেহেতু সাপ্লাইর একটা বড় রকম অসুবিধা রয়েছে, সেখানে আর একটা সেন্ট্রাল গো-ডাউন না করে, সরকার থেকে যদি কয়েকটা এপ্রুভড সপ ঠিক করে দেওয়া হয়, যাদের কাছ থেকে আমরা সরাসরি মাল আনতে পারি তাহলে এই সাপ্লাইর ব্যাপার অনেকটা ইম্প্রুভ্‌ড হবে। কোম্পানীকে সাপ্লাই অর্ডার দেওয়ার জন্য যেখানে নন-এভেলিবিলিটি সার্টিফিকেটের দরকার হত, এবং সেটা পেতেও অনেক অসুবিধা হত যাতে প্রয়োজন মত ঔষধাদি পাওয়া যেতনা অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সেগুলি দূর হতে পারে। এসব নিয়মাদি ঠিকমত পালন করে কোম্পানীকে অর্ডার দিলেই যে সেটা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা সেখানে নেই। কারণ কোম্পানীকে অর্ডার দিলে পরে সে আবার জানাবে যে আমরা এগুলি দিতে পারব, আর ঐগুলি দিতে পারব না। এইসব জেনে যখন আবার আমরা অন্য কোম্পানীকে অর্ডার দিব তখন সেগুলি আসতে আসতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। কাজেই এই সব অসুবিধার জন্য তারা যদি কতগুলি কোম্পানীকে নির্বাচিত করে দেয় যে তোমরা এই সমস্ত ঔষধগুলি এই এই কোম্পানী থেকে নেবে, তাহলে সেগুলি আমরা সরাসরি তাদের থেকে আনতে পারব এভাবে সাপ্লাইর ব্যাপারে একটা সুরাহা হতে পারে।

এই অল্প কয়েকদিন হল তারা ১০৭টি মেডিসিনের একটা লিষ্ট পাঠিয়েছে, সেগুলির বেলায় সরাসরি অর্ডার দেওয়া যাবে। একথা অবশ্য, এখানে যে সেন্ট্রাল মিনিষ্টার এসেছিলেন কয়েকদিন আগে, তিনি আমাকে বলে গেছেন, কিন্তু আমি এখনও সেই সারকুলারটি পাইনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অন্ততঃ এই ১০৭টি মেডিসিনের বেলাতে যে অসুবিধা ছিল, সেটা দূর হল। উনি অবশ্য বলেছেন যে সেলাইন এবং গ্লুকোজের অনেক অসুবিধা হয়েছে, এটা সত্যি কথা, তবে মধ্যবর্ত্তী সময়েও যে এটার জন্য কিছু অসুবিধা হয়েছিল, তার জন্য আমাদের দিক থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই বছরের যে ইন্‌ডেন্ট ছিল সেটা অনেক দিন আগে থেকে তাদের কাছে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেটা পাঠাচ্ছিলও। এগুলি সাধারণতঃ বেঙ্গল

ইমিউনিটি কোম্পানী সবচেয়ে বেশী সরবরাহ করতেন। এদিকে মোটামুটি আমাদের দৈনিক প্রায় ১০০র মত সেলাইন এবং গ্লুকোজের প্রয়োজন হত। সেখানে কলকাতা বা অন্যান্য জায়গায় ষ্ট্রাইকের দরুণ সেগুলি ঠিকমত তারা পাঠাতে পারছেন না। তাছাড়া তাদের থাকলেও যে রেইট আছে তাতে তাদের খুব লাভ হচ্ছে না, সেজন্য তাদের যে প্রডাকশান সেটা তারা কমিয়ে দিয়েছে। সেজন্যই আমাদের সাপ্লাইর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে কিছুটা কম হচ্ছে সব সময়ে কিছু না কিছু মেডিসিনের অভাব হচ্ছে, তাই আমরা এরই মধ্যে নূতন তিনটি কোম্পানীকে অর্ডার দিয়েছি এবং তারা যাতে বেশী পরিমাণে সেই ঔষধগুলি তাড়াতাড়ি পাঠায়। আবার আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে হঠাৎ করে একজনকে অর্ডার দেওয়া চলে না, কারণ সেখানে রেইট ভেরিয়াশান হতে পারে। সেখানে দেখা যাচ্ছে পার বোতল সাড়ে তিন টাকা বরে পড়ে যায়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সেটা করতে হয় এবং এর মধ্যে যে সমস্ত কোম্পানী ছিল তাদের দেওয়া হয় তখন দেখা গেল যে তারা ঠিক মত পাঠাতে পারছেন না, এর জন্যই এখানে আরও বেশী অসুবিধায় আমরা পড়েছি। তাছাড়া হঠাৎ করে প্রায় অসময়ে এখানে গ্যাষ্ট্রো এন্‌ট্রাটাইজ প্রাদুর্ভাব হয়, আমরা যাকে বলি কলেরা ; সেজন্যই এই ঔষধগুলির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের ষ্টকেও যা ছিল তাতে প্রায় টানাটানি চলছিল, অবশ্য সেখানে আমাদের একটা ইমার্জেন্সী ষ্টক ছিল, কাজেই সেখানে এগুলির সর্ট চলছিল। তখনকার মত আমাদের ষ্টকে ছিল প্রায় ১ হাজার বোতল, কিন্তু এতে আমাদের ১০ দিনও চলবে না। যেখানে নরমাল ইমার্জেন্সীই চলছে না। সেজন্য আমরা অন্যান্য যেসব কোম্পানী ছিল তাদের আরও বেশী পরিমাণে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য অর্ডার দিয়েছি। তারপর দেখা গেল যে সেখান থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, সেজন্য টেলিগ্রাফ ইত্যাদি করা হয় এমনকি আমাদের কলকাতায় যে ও, এস, ডি, অফিস আছে তারও সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তারপর আমাদের এখান থেকেও একজনকে পাঠানো হয়েছে। তাতে দেখা গেল যে আমাদের সর্বশেষ মাত্র ১ হাজার বোতল পাবার মত ব্যবস্থা হয়েছে। এরপরে এই বিষয়টা নিয়ে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সংগে আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ফল কি ? সেখানে বাজারে যা ছিল, তারা তাদের অবস্থা অনুধাবন করে সেগুলি বুক্‌ড করে রাখলো। কেননা তাদেরও যে সাপ্লাই দরকার সেটা খুবই বাল্‌কি। তবু তারা আমাদের রিকুইয়েষ্টে সাড়া দিয়ে কিছু কিছু ঔষধ আমাদের দিয়েছেন।

তাতে.........মোটামুটি কাজ চলার মত জিনিষ আমাদের কাছে আছে এবং ভবিষ্যতে সেটা বাড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। মধ্যবর্ত্তী একটু সময়ের জন্য যে Anibioties কমে গিয়েছিল সেটাও Notice-এ আসার সঙ্গে সঙ্গে D. H. S. Office থেকে Replanish করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। Order এর একটা কাগজ যখন চলে যায় তখন

সেটা সকলের পক্ষে খোঁজ রাখা সম্ভব নয়। যেহেতু Accounts এ গিয়ে কোন কাগজটি কতখানি দেরী করবে এবং পেছন থেকে অনবরত তাগিদ না থাকলে এটা ঘটে যায় তবে যাতে না ঘটে—তা নিশ্চয়ই দেখতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে human failure এবং এটা দূর হওয়া উচিত। কিন্তু তা হলেও তার পেছনে Administration এর এমন কোন ইচ্ছা নেই যে ঔষধ পত্র না দেওয়া হউক। D. H. S.-ও চান, ডাক্তারাও চান যে ঔষধ পত্র দেওয়া হউক। কাজেই এগুলি short হয়ে যায় Supdt. এর ক্ষমতা আছে ৭৫ টাকা পর্যন্ত কেনার। যখন যে যে ঔষধ থাকে না deserving case এ তিনি তার এই ক্ষমতার বলে ঔষধ কিনে supply করেন এবং D. H. S. এর ও ঔষধ কেনার ক্ষমতা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত এবং তিনিও যখন ছোট খাটো অভাব হয় সেগুলিকে বিদূরীত করার চেষ্টা করেন ও ঔষধ কিনেন। এই বছরেও যে Saline এর একটা অভাব ছিল সেটা বছরের প্রথম থেকে হাসপাতালে হয়েছে সেটা আমি দেখছি। যারা Supply এর Contract নিয়েছিল তারা সম্পূর্ণ দিতে পারেনি। সেটা বাজার থেকে চট করে পাওয়া যেত না তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই আসলে এর ব্যবসার মধ্যে বড় একটা লাভ নেই, দিন দিনই জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। সেখানে দেখা যায় অনেক Company order লিখেও ঠিক সেই হারে তারা Supply দেন না। কাজেই order দেওয়ার যে সংখ্যা, যে early requirement ছিল সেটা আমরা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছি। আবার কতগুলো ঔষধ আছে যেগুলি প্রয়োজনের বেশী অনেক দিন রাখা যায় না। Medicine stock এ রাখার আর একটা অসুবিধা আছে। এতই যখন ঘন ঘন ঔষধের short পড়ছে তবে আরও বেশী ঔষধ কিনে রাখা হয় না কেন? কিন্তু তার আবার date of expiry আছে। কাজেই দু'টি জিনিষই এক সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বাস করছে। কাজেই খুব বেশী দিন ঠিক করা যায় না। যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ যেমন বেশী দিন ঠিক করে রাখা যায় না। Medicine জিনিষটাও এই ধরণের বেশী দিন ঠিক করে রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যায়। ... ...

অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রায় জায়গাতেই প্যানিসিলিন। প্যানিসিলিন সব জায়গাতেই আছে। প্যানিসিলিন এর সর্ট আমার দৃষ্টির মধ্যে পড়ে না। তা আমি স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু কিছু কিছু Antibiotic cholostep জাতীয় ঔষধ সাময়িকভাবে সর্ট পড়ে কিন্তু প্যানিসিলিন বোধহয় এর মধ্যে নয়। তবুও আজকাল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটাকে difference of opinion বলে। উনি একটা কথা তুলেছেন D. H. S. কতটুকুন, ডাক্তার বলেছেন। এখন সকলেই ডাক্তার প্রত্যেকের কথার মধ্যে একটা যৌক্তিকতা আছে। আজকে দেখতে হবে ঔষধের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে আজকে আমরা indoor এর রোগীদের মোটামুটি ভাবে ঔষধ দেই। out door এর রোগীদের কিন্তু ততখানি ঔষধ দেই না। এটা আমার নিজের দৃষ্টির মধ্যেও পড়ছে। কিন্তু আজকে আমরা যদি ভারত সরকারের কাছে টাকা চাই, তাহলে

তারা আর আগের মত টাকা দিচ্ছে না। আমাদেরও এটা চিন্তা করা দরকার আছে, যে আমাদের নিজেদের যা আছে তা দিয়ে আমরা আরও ইম্প্রুভড হতে পারি কিনা। যে ঔষধ আমরা কিনেছি, তারমধ্যে সব চিকিৎস্যারই একটা বিকল্প ঔষধ আছে—যেমন একটা ঔষধের কথা বলি, সেটা হচ্ছে কলোষ্টেপ, এই ঔষধের দাম অবশ্য বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে ২/৩ টাকা তফাৎ হয়ে যায়। এখন ডাক্তারেরা রোগীর চিকিৎসা করছেন, তাদেরও এর মধ্যে একটা মস্ত বড় বক্তব্য আছে, তারা বললেন যে আমি ডাক্তার হিসাবে পার্টিকুলার একটা মেডিসিন দিচ্ছি, সেটাতে আমি দেখছি যে রোগীর রোগ সাত দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়, আর যদি আমরা অন্য কোম্পানীর একই ফরমুলায় তৈরী ঐ ঔষধটা দেই তাহলে রোগটা সারতে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় লাগবে। কাজেই বেশী দাম হলেও এই সাত দিনের ঔষধটা একদিকে বেটার, এর মধ্যে অবশ্যই যুক্তি আছে। আবার ঐদিকে কম দামের ঔষধেও রোগীর রোগ সারছে। কাজেই কম দামের ঔষধ দিয়ে যদি আমরা সেটা করতে পারি তাহলে আমরা অল্প টাকা দিয়ে অধিকাংশ রোগীকে চিকিৎসা করতে পারি। তাতে আমরা যতটা ঔষধ ইন্‌ডোরে দিচ্ছি, আউটডোরে আরও বেশী ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এসব ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মধ্যে একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হয়—যেমন পার্টিকুলার কোন একটা কোম্পানীর বিশেষ একটা ঔষধ এর দ্বারা কোন রোগীর রোগ যদি ৭ দিন এর মধ্যে ভাল হয়—আবার তা দিয়ে অন্য কোন রোগীর ভাল হতে ১০/১৫ দিনও সময় লেগে যায়। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সব রোগ তাড়াতাড়ি সারার জন্য ভাল ভাল মেডিসিন ব্যবহার হচ্ছে এবং ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার মধ্যেও একটা তারতম্য আছে। তারাও কখন কখন ২/১টা ঔষধ বদলাতে চান বা দেখতে চান যে তা দিয়ে কাজ হয় কি না। কাজেই সেখানে সেইরকম ডাক্তার বা স্পেশালিষ্ট থাকেন বা আমাদের যিনি ডি, এইচ, এস, আছেন তিনি দেখছেন। কারণ সেখানে সব ডাক্তারেরাই ঔষধের যে লিটারেচার আছে সেগুলি নানাভাবে কম বেশী পরীক্ষা করে দেখছেন আবার অনেকেই আছেন যারা জার্নেল বা যেসব ঔষধের বই ইত্যাদি আছে সেখানে যে ঔষধের নামগুলি আছে সেগুলি দিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করছেন। তাই আমাদের এখানেও যদি কোন রোগের ঔষধের ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে সেজন্য কাউকে কোন দোষ দেওয়া যায় না এবং আমার মনে হয় যে এর দ্বারা সবাই কম বেশী লাভবান হবেন। কাজেই ২/১টি ঔষধ যদি তিনি পাল্টাতে চান, কেন না তিনিও অন্য জায়গায় কাজ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি তা করেন এবং এখানে সেটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন, তাতে দোষের কিছুই নেই বলে আমার ধারণা। আমি নিজেও জানি যে তিনি ২/১টি আইটেম এর ব্যাপারে মাত্র উলটপালট করেছেন, সবগুলি ব্যাপারে নয়। তারপর তিনি এম্বুলেন্সের কথা বলেছেন—এম্বুলেন্স আরও নূতন দুটি আসছে, এছাড়া আরও এম্বুলেন্স যাতে আনা যায় আমরা তার

জন্য চেষ্টা করছি। তবে আপনারাও সকলেই জানেন যে মোটর যে যন্ত্র সেটা যে কখন বিগড়িয়ে যাবে বলা সম্ভব নয়। আমাদের যে মাননীয় সদস্যরা আছেন, তাদেরও যে রাগের থার্মোমিটার কখন কোথায় উঠে যায় ঠিক বুঝা যায় না। আপনারা অবশ্যি গাড়ীর ব্যাপারে এটা জানেন যে সপ্তাহকাল যদি একটা গাড়ী চলে তাহলে তাকে সার্ভিসিং এর জন্য দিতে হয় আর যদি তিন মাস চলে তাহলে তাকে ফেক্টরীতে পাঠিয়ে তাকে আবার সার্ভিসিং করতে হয়। গিয়ার, ওয়েল ইত্যাদি পরিবর্ত্তন করতে হয়। কাজেই এইরকম ক্ষেত্রে গাড়ীকে ২/৪ দিন গ্যারেজে যেতে হবে এবং নরম্যালী সেটা যায়ও। আমরা যারা ভাল লোক আছি আমাদেরও মধ্যে মধ্যে কোন রোগের ব্যাপারে হাসপাতালে কম বেশী এক আধ দিনের জন্য যেতে হয়। তেমনি আমাদের যেসব মোটর গাড়ী আছে সেগুলি তাদের হাসপাতালে পাঠাতে হয়, আর যদি ছোটখাট রিপেয়ার এর ব্যাপার হয় তাহলে ডিপার্টমেন্টে যে মেকানিক্স আছে, তাকে দিয়ে ঐগুলি ঠিক করা হয়। তাই আমাদের হাসপাতালেও যে কিছু কিছু ঔষধের সর্ট হয় তার একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে এই যে কোন রোগ কখন বেশী পরিমাণে আসবে সেটার কিছুই বলা যায় না। হঠাৎ একটা রোগের এমন প্রাদুর্ভাব হল কিন্তু যে ঔষধ আছে তাতে হয়তো কুলানো দায় হয়ে উঠবে। এতদিন আমাদের যে কবিরাজ আছে সেখানেও যে ঔষধ দেওয়া হয় সেটা আমি নিজেও এতদিন জানতাম না। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে আমাদের এখানে মেন্যুয়ে-ফেক্চারীং ইউনিট থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা বাহির থেকে ঔষধ কিনে আনছি? এটা নাকি কোন একটা কাগজে উঠেছে। যা হউক কবিরাজ আমাকে জানালেন যে হঠাৎ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী বেশী পরিমানে আসছে, অথচ আমাদের যে ষ্টক আছে তাতে যে ঔষধ আছে সেগুলি প্রায় ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম, তা ছাড়া সেখানে ঐ রোগের ঔষধ তৈরী করতে একটা বিশেষ রকমের উপাদানের প্রয়োজন আছে এবং সেটাও ফুরিয়ে গেছে। তাই রোগীর স্বার্থে সেই উপাদানটা আসাম থেকে সেখানে তাদের যে সপ আছে, তার থেকে তাড়াতাড়ি কিনে আনা হল। তার কারণ গেলো বৎসরের যা ইনডেনট তার চেয়ে দেখা যায় যে হাওট করে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী বাড়ছে। হঠাৎ কোন কোন সময়ে এমন রোগী হয় সেখানে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ ঔষধটা নরম্যাল কেসে ৬ মাস চলে যায় কিন্তু হয়ত দেখা গেল যে কোন একটা এবনরম্যাল সময়ে একটারকম বিশেষ রোগী বেশী হচ্ছে তাই ঔষধটা সেজন্য ফুরিয়ে যাচ্ছে।

যেমন এবার সেলাইন এর ক্ষেত্রে এই রকম হয়েছে। কেননা এত অধিক কেস কলেরার সমপর্য্যায়ভুক্ত না হত তাহলে হয়তো এটার কোন ক্রাইসিস হত না এবং আমরাও এটা করতাম না ঐ ঔষধগুলি আনার জন্য। সেই সর্টেজের সময়ে আমরা এরোপ্লেন দিয়ে মাল কলকাতা থেকে আনিয়েছি। যেটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে সব সময় হয়ে উঠে না। যদিও কোন

কোন সদস্য বলেছেন যে ঔষধ না থাকার দরুন এবং সময় মত সেই প্রয়োজনীয় ঔষধাদী না পাওয়ার দরুন অনেক লোক মারা গেছে, এই কথাটা ঠিক নয়, এর মধ্যে কোন সত্য নেই। আগে দেখা যেত যে অনেক ডাক্তার টাইফয়েড রোগী হলেও তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সেলাইন দিয়ে দিতেন যাতে করে কেসটাতে কোন প্রকার কমপ্লিক্যাট না হয়। কিন্তু এখন দেখা যায় যে সেটা প্রথম পর্য্যায়ে না দিলেও এমন কোন কিছুই হয় না। সেজন্য যদি সেখানে রোগী আসে যে তাকে সেলাইন দিতে হয়, কেননা, তার রোগ পুরোনো হতে পারে, এবং সেটা সব ক্ষেত্রে জানা যায় না বা ইচ্ছে করলেও কিছুটা অবজার্ভ করে সেটা দেওয়া যেতে পারে। কাজেই সেখানে যেভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, সেক্ষেত্রে যদি সেলাইন্ ব্যবহার করা হয়, সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে আদো সেলাইন্ ছিল না একথাটা মোটেই ঠিক নয়। অবশ্য যখন এই ধরণের রোগী বেশী সংখ্যায় আসছিল তখন শুধু এই সেলাইন্ এর ব্যবহারটা একটু কসাস্লি করতে বলা হয়েছিল যেখানে প্রয়োজন অনুভব হত শুধু সেখানেই যেন এটা ব্যবহার করা হয় এইরকম একটা নির্দেশ ছিল, একেবারেই যে সেল ইন ছিল না এমন নয় তখনও আমাদের ষ্টকে ১ হাজার সেলাইন্ ছিল। এই রকম নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটা কারণও ছিল সেটা হল যদি এগুলি কলকাতা থেকে আনতে দেরী হয় তাহলে এইগুলি এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে বা চলবে।

তাই বলছিলাম যে আমরা এম্বুলেন্সের ক্ষেত্রেও এই রকমভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন যে আমাদের এম্বুলেন্সগুলি প্রায় সব সময়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, এতে মনে হচ্ছে যে আরও বেশী সংখ্যায় লোক হাসপাতাল মাইনডেড হচ্ছেন। কাজেই যারা এখানে অচল অবস্থার কথা বলছেন, সেটা আমাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মোটেই নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে সেখানে নাকি বেলা দুইটার সময়ে খাবার দেওয়া হয়, এটা আমি কোন মতেই স্বীকার করতে পারি না। কেননা আমাদের বাড়ীতেই কখন কখনও হঠাৎ এইরকম অবস্থা হয়ে থাকে। আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু অবশ্যই ওনার আগরতলার বাড়ীতেই আছেন—তিনি যদি হয়ত বলেন যে আজকে আমাকে কোন কাজে বরিয়ে যেতে হবে বেলা এবং ১১টার মধ্যেই যেতে হবে, তাই তিনি ভদ্রমহিলাকে বললেন যে রান্না যেন ১১টার মধ্যে সারে যাতে উনি তাঁর প্রয়োজনী কাজে ঐ সময়ের মধ্যে যেতে পারেন। কিন্তু ভদ্র মহিলার রান্না হয়তো ১১টার সময়ে আধাআধি হয়েছে, পুরা রান্না হতে আরও অনেক সময় লাগবে। অঘোরবাবু ১১ টায় বাড়ী এসে যেই এসব দেখলেন তখনই বিগড়িয়ে গেলেন—কিন্তু ওনার বিগড়ালে তো চলবে না, ভদ্রমহিলার তো মেজাজ আছে, উনিতো বিগড়াতে পারেন, তাই উনিই বা কম চটবেন কেন?

তাই বলছি আমরা ত মানুষ নিয়ে কারবার করছি, সেখানেই নার্সেই বলুন আর অন্য

কেউই বলুন তাদের ত মন মেজাজ একটা আছে, তাদের পিছনে আবার কন্ট্রাকটারদের সাপ্লাই আছে। কাজেই সবটার মধ্যে ডিক্টেড করে বা অর্ডার দিয়ে কাজ হয় না, আজকে মন্ত্রী হিসাবে আমি সেটা বুঝি যে কাজগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করা দরকার। কিন্তু আমাদের যে যুগ সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ, কাজেই সেখানে খুব কঠোর না হয়ে সংশোধনের ভিতর দিয়ে কাজ করা উচিত। মাননীয় সদস্যের মত অভিযোগ যে আমার কাছে আসছে না এমন নয়, দিন রাত অনেক অভিযোগ আসছে। কিন্তু সংশোধনের পথে যেভাবে কাজ করা যায় বা চলে যায় সেটা আমাদের সবার পক্ষে মঙ্গল হবে বলেই আমার ধারণা।

(ইন্টারেপশান)

সেখানে রোগীও ডাক্তারকে ডিক্টেড করছেন—বলছেন যে ডাক্তারবাবু যে চিকিৎসা করছেন, তাতে ত আমার রোগ ভাল হচ্ছে না, ইনজেকশান দিন ইত্যাদি। আবার অনেক রোগীর অভিভাবক এসে মন্ত্রীদের কাছে বলছেন বা রোগীদের মধ্যে কেউ কেউ এসে অভিযোগ করছেন যে হাসপাতালে গেলুম কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার এ্যাক্সরে নিচ্ছেন না। সেখানে ডাক্তারেরা হয়ত বললেন যে এ্যাক্সরের দরকার নেই কিন্তু রোগী বলছেন যে এ্যাক্সরে আমার নিন। তখন হয়ত অনেক দরবার করার পর ডাক্তারেরা বাধ্য হন, ভাবছেন এত দরবার যখন করছেন তখন দেওয়া দরকার না হয় আবার যদি কোন কাগজে উঠিয়ে দেয় কিনা ... ... এসব চিন্তা করে ডাক্তারেরা হয়তো একটা এ্যাক্সরে ফটো তুলে দিচ্ছেন।

কাজেই সেইদিক দিয়ে দেরী হচ্ছে এবং এর একটা কারণও আছে। এই জিনিষগুলি যখন আমার কাছে একবার এসেছিল তখন আমি দেখেছি এর একটা বিকল্প আছে। কারণ কন্ট্রাকটার বাজারে মাছ ইত্যাদি যদি ৯ টার মধ্যে জায়গায় গিয়ে না পৌছায় তাহলে এত লোকের রান্না করে সেখানে ১ টার মধ্যে খাবার দেওয়া সম্ভব নয়। কন্ট্রাক্টারকে পেনালাইজ করার জন্য ও আমরা ব্যবস্থা করেছিলাম। যখন সে ৯ টার সময় রিপোর্ট দিল যে বাজারে মাছ পাওয়া গেল না সেই ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারদের কাছে অ্যাডভান্স দিয়ে রেখে ছিলাম যে এইরকম যদি সে ফেল করে মাছ দিতে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে নিজেরা কিনে সেই দামটা যাতে তার বিল থেকে কেটে রাখা হয়। সে এক টাকা করে রেট দিয়েছে। যদি এক টাকায় না পাওয়া যায় তা হলে যে দামে কেনা হয়েছে সেই দাম যেন তার বিল থেকে কাটা যায়। কিন্তু তাতেও দেখা গেল যে অনেক ক্ষেত্রে বাজারে এই সময়ের মধ্যে মাছ কিনে আনা যায় না। আমাদের নিজেদের মেশিনারী সেই ক্ষেত্রে কয়েকদিন ফেল করেছে। কারণ বাজারে সবসময়ে মাছ থাকে না। কন্ট্রাকটর সেখানে রিক্সা ব্যবহার করত সেখানে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল গাড়ী ব্যবহার করেও মাছ পৌছে দেওয়া উচিত। গতবার এটা করা যায় নি। কাজেই এবার যে টার্মস কনডিশান আছে কনট্রাকটের

মধ্যে তার মধ্যে পরিবর্তন করা হচ্ছে যাতে তাকে বাধ্য করা যায়। কাজেই ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যে অসুবিধাটা আছে সেটা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি, দেখা গেছে যে টার্মস কনডিশান বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং তার মধ্যে বাজারে কিছুটা পরিবর্তনও হয়েছে। কাজেই দেখা যায় তাতে অবস্থার কোন উন্নতি করা যায় নি। মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বললেন যে কেন তারা নেয়। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে অফিসাররা চাকুরী করছে। এখন অফিসারদের কনষ্ট্যান্ট ভিজিলেন্সে থাকতে হয় অডিটের দিকে লক্ষ্য রেখে। সেখানে যদি লোয়েষ্ট টেন্ডার না রাখা হয় তা হলে এক্সপ্লেনেশনের পর এক্সপ্লেনেশন দিতে দিতে তার জীবন বেরিয়ে যায়। তারপর অফিসাররা মনে করেন যে, বাবা শেষ পর্য্যন্ত তো আমাকে চাকরী করতে হবে। সুতরাং লোয়েষ্ট টেণ্ডারের যে টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশান তাই অ্যাকসেপ্ট করি। এটা আমার নিজের দৃষ্টিতে পড়েছে। কারণ তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে একটা টেণ্ডার অ্যাক্সেপ্ট করতে গেলে পর তিনটি মাস সময় লাগে। সবকিছু ফর্ম্যালিটিজ করে কাগজে দিতে হবে। তাতেও কম সে কম ১৫ দিন সময় লাগবে। মফঃস্বল থেকে লোক আসবে। তারপর অ্যাকাউন্টসে যায়। অমুক অফিসার দেখেন, টাকার পরিমাণ দেখা হয়। হাই টেণ্ডার কমিটি, লো টেণ্ডার কমিটি, তাদের অভিমত তারা দেন। এতগুলি অভিমত দেওয়ার পর জিনিষটা সেটেল হয়। তারপর আমার কাছে আসে। তখন যদি নূতন করে টেণ্ডার দিতে হয় তাহলে পুরানো যে টেণ্ডারওয়ালা আছে তাকেও আবার রাখতে হবে। তখন হয়ত আবার প্রশ্ন উঠবে যে পুরানো টেণ্ডার ওয়ালাকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই মন্ত্রী বাহাদুর ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়েছেন। তারপর যখন তারা সাপ্লাই দিতে পারবেন না তখন কনট্রাক্টর বলবে যে আমি তো লাভ করেই টেণ্ডার দিয়েছি। আমি জানি যে মাছের মধ্যে আমার লোকসান হবে, তাই মাংস দিয়েই আমি লাভ নিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনিও জানেন এবং তারাও জানেন, যে কনট্রাক্টররা লয়েষ্ট টেণ্ডার দিলেও তাদের আইনের ফাঁকে লাভ করার চেষ্টা করে। এটা চেক দেওয়া যায় কিনা সেজন্য বলছি যে তাকে পেনালাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে যদি সে দিতে না পারে তাহলে আমরা কিনে নেব। যে দাম দিয়ে কিনব সেটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাজারে পাওয়া যায় না। কাজেই কনট্রাক্ট দিলেই যতখানি মাছ তার দেওয়ার কথা ততখানি মাছ তাকে দিতে বাধ্য করার জন্য বলা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে কোয়ানটিটি নিয়ে টেণ্ডার হয়। আজকে যদি সে না দিয়ে থাকে তা হলে এই বছরের মধ্যে তার কোয়ানটিটি তাকে পূর্ণ করতেই হবে। সেই দিক দিয়ে ঐ কনট্রাক্টরের প্রতি কোন ল্যাকসিটি দেখানো হয় নি এবং সেটা যাতে ইম্প্রুভ করা যায় অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেটা দেখছেন।

এরপর মাননীয় সদস্য এমারজেন্সী অবজারভেশনের কথা বলছেন। খালি এমারজেন্সী একটা করলেই হবে না। তার সার্ভিসটা যাতে ঠিকমত পাওয়া যায় সেটাও দেখা দরকার এবং আস্তে আস্তে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এমারজেন্সী বেড করা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে এর আগে অ্যাকমডেশন ছিল না। একটা অবজারভেশন বেড যদি করতে হয়, আগে সেটা ছিল না, এখন সেটা করা হয়েছে। ব্লাড ব্যাংকের জন্য নিজস্ব বিলডিং তৈরী হয়েছে এবং ব্লাড ব্যাংককে সরাতে হয়েছে। কাজেই ব্লাড ব্যাংকের জন্য যে জায়গাটা নেওয়া হত সেটা এখন খালি হয়েছে। সেই খালি জায়গাতে এখন অবজারভেশন বেড করা হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে আগরতলার জি, এম,এ কেন করা হচ্ছে না তার যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি না। কারণ আগরতলার মধ্যে দুটি হাসপাতাল রয়েছে এবং দুই জায়গায় হওয়ার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ অনেক বেশী হয়ে যায়। যদিও আমরা হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ড করেছি, চিলড্রেন ওয়ার্ড করেছি, এইরকমভাবে আলাদা করছি কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে কম বেশী সব ডাক্তারেরই সাহায্য এর মধ্যে প্রয়োজন রয়েছে। যে কেসটা মেটারনিটি হিসাবে ভর্তি হল তার মধ্যে মেডিকেলের ডাক্তারেরও প্রয়োজন রয়েছে এবং তাতে একটা অসুবিধা হলো কি যে দুই জায়গায় থাকার জন্য ডাক্তারদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয় বেশী এবং আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল গাড়ী আছে, যখন ডাক্তাররা অন ডিউটিতে কাজ করছেন তাদের গাড়ীর সুযোগ করে দেওয়া দরকার এবং তার জন্য তাদের গাড়ীর সুযোগ করে দিতে হচ্ছে। তাতে দেখা যায় যে গাড়ীর চলাচল আরও বেড়ে যাচ্ছে। এটাকে রোধ করার কোন উপায় নেই। কিন্তু আমি মনে করি দুটি হাসপাতাল যদি এক জায়গায় হতো তা হলে আরও ইম্প্রুভড হতো। তাতে করে ডাক্তারদের দৌড়াদৌড়ি অনেক কমে যেত এবং তাতে রোগীর দিক দিয়ে সুবিধা হত এবং কাজ অনেক ভাল হত। আর এমারজেন্সীর যে কথাটা বলা হয়েছে যে সব জায়গায় এমারজেন্সী রাখা দরকার, সেটা রাখা সম্ভবপর হয় না। কারণ কখন কোন্ চিকিৎসার দরকার হবে সেটা বলার উপায় নেই। হঠাৎ অপারেশনের দরকার হতে পারে, বিভিন্ন ধরণের ঔষধের দরকার হতে পারে। কাজেই একটা জায়গায় ষ্টক রিপ্রেনিশ হয়ে থাকা দরকার, সেই হিসাবে জি, বি,-টাই হচ্ছে উত্তম। সেখানে অনেকগুলি সার্জারী ইউনিট আছে এবং দরকার মত কেসগুলি করা যায়। একজন ভাল স্পেশালিষ্ট যদি থাকেন তিনি এমারজেন্সী অনুযায়ী আরও তিনজনকে সংগে সংগে কাজে লাগাতে পারেন, একসংগে তিনটা রোগীকে দেখতে পারেন এবং তিনি সুপারভাইজও করতে পারেন। কিন্তু আজকে যদি সেধরণের ইউনিট আর এক জায়গায় করা হয় তাহলে একটার বেশী কেস কোন সময়েই করা যাবে না। কাজেই ম্যাক্সিমাম কেসে কখন কোনটা লাগবে সেটাও বলা যায় না। সেজন্য ম্যাক্সিমাম যেখানে আছে সেখানেই এটা রাখা উচিৎ। সেজন্যই জি, বি,টা ভাল। কেউ কেউ

হয়ত বলেন যে জি, বি, হাসপাতালে যাওয়ার পথেই রোগী মারা যাবে। তাহলে বলতে হবে যে হাসপাতালে যেতে যেতে যে রোগী মারা যাবে হাসপাতালে গেলেও সে রোগী বাঁচবে না। ফার্ষ্ট এড্ জিনিষটা, দ্যাট ক্যান বি গিভেন ইন দি ভি, এম, হস্‌পিটাল। সেটা কখন কি করবেন তা ডাক্তারের উপর নির্ভর করে। কাজেই একটা রোগী যদি ভি, এম, হস্‌পিটাল পর্য্যন্ত আসতে পারে তাহলে সেখান থেকে ৭ মিনিটের পথ জি, বি, পর্যন্তও সে যেতে পারবে। ভি, এম, হাসপাতালে এমারজেন্সী থাকলে যেটুকু সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা শুধু ভি, এম, এর কাছে যারা আছে তাদেরই পাওয়ার কথা। তা না হলে দূরত্বের কথা সবার জন্যই সমান, একমাত্র ভি, এম, এর কাছের লোক ছাড়া। যদি রাণীর বাজার থেকে কেউ ভি, এম, পর্যন্ত আসতে পারে তা হলে ৭ মিনিটের পথ জি, বি, পর্য্যন্তও যেতে পারে। যদি কেসটা রামনগরের হয় তা হলেও জি, বি, পর্য্যন্ত যেতে পারে। কাজেই পিউরলী এমারজেন্সীর জন্য যে ব্যবস্থা করা দরকার সেগুলি জি, বি,তে আছে। ভি, এম, এও দুটি বেড রাখা হয়েছে। কিন্তু এমারজেন্সী অবজারভেশন দুই জায়গায় খোলা সম্ভব হবে না।

অক্সিজেনের কথা বলা হয়েছে। অক্সিজেন আমি আগেও বলেছি যে বাইরে কোম্পানীর সাপ্লাইর উপর নির্ভর করতে হয়। সেটা এরোপ্লেনে করে আনতে হয়। আমি যতটুকু খোঁজ নিয়েছি ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সেটা আনার জন্য কোন ত্রুটি থাকে না। তাছাড়া এম্পটি ব্যারেলগুলি রেলওয়ে মারফত ফেরত পাঠাতে হয়। সেগুলি কনট্রাক্টরের মারফতে যায়। তাতেও কিছু সময় লাগে। সেজন্য নরম্যাল যে ব্যারেল ছিল সেগুলি কিছু বাড়ানো হয়েছে যাতে শর্টেজ না হয়। তাতে হয়ত অবস্থার কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু কোন সময়েই জি, বিতে অক্সিজেন শর্ট হয় না। সেটা পুরোপুরি এগ্‌জাসটেড হয় না। হয়ত যখন স্টক ফুড়িয়ে যায় তখন হয়ত কসাস্‌লী ইউজ করা হয় এবং সেটা করাও উচিত বলে মনে করি। সব সময় যে রোগীদের ইচ্ছা অনুযায়ী বা তাদের অভিবাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী হবে সেটা ঠিক নয়। ডাক্তারগণ যেমন মনে করেন তেমনি ভাবে দেওয়া উচিত। ঔষধ আমরা দেব কিন্তু এই সংগে সেটাও দেখতে হবে যে অতিরিক্ত যে তিন লক্ষ টাকা আমরা ব্যয় করছি সেটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়।

হাসপাতালে ডাক্তারদের কমিটির কথা বলা হয়েছে। সেইভাবে অফিসিয়াল কমিটি না থাকলেও ডাক্তারদের নিজস্ব একটা কনসালটেটিভ কমিটি আছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি জানি যে ডাক্তারদের যখন নাকি কঠিন কঠিন কেস্ হয়, আমি জানি তারা সপ্তাহে একদিন মিলিত হন এবং তাদের নিজস্ব চিন্তা ধারার বিনিময় করেন। আর একটি কমিটির কথা বলা হয়েছে। সেটা আমাদের বিবেচনাধীন আছে। সেটা করা যায় কিনা দেখা হবে। সুতরাং মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার মনে হয় আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত কথা বলেছেন আমি তার উত্তর

দিতে পেরেছি। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্য থেকে সমস্ত ত্রুটি এবং ডাক্তারদের দ্বারা যা'তে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেটা দেখা হবে। তবে এটাও স্বাভাবিক ছোটখাট দুয়েকটি ত্রুটি থাকতে পারে। সেজন্য রাজনীতির খেলা চলছে এই কথাটা বলা ঠিক নয়। হিউম্যান ফেলুার যদি রিজনেবল থাকে তাহলে সেটাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত। তবে এটা আমরা দেখতে পারি যে সাপ্লাইটা ঠিক মত না হলে খাওয়ার সময়টাও ঠিকমত হচ্ছে না। রোগীকে যদি ঠিক সময় মত খাবার দেওয়া যায় তাহলে সেটাও ভাল। একটা অভিযোগ ছিল যে ১টা থেকে ২ টার মধ্যে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু এতবড় একটা হাসপাতাল, তার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় খাবার দিয়ে যেতে যেতে অনেকটা সময় লেগে যায় এবংএটাকে আরও ত্বরান্বিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমরা ভেবেছি এবং এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে কিছু ট্রলি জাতীয় গাড়ী আনা যায় কিনা। খানিক আগে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তাতে দেখা গেছে যে ট্রলিতে করে যদি খাবার দেওয়া যায় তাতে হয়ত সময় কিছুটা কম লাগতে পারে। সেই দিকেই দেখা হচ্ছে। কাজেই যেখানে উন্নতি করা যায় সেটা মিনিষ্টার ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করছেন, ডাক্তাররাও ভাবেন। এই কাজগুলি একবার বলার সংগে সংগে এত তাড়াতাড়ি করে করা সম্ভবপর নয়। সমস্ত মানবিক কারণগুলি দেখে সেটা করতে হবে এবং সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয় আমি মাননীয় স্পীকারের মারফতে মাননীয় সদস্যদিগকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছি যে এই বিষয়ে যতখানি যত্ন নেওয়া দরকার সেটা নেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে সাপ্লাই অনেক বেশী ইম্প্রুভ করেছে। তবে এর সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন. তার উত্তরে আমি বলব, তিনি কংগ্রেসের কোন্দলের কথা বলছেন, তবে তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি বলতে পারি যে এখানে যে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল আছে তার মধ্যে কোন উপদল বা উপদলীয় কোন্দল নেই। তারা যা করেন এক সংগে মিলে মিশে সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই অনু-যায়ী কাজ করেন। কাজেই এটা তার নিজের কল্পনা হতে পারে।

কুকুরের কথা বলার বাকী রয়ে গেছে। এই সমস্যাটা আমার নিজের দৃষ্টিতে এসেছে। মাঝে মাঝে কুকুরকে মারাও হয়ে থাকে। কিন্তু মারতে মারতে দেখা যায় পয়সা দিয়েও লোক আর শেষে মারতে যায় না। তারাও শেষে ভীত হয়ে যায় যে এত পাপ করছি। মিলিটারীকে যদি বলা হয়, তারা বলে তারা গুলী করবে না। কেউ কেউ আবার স্বপ্নেও দেখে, বলে যে আমি এই কাজ আর করব না। যদি দেখা যায় এখানে কিছু কমে গেছে তাহলে অন্য জায়গার ষ্ট্রীট ডগস্ এসে গেছে। সংখ্যাটা কমানো হলেও কিছুদিনের মধ্যেই আবার বেড়ে যায়। তবে আমরা পি, ডব্লিও, ডি, এর কাছে বলেছি জি, বি, এর অর্দ্ধেকটা বেড়া দেওয়ার জন্য। দেখা গেছে যে পুরোটাকে বেড়া দিলে অসুবিধা হবে। কিন্তু এখন দেখা যায় যে কুকুর বেড়া ডিঙিয়েও যায়। সেজন্য সবটাই বেড়া দিতে পি, ডব্লিও, ডি,কে বলা হয়েছে। তারা এই বিষয়টি

দেখছেন। তবে আমার মনে হয় যে এটা ছাড়া অলটারনেটিভ আর কিছু নেই। অনেক সময় কুকুরের ব্যাপারে কাগজে উঠত দেখা যায়, আমি নিজেও গিয়ে কয়েকবার দেখেছি। কাজেই বেড়া দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মোটামুটি উত্তর দিয়েছি। তবে জিনিষটা হচ্ছে এক্সরে দিয়ে দেখার মত। যদি এমনি খালি চোখে দেখা যায় তাহলে মানুষটাকে সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু যদি এক্সরে দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, এমন যে সুন্দর মানুষটাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তার মধ্যে কয়েকটা হাড় ছড়া আর কিছুই নেই। কাজেই আমরা সব জিনিষকে মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখি না। এক্সরের কথা বলতে বলতে সেই প্রসঙ্গেও বলি। এক্সরে ফিল্ম মাঝে মাঝে শর্ট হয়ে যায়, তার কারণ হচ্ছে আমরা সব সময় সেটা সাপ্লাই পাই না। কোম্পানী মোটামুটি দেয়, কিন্তু বাজারেও ডিমাণ্ড অনুযায়ী পাওয়া যায় না এবং সেজন্যই অনেক ক্ষেত্রে সব সময় সবলকে এক্সরে করা সম্ভব হয় না। তা না হলে এক্সরে না করার কিছু নেই। এটা হচ্ছে বড় কারণ।

আর ইলেক্ট্রিসিটির অসুবিধার কথা বলেছেন। এটা সমগ্র আগরতলার ক্ষেত্রেই হচ্ছে। সেজন্য সেপারেট জেনারেটর রাখার কথা বলেছেন। তার খরচও অনেক। একটা জেনারেটরে হবে না। একটা হঠাৎ কোন কারণে নষ্টও হয়ে যেতে পারে। সেজন্য বাল্ক সাপ্লাই ইকনমিকও বটে। তবুও আমরা ষ্ট্যাণ্ডবাই একটা রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু হঠাৎ যদি ইলেক্ট্রিসিটি ফেলুয়র হয় তাহলে সেই মেশিনটা চলতে চলতে এক ঘণ্টা চলে যায়। তাতে যে ক্ষতিটা হওয়ার কথা সেটা এই এক ঘণ্টার মধ্যে হবেই। জলের কথাও ইলেক্ট্রিসিটির সংগে আছে। কোন কোন সময়ে জলের অসুবিধা হয়। একবার গত অক্টোবর মাসে এই রকম অসুবিধা হয়েছিল। এখন দুইটা টিউবওয়েল করা হয়েছে। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হবে না। তবে আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাইর জল সেখানে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এষ্টিমেট পাঠানো হয়েছে। তার স্যাংশান এখনো আসে নি। তাহলেও বনমালীপুরের লাইন দিয়ে সেটা নিতে হবে। সেটা হলে পরে জলের সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে আগরতলা থেকে গাড়ী দিয়ে যদিও জল নেওয়া হয় তবু এটা এতবড় হাসপাতালের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়ে পড়ে। সেজন্য স্ট্যাণ্ড বাই সাপ্লাই রাখার জন্য টিউবওয়েল করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই সর্বশেষে আমি শীতল জলের কথা বলে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যদের আমি সন্তুষ্ট করতে পেরেছি এবং সেজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma, mover of the motion. Hon'ble Member please avoid repeatation.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ মোশনের মধ্যে স্পীকার ইচ্ছা করলে মোভারকে রাইট অব রিপ্লাই দেওয়ার জন্য বলে থাকেন। কিন্তু এত দীর্ঘ আলোচনার পর আমি মনে করি এখন আর কিছু না বলাই ঠিক। সেজন্য আমি এখন আর কিছু বলছি না।

MR. SPEAKER :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury to move his Resolution that—this Assembly is of opinion that—'কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তথা ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালাইতে দুই একর পর্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিগুলিতে ও ততোধিক রায়তি ও বর্গাভূক্ত জমিগুলিতে সরকারী পরিচালনাধীনে চাষ-আবাদ করার ব্যবস্থা করা হোক।'

The mover of the Resolution is absent. So the Resolution is deemed to be withdrawn.

MR. SPEAKER :— I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

APPENDIX—'A'

PAPERS LAID ON THE TABLE
STARRED QUESTION NO 697.
By Shri Abdul Wazid, M. L. A.,

Question :

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

হুরুয়া সিংগিজুলাই ও ইদন মিয়ার বাঁধের কাজ এখনও আরম্ভ না হইবার কারণ কি ?

Answer

তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

STARRED QUESTION NO. 698

By Shri Abdul Wazid. M. L. A.

Question :

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public works Department be pleased to state—

১) ধর্ম্মনগর, রাণীবাড়ী ভায়া পিয়ারাছড়া রাস্তায় বাস সার্ভিসের আদেশ দিয়াছেন কি না?

২) বর্ত্তমানে ঐ রাস্তায় রাণীবাড়ী পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু আছে কি না?

Answer :

তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—3-4-69—150.